Portents and features of Mahdi's coming

by

Harun Yahya (Adnan Oktar)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ

মূলঃ আদনান আক্তার (হারুন ইয়াহিয়া)

অনুবাদঃ এ.এন.এম.এ মোমিন

পুস্তক পরিচিতি

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন,যিনি আখেরী জমানায় আবির্ভূত হবেন। এই মহান ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহকে নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করবেন। তিনি দুর্নীতি রোধ করে এমন এক সমাজ গঠন করবেন যেখানে শান্তি, ন্যায় বিচার, সুখ-সমৃদ্ধি এবং সার্বিক কল্যান বিরাজ করবে। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার ও বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করবেন এবং এই ধর্মকে তার মূলধারায় ফিরিয়ে আনবেন। ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাথে হযরত ঈসা (আঃ) এর সাক্ষাৎ হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি ইসলাম ধর্মের সার্বিক নৈতিক মূল্যবোধ পুনঃসংস্থাপন করবেন। পৃথিবীতে শান্তি, কল্যান ও পবিত্রতা বিরাজ করবে, যা ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। এই মহাসংবাদ সকল ঈমানদারদের উৎসাহ ও আবেগ বৃদ্ধি করবে। অনেক হাদিস ও নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত সুসংবাদ ঈমানদারদের আনন্দ, উৎসাহের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে।

আমাদের সময়কালে যে সব নিদর্শনাদি দেখা যাচ্ছে সেই অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় আসন্ন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বে বিশৃংখলা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অত্যাচার, সংগ্রাম, যুদ্ধ, অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, ঘন ঘন ভূমিকম্প-এ সবই এ মহাসংবাদের নিদর্শন বা আলামত হিসেবে বিবেচিত।

এই পুস্তিকাটি দুই ভাগে বিভক্তঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের নিদর্শনাদি এবং ইমাম মাহদী (আঃ) এর অবয়ব তথা চেহারা মোবারাক ও অন্যান্য। এই পুস্তিকায় হযরত ইমাম মাহদী(আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত নতুন তত্ত্ব ও তথ্যাদি সন্দেহাতীতভাবে মুসলমানদের উজ্জীবিত করবে।

পাঠকদের প্রতি আবেদন

এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে ডারউইনবাদের পতন ও বিভ্রান্তি সম্পর্কে বর্ননা করা হয়েছে কারন এই মতবাদ সমস্ত আধ্যাত্মিক দর্শন বা ধর্মমতের বিরোধিতার ভিত্তি হিসেবে প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল।যেহেতু ডারউইনবাদ সৃষ্টির বাস্তবতা অস্বীকার করে এবং বাতিল বলে গন্য করে এবং সেইসাথে আল্লাহর অস্তিত্ব মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।বিগত ১৫০ বৎসর যাবৎ এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক লোক ধর্ম পরিত্যাগ করেছে অথবা এ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কার্যত খোদাদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।এ কারনে এই মতবাদের বিভ্রান্তি ও প্রতারনার বিষয়টি সকলকে জানানো একটি অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। যেহেতু আমাদের কোন কোন পাঠক আমাদের প্রকাশিত মাত্র একটি পুস্তক পাঠ করার সুযোগ পেতে পারেন, তাই আমরা এই বিষয়টির সারাংশ এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যথার্থ বিবেচনা করি।

লেখক পরিচিতি

আদনান আক্তার, "হারুন ইয়াহিয়া" ছদ্মনামে বর্তমানে লেখনী ধারন করেছেন। ১৯৫৬ সালে তুরস্কের রাজধানী আনকারায় তাঁর জন্ম।সেখানেই তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং তারপর ইস্তাম্বুলের মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলা এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি রাজনীতি বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কিত বহু পুস্তক রচনা করে আসছেন। হারুন ইয়াহিয়া, বিবর্তনবাদীদের প্রতারনা, তাদের দাবীর অসারতা প্রমান, তাদের সাথে কমিউনিজম এবং ফ্যাসীজমের মত রক্তাক্ত মতবাদের সাথে অবৈধ যোগাযোগ এবং এ সম্পর্কে বহু পুস্তক লিখে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছেন।

হারুন ইয়াহিয়ার লেখনী বর্তমানে বিশ্বের ৬০টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে, যার সমষ্টি ৪৫ হাজার পৃষ্ঠার অধিক এবং ৩০ হাজারেরও অধিক চিত্র সম্বলিত। লেখকের হারুন ইয়াহিয়া নামটি হযরত হারুন (আঃ) এবং হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এই দুই মহান পয়গম্বরের নামের সমষ্টি, যারা তাদের অনুসারীদের ঈমান উদ্ধারের সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর পুস্তকের প্রচ্ছদ রসুল (সাঃ) এর সীল প্রতীকি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এবং পবিত্র কুরআন (আল্লাহতা'লার সর্বশেষ ধর্মীয় গ্রন্থ) ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতিনিধিত্ব করে। পবিত্র কুরআন ও রাসূল (দঃ) এর সুন্নাহর পথ নির্দেশনা অনুযায়ী, লেখক প্রতিটি প্রধান প্রধান ধর্মবিরোধী তত্ত্ব, মতবাদ, দর্শন, চিন্তাধারা বা ভাবধারার বিরুদ্ধে লেখনী ধারন করা তার জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহন করেছেন। যাতে ধর্মবিরোধীরা সম্পুর্নরূপে চুপ থাকতে বাধ্য হয় এবং ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রকার কটুক্তি করার দুঃসাহস দেখাতে না পারে।

এসব লেখনীর সুস্পষ্টতা, বিস্তারিত বিবরনমূলক ব্যাখ্যা ও এর কার্যকারিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এমনকি যারা কঠোর আধ্যাত্বিকবাদ বিরোধী ব্যক্তি, তারাও লেখকের পুস্তকাদিতে উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যের সত্যতা এবং সঠিকতা অস্বীকার করতে সক্ষম হন না।

এই পুস্তকটি ও লেখকের অন্যান্য পুস্তকসমূহ এককভাবে বা দলগতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। যে সকল পাঠক এই পুস্তকের দ্বারা উপকৃত হতে আগ্রহী তারা লক্ষ্য করবেন যে আলোচনা, সমালোচনা, একের সাথে অপরের মতবিনিময় বা অভিজ্ঞতা শেয়ার করা অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।এছাড়া এই পুস্তিকাটি পাঠ করা এবং মুদ্রনের ব্যাপারে সাহায্য সহযোগীতা করা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের একটি বৃহৎ সেবা করার সামিল। কারন পুস্তিকাগুলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লেখা ও অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা সম্বলিত।এ কারনে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা কাউকে দিতে চাইলে এই পুস্তিকাগুলো পাঠ করতে উৎসাহ প্রদান করা একটি অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। এই লেখকের ধর্ম ও ঈমান বিষয়ক লেখনীর উৎসের প্রাচুর্য্য ও প্রামানিকতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং তা সুপাঠ্যও বটে।

লেখকের অন্যান্য পুস্তকের মত এই পুস্তকেও লেখকের কোন ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি অথবা সন্দেহজনক কোন উৎস থেকে ব্যাখ্যা, ধর্মীয় বিষয় হিসেবে অনাবশ্যক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিষয়টিকে

ভারাক্রান্ত করা হয়নি, অথবা নৈরাশ্যব্যঞ্জক যুক্তি ও হতাশামূলক বিষয়াদি যা হৃদয়ে অথবা মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এহেন কোন বক্তব্য বা তথ্য বা যুক্তি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

হারুন ইয়াহিয়া শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সীল ব্যবহার করেন, যিনি চূড়ান্ত মহাজ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতার সর্বশেষ সীমায় উপনীত হয়েছিলেন। লেখক তার শেষ কথা হিসেবে এই জ্ঞানদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। হারুন ইয়াহিয়ার সব পুস্তক একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা, তা হলো কুরআনের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়া, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ববাদ, পরকাল ও ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য পাঠকদের উৎসাহিত করা। এছাড়া, ধর্মবিরোধী ও বিকৃত আদর্শের অনুসারীদের মতবাদ যে কতটা অসার বা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তত্ত্বের বা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তা জনসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করা।

হারুন ইয়াহিয়ার লেখা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদৃত। ভারত থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড থেকে ইন্দোনেশিয়া, পোলান্ড থেকে বসনিয়া, স্পেন থেকে ব্রাজিল, মালয়েশিয়া থেকে ইতালী, ফ্রান্স থেকে বুলগেরিয়া এবং রাশিয়া। তার কিছু কিছু পুস্তক ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, চীনা, পর্তুগীজ, উর্দু, আরবী,আলবেনিয়ান,ডেনিশ, রাশিয়ান, মালয়, পোলিশ, তুর্কী, ইন্দোনেশিয়ান, বাংলা, সুইডিশ ইত্যাদি ভাষায় পাওয়া যায়।তার লেখা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত এবং প্রশংসিত। এই লেখার মাধ্যমে বহু ব্যক্তি ঈমান পুনরুদ্ধার, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং ঈমানের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তার পুস্তকের সরলতা, জ্ঞান ও নির্দিষ্ট ধরনের রচনাবলী যা অত্যন্ত সহজবোধ্য যা পাঠককে সরাসরি আন্দোলিত করে।যারা তার পুস্তকগুলি গভীর মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবেন তারা কখনো নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ অথবা কোন বিকৃত ও ধর্মবিরোধী দর্শনের পক্ষে কোন কথা বলতে সক্ষম হবেন না। কারন এ পুস্তকগুলো দ্রুত কার্যকরী, নিশ্চিত ফলাফল এবং অকাট্য যুক্তি শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরপরও যদি তারা তাদের ধর্মবিরোধী প্রচারনা অব্যাহত রাখে তাহলে তা হবে আবেগপ্রসূত। কারন এ পুস্তকসমূহের বিষয়বস্তু এ ধরনের মতবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে সেগুলির অসারতা প্রমান করে। বর্তমান সময়ে প্রচলিত সকল ধর্মবিরোধী মতবাদ তার লেখার কাছে পরাজিত হয়েছে, তাই হারুন ইয়াহিয়ার পুস্তকসমূহকে সাধুবাদ।

একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত যে, কুরআনের জ্ঞান স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। মানবজাতিকে আল্লাহকে অনুসরনের সঠিক পথ নির্দেশনা দেওয়াই লেখকের একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য। কোন বস্তুগত স্বার্থের জন্য এ সকল পুস্তক লিখিত হয়নি।যারা অন্যকে এই পুস্তকসমূহ পাঠ করতে উৎসাহিত করেন, পাঠকদের হৃদয় ও মনে এমন ভাবাপ্লুতা ছেয়ে যায় যে তাদেরকে আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা হতে সহায়তা করে। তারা মানবজাতির জন্য অমূল্য সেবা প্রদান করছেন। যে সকল পুস্তক মানুষের মনে সন্দেহ এবং সংশয় সৃষ্টি করে সে সকল পুস্তকের প্রচার করা সময় ও শ্রমের অপচয় মাত্র। ঐ সকল পুস্তক তাদের মতাদর্শগত বিভ্রান্তির শিকারে পরিনত করে এবং সুস্পষ্টতঃ মানুষের মন থেকে তাত্ত্বিক বিষয়ে সন্দেহ নিরসনে কোন ইতিবাচক ও কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টি করে না, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে একথাই প্রমানিত হয়েছে।

বর্তমানে মানুষের সবচেয়ে মহৎ কাজ হচ্ছে মুসলমানদের ঈমান পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা। হারুন ইয়াহিয়ার পুস্তকসমূহ মানুষের ধর্ম সম্পর্কে অবিশ্বাস দূর করে এবং কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়। এ ব্যাপারে কারো কোন

প্রকার সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। মিশনের প্রভাবে পাঠকের মনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে এটাই এর সবচেয়ে বড় সফলতা ও সার্থকতা।

একটি বিষয় স্মরনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান বিশ্বে যে নিষ্ঠুরতা, সংঘাত, নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট বিশ্বের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে গ্রাস করে আছে তার প্রধান কারন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক তথ্যের উপস্থিতি। এই পরিস্থিতির অবসান শুধুমাত্র এসব বাতিল এবং খোদাদ্রোহী মতবাদ নির্মূল করে সৃষ্টির অলৌকিকত্ব এবং কুরআনিক জীবনবিধানের বিজয় এবং জনগনকে এর অধীনে নিয়ে আসার মাধ্যমেই সম্ভব হবে। বর্তমান বিশ্বের এই নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘাত, দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্য জনমনে এ শিক্ষার ব্যাপক ও দ্রুত প্রসার এবং প্রচার করে তা সমাজে কার্যকরী করা। অন্যথায় তা অধিক বিলম্বে হয়ে যাবে যার অর্থ এই দূরাবস্থা দীর্ঘায়িত করা।এই প্রচেষ্টায় হারুন ইয়াহিয়ার পুস্তকসমূহ মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এ সমস্ত পুস্তকাদির মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে কুরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার, সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ।

সূচীপত্র

ভূমিকা	8
প্রথম অধ্যায় – ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের নিদর্শনাদি ও আলামত	9
দ্বিতীয় অধ্যায় – ইমাম মাহদী (আঃ) এর চেহারা মোবারক এবং পরিচয়	29
তৃতীয় অধ্যায় – ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিষয়টি অধিক আলোচিত হওয়া উচিৎ, এটা গোপন রাখার বিষয় নয়	53
উপসংহার	55
বিবর্তনবাদের প্রতারনা	56

ভূমিকা

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মহাপ্রলয় বা কেয়ামতের কিছুদিন পূর্বে সংঘটিতব্য আখেরী জমানার আলামত বা নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বর্ননা করেছেন। এই সমস্ত হাদীসের বর্ননা অনুযায়ী অতি গুরুত্বপূর্ন ঘটনাবলী একটার পর একটা ঘটতে থাকবে। আখেরী জমানার প্রথম পর্যায়ে অত্যাধিক দুর্নীতি এবং ভয়াবহ বিশৃংখলা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষ যেহেতু সত্যিকার ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হবে, এ কারনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং শান্তি এবং নিরাপত্তা বিরাজ করবে।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন, যাকে আখেরী জমানায় পাঠানো হবে। এই মহান ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহকে নিষ্ঠুরতা এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করবেন এবং দুর্নীতি দূর করবেন। তিনি এমন যুগের সূচনা করবেন যেখানে শান্তি, ন্যায়বিচার, সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য্য, সুখ ও কল্যানই কল্যান বিরাজ করবে। এই মহাসংবাদ সকল ঈমানদারদের উৎসাহ ও আবেগ বৃদ্ধি করবে। অনেক হাদিস ও নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কিত সুসংবাদ ঈমানদারদের আনন্দ, উৎসাহের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে।

আমাদের সময়কালে যে সব নিদর্শনাদি দেখা যাচ্ছে সেই অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের সময় আসন্ন।প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বে বিশৃংখলা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অত্যাচার, সংগ্রাম, যুদ্ধ, অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, ঘনঘন ভূমিকম্প এ সবই এ মহাসংবাদের নিদর্শন বা আলামত হিসেবে বিবেচিত।

এই পুস্তিকাটি দুই ভাগে বিভক্তঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের নিদর্শনাদি এবং ইমাম মাহদী (আঃ) এর অবয়ব তথা চেহারা মোবারাক ও অন্যান্য।এই পুস্তিকায় হযরত ইমাম মাহদী(আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত নতুন তত্ত্ব ও তথ্যাদি সন্দেহাতীতভাবে মুসলমানদের উজ্জীবিত করবে।

প্রথম অধ্যায়

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের নিদর্শনাদি ও আলামত

ইসলামের বড় বড় বুদ্ধিজীবীদের লেখনীর মারফতে আমাদের কাছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্নিত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব প্রসঙ্গে বর্ণিত অনেক হাদীস আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা প্রাপ্ত হাদীসসমূহ বর্তমান সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বানীর আলোকে তা পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করবো।আমরা প্রত্যক্ষ করবো যে, বিরাজমান আবহাওয়া, পরিস্থিতি এবং অবস্থা ও সাম্প্রতিককালে কিছু সংখ্যক সংকটপূর্ন ঘটনাবলী অলৌকিকভাবে নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বর্ননা অনুযায়ী অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব ও হাদীসের বর্ননা অনুযায়ী মহাপ্রলয়ের আলামত অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে। বর্নিত ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে একটার পর একটা ১৪০০ হিজরী(১৯৭৯-৮০) থেকে শুরু হয়েছে। তাই একথা সুপ্রমাণিত যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদের মধ্যে সশরীরে বিরাজ করছেন(আল্লাহই ভালো জানেন)। আমরা নিম্নোক্ত নিদর্শনাবলী বা আলামতসমূহ বিশ্লেষন করছিঃ

- ইমাম মাহদী এর আবির্ভাবের আলামতসমূহ(আঃ) ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হতে থাকবে।
- রাজদ্রোহ ,দ্বন্দ্ব-সংঘাত ,ফিৎনা তথা আইন ভাঙ্গার প্রবণতা বহু ধারায় ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।
- ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে নরহত্যা মহামারীর মত সমাজজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে।
- বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব, বিশৃংখলা, যুদ্ধ, সংঘাত সৃষ্টি হবে।
- সংঘাত, বিবাদ-বিরোধ,নিষ্ঠুরতার ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতা এমনভাবে বৃদ্ধি এবং বিস্তৃত হবে যে, মহিলা এবং শিশুদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করা হবে।
- সমগ্র পৃথিবীজুড়ে যখন প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র,গুপ্তহত্যা, মিথ্যাচার, শঠতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে তখন তিনি আবির্ভুত হবেন
- মুসলিম উম্মাহর প্রতি অত্যাচার এবং নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে।
- মসজিদ এবং উপাসনালয় ধ্বংস করা হবে।
- ধর্মীয় বিধিনিষেধ ব্যাপকভাবে অমান্য করা হবে।
- আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা হবে (মহান আল্লাহ তা'আলা এসবের বহু উর্ধ্বে)
- ইরাক-ইরান যুদ্ধ।
- আফগানিস্থান জবরদখল।
- মরুভূমির বুকে সেনাবাহিনীর অন্তর্ধান।
- ইউফ্রেতিস নদীর গতিধারা স্তব্ধ হয়ে যাবে।
- পবিত্র রমজান মাসে সূর্যগ্রহন এবং চন্দ্রগ্রহন।
- হ্যালীর ধূমকেতুর আবির্ভাব।
- কা'বা গৃহের উপর ঝটিকা আক্রমন এবং পরবর্তীতে রক্তপাত তথা হত্যাকান্ড।
- পূর্বদিকে অকস্মাৎ আগুনের উপস্থিতি।
- মিথ্যা বা ভন্ড নবীদের আবির্ভাব।
- ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হবে।
- অসাধারন এবং অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে থাকবে।
- সূর্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন দেখা যাবে।
- বড় বড় শহর এবং নগর ধ্বংসস্তুপে পরিনত হবে।
- ঘন ঘন ভূমিকম্পের মাধ্যমে ব্যাপক লোক এবং সম্পদহানি ঘটবে।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের আলামতসমূহ ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হতে থাকবেঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের প্রসঙ্গে হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, তার আগমনের নির্দেশনাবলী সম্পর্কিত ঘটনাসমূহ একের পর এক ঘটতে থাকবে "তসবীহর সুতা ছিড়ে গেলে যেমনিভাবে একটার পর একটা পড়তে থাকে" ।আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে এমনটিই ঘটছে, যেমনটি হাদীসসমূহে বর্ননা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অরাজকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রদ্রোহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন এলাকায় হত্যাযজ্ঞ ও ভয়াবহ বিপর্যয় সংঘটিত হচ্ছে। দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় একই সাথে বৃদ্ধি পেয়ে আদম সন্তানদের ধৈর্য্যের সকল সীমা অতিক্রম করছে এবং তারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে।একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকল নির্দশনাদি পরিলক্ষিত হওয়ায় এটাই নির্দেশ করে যে, ইমাম মাহদী (আঃ), যিনি সেই আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তি, যার জন্য মুসলিম উম্মাহ শত শত বৎসর যাবৎ অপেক্ষা করছে, তিনি আসছেন (আল্লাহই ভালো জানেন)।

এ বিষয়ে কোন কোন বর্ননাদি পাওয়া যায় যে, "আমি আবদুল্লাহ হোসেন ইবনে আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই নিদর্শনাবলী কি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব সম্পর্কিত? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বনী আব্বাসী বংশের অধঃপতন এবং সুফিয়ানী (উমাইয়া) বংশের ক্ষমতায়ন ও বারদায় ডুবে যাওয়া। আমি বললাম, এ সকল ঘটনা ঘটতে তো দীর্ঘসময় লেগে যাবে। তিনি বললেন, এ সকল ঘটনাবলী একের পর এক ঘটতে থাকবে যেমনভাবে তসবীহর দানাসমূহ একটার সাথে একটা সংযুক্ত থাকে। মহাপ্রলয় বা কেয়ামতের আলামতসমূহ একের পর এক ঘটতে থাকবে, যেমনভাবে তসবীহর সুতা ছিড়ে গেলে যেমনিভাবে একটার পর একটা পড়তে থাকে (হাদীসে তিরামীযী)। দুঃখজনক ও শোচনীয় দৃশ্যসমূহ দৃষ্টিগোচর হবে। দ্বন্দ্ব, বিরোধ,কলহ চলতেই থাকবে। রাষ্ট্রদ্রোহ, আইনানুগ কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা, অসম্মান ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত ক্রমাগতভাবে আসতেই থাকবে। একটা সংঘাত মিটতে না মিটতেই আরেকটা এসে উপস্থিত হবে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে। ফিৎনা-রাজদ্রোহ-সংঘাত বহুধারায় ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে(মুখতাছার তাজকিরাহ আল কুরতুবী, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৪, নং ৬৮৫)

রাজদ্রোহ ,দ্বন্দ্ব-সংঘাত ,ফিৎনা তথা আইন ভাঙ্গার প্রবণতা বহু ধারায় ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করবেঃ

আরবী "ফিতনাহ" শব্দের অর্থ হলো আইন / নিয়মভঙ্গের মাধ্যমে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি তথা রাজদ্রোহ ইত্যাদি। কুরআনের পরিভাষায় এটি ব্যাপক ও বিভিন্ন অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে, তবে ধর্মীয় পন্ডিতদের মতে, ফিৎনা বলতে এমন ধরনের ঘটনা বা পরিস্থিতি, অবস্থা বুঝায় যার মাধ্যমে জনগন বিশেষ করে ঈমানদারদের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকাও অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।ফলে মানুষ ঈমান হারা হয়ে যেতে পারে বা যায়।নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে ঈমানদারদের উপর বিভিন্ন নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টে ভোগার ফলে তাদের ঈমান দূর্বল হয়ে পড়ার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন, "আমার সন্তানদের একজন হলো মাহদী (আঃ)। আল্লাহতা'আলার অশেষ অনুগ্রহে সে শেষ বিচারের দিনের পূর্বে উপস্থিত হবে। তখন ঈমানদারদের ঈমান মৃত, সুন্নাহর প্রতি অশ্রদ্ধা, ধর্মে নিত্যনতুন আবিষ্কার (বিদআত), সৎ কাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার কোন কর্তৃত্ব থাকবেনা। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর ন্যায়বিচার ও তার সময়কালের সমৃদ্ধি ঈমানদাদের হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেবে, আরব এবং অনারবদের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব বিরাজ করবে"। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের প্রাক্কালে যে সকল ঘটনা ঘটবে তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

- মৃত্যুঃ নৈরাজ্য ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ চূড়ান্ত আকার ধারন করবে, যার ফলে জননিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হবে। হত্যা ব্যাপক আকারে সংঘটিত হবে এবং জনগন আতঙ্কের মধ্যে থাকতে বাধ্য হবে।

- ক্ষুধাঃ জীবনধারনের উপকরনের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, মানবসৃষ্ট বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষুধার্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে।
- ফিৎনাঃ গুনাহ বা পাপকর্মে উৎসাহিত করা হবে। জনগনের সম্মুখে সকল প্রকার অনৈতিক কর্মকান্ড সংঘটিত হবে।
- বিদআতঃ নিত্যনতুন অনৈসলামিক কাজ আবিষ্কৃত হবে। ইসলাম ধর্মে তথাকথিত সামাজিক প্রথার কোন স্থান নাই। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এগুলো ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে এবং পর্যায়ক্রমে এই বিদআতসমূহ সমাজের প্রথা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।
- ধর্মপ্রচার করা অসম্ভব হয়ে পড়বেঃ ধর্মের মূল সুত্র হল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের মাধ্যমে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে যে ধর্মপ্রচারজনিত কাজ করা কোনক্রমে সম্ভবপর হবেনা। ফিৎনা এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে লোকের কঠিন ঈমানদারদের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে পারলৌকিক জীবনে এদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, কমজোর ঈমানদারগণ ঈমান থেকে বহুদূরে চলে যাবেন এবং কৃত্রিম ঈমানদাররা বেঈমান হয়ে যাবেন। অন্যকথায় ফিৎনা হলো সকল প্রকার অজ্ঞতা, রাজদ্রোহ, ধর্মদ্রোহিতা,রাষ্ট্রীয় বিপ্লব বা গৃহযুদ্ধ বা এমন বিষয় বা পরিস্থিতি যা ধর্ম ও আল্লাহবিরোধী এবং জনগনের ঈমানকে ধ্বংস করাই যার উদ্দেশ্য। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এমন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন।

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংশয়, ফিৎনা, ভয়ভীতি পাশ্চাত্যে সৃষ্টি হবে। বিশৃংখলা, আইনভঙ্গের ঘটনা ব্যাপক আকার ধারন করবে। ভয়ভীতি, অবিশ্বাস, পাশ্চাত্য থেকে উদ্ভাবিত হবে। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, দুর্যোগ ও বিপর্যয় পৃথিবীর সকল স্থানে আঘাত হানবে। এমন ধরনের ফিৎনা বা বিপদাপদ আপতিত হবে যে কেহই এর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেনা এবং যা সমগ্র পৃথিবীকে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাস করে ফেলবে। এ পরিস্থিতি ততোক্ষন পর্যন্ত বিরাজ করবে যতক্ষন না কেহ একজন এসে বলবে,"এখন থেকে আমাদের নেতা হবেন মাহদী (আঃ), আমাদের ইমাম"।

বর্তমান যুগে বস্তুবাদী দর্শন হলো সেই সার্বিক অবাধ্যতা তথা ডারউইনের বিবর্তনবাদ, যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা হয়। যদিও এই দর্শন সম্পুর্নরুপে অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক যার কোনরকম বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বস্তুবাদী দর্শনের ধারক ও বাহকরা সমগ্র বিশ্বব্যাপী মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে এর পক্ষে ব্যাপক এবং প্রচন্ড প্রচারনা চালিয়ে আসছেন। আমরা পাশ্চাত্য বা মুসলিম সমাজব্যবস্থার যেখানেই বসবাস করিনা কেন, এই জীবনদর্শন টেলিভিশন, রেডিও ও পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের গৃহে অনুপ্রবেশ করছে। এই জীবনদর্শন সম্বলিত মতবাদ প্রায় সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে।শিশুদের মধ্যে বাল্যকাল থেকে বিষয়টি পুনঃ পুনঃপ্রচারের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই মতবাদের প্রধান তত্ত্ব হলঃ মানবজাতির পুর্বপুরুষ বানরজাতি এবং প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুবাদী তথা ডারউইনবাদীদের এই ডাহা মিথ্যাচার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যুব সম্প্রদায়কে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের অবাধ্যতা তথা খোদাদ্রোহীতার তত্ত্ব সম্বলিত জীবনবিধান হাদীসের বর্ননানুযায়ী (আধুনিক প্রযুক্তি যথা সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, সিনেমার) বিশ্বব্যাপী প্রচারিত এবং প্রসারিত হচ্ছে।অতীত ইতিহাসের কোন পর্যায়ে এই নৈতিক অবাধ্যতা তথা ধর্মদ্রোহিতা এত ব্যাপকভাবে একই সময়ে এত বেশি স্থানে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। এই সকল গুরুত্বপূর্ন নিদর্শন বা আলামতসমূহের উপস্থিতি প্রমান করে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব আমাদের সময়েই হচ্ছে। হাদীসের মর্মানুযায়ী এই ধর্মদ্রোহিতা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের মাধ্যমেই শেষ হবে।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে নরহত্যা মহামারীর মত সমাজজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবেঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে ব্যাপক গনহত্যা সংঘটিত হবে। হাদীসের মর্মানুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে হিংস্রতা ও বিশৃংখলা বিশ্বের অধিকাংশ লোককেই ক্ষতিগ্রস্থ করবে, ফলে ব্যাপক এবং প্রচন্ড রক্তপাতের বা হত্যাযজ্ঞের ঘটনাসমূহ

ঘটতে থাকবে। কেয়ামত বা মহাপ্রলয় ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা যতদিন পর্যন্ত না মৃত্যু ও হত্যাযজ্ঞের ব্যাপকতা প্রচন্ড আকার ধারন করবে।

- "শাওয়াল মাসের যুদ্ধের চিৎকার শোনা যাবে এবং যুদ্ধ ও ব্যাপক রক্তপাত ঘটবে। দু'আল হিজরায়, পুনরায় দু'আল হিজরায় হাজীরা লুন্ঠিত হবে এবং রাস্তাঘাট রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। রক্তপাত বৃদ্ধি পাবে এবং তা অব্যাহত থাকবে"।
- হাজীগন কোন ইমাম ছাড়াই হজ্বের কাজ পালন করতে থাকবে, যখন তারা মীনায় পৌঁছাবে, তখন ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হবে।এখানে হাজীদের এমনভাবে বাঁধা হবে যেমন করে লোকে কুকুরকে বাঁধে। এক দল অন্যদলকে আক্রমন করবে। এই আক্রমনের তীব্রতা ও ভয়াবহতা এত ব্যাপক হবে যে, মানুষের পা রক্তের মাঝে ডুবে যাবে"

পৃথিবীর কোন এলাকাই এই দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বিবাদ থেকে রক্ষা পাবেনা। কোন এলাকায় যদিও তা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, অচিরেই তা অন্য স্থানে আরো ব্যাপক পরিসরে আত্মপ্রকাশ করবে। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে সবাই এই ধরনের অপকর্ম ও বিপর্যয় সম্পর্কে জানতে পারবে। যদিও ঘটনাস্থলে অল্পসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকবে, তবুও সমগ্র বিশ্ববাসী তাৎক্ষনিকভাবে বিষয়টি জানতে পারবে। রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেটে রক্তপাত, অবিচার ও নির্যাতনের ঘটনাসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হবে।

বিশ্বব্যাপী যখন প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, মিথ্যাচার, শঠতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে তখন ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হবেনঃ

যখন পৃথিবীজুড়ে বিশৃংখলা, সন্দেহ, গোলমাল চূড়ান্ত আকার ধারন করবে তখন সকল প্রকার বিধিবিধান ও আইনশৃংখলা ও সামাজিক স্তরবিন্যাস পদদলিত করে মানুষ হৃদয়হীন, পাষন্ড ও নিষ্ঠুর আচরন করতে থাকবে। জনগনকে যে কোন অবস্থায় যে কোন ভাবে আক্রমন করা হবে। বৃদ্ধরা যুবক বা অল্পবয়সীদের জন্য কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন করবেনা। যুবকরা বৃদ্ধদের প্রতি কোন রকম শ্রদ্ধা, অনুকম্পা বা করুনা প্রদর্শন করবেনা। এমন সময় আল্লাহ এমন একজনকে, (হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)কে) প্রেরন করবেন, যিনি জনগনের মধ্য হতে শত্রুতা দূর করবেন, বিকৃতির দুর্গ জয় করবেন। আখেরী জমানায় ঈমানকে সমুন্নত করবেন যেমন আমি ইতিপূর্বে তা রক্ষা ও সমুন্নত রেখেছিলাম। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দিয়ে ভরপুর করে দিবেন, যেখানে হিংস্রতা ও শত্রুতা বিরাজ করছিল। কোন সুনির্দিষ্ট স্থানের কথা বর্ননা না করে এই হাদীসটি সমগ্র পৃথিবীর সার্বিক দ্বন্দ্ব,সংঘাত, হত্যা ও সন্ত্রাসের কথা বর্ননা করেছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সময়ে এই অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, যখন প্রতিদিন শত শত লোককে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে অথবা দেশান্তরী হতে বাধ্য করা হচ্ছে। যদিও এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারন কারো জানা নেই।

সংঘাত, বিবাদ–বিরোধ, নিষ্ঠুরতার ব্যাপ্তী ও ভয়াবহতা এমনভাবে বৃদ্ধি এবং বিস্তৃত হবে যে, মহিলা এবং শিশুদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করা হবেঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও নিরীহ লোকদের নির্বিচারে হত্যা করা হবে। নারী হত্যার বিষয়টি হাতে চাবুক রাখার মতই সহজ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এই ঘটনাটি মদিনা শহর থেকে ২৪ মাইল দূরে সংঘটিত হবে। এ সময় সবাই ইমাম মাহদী (আঃ) এর আনুগত্যের শপথ গ্রহন করবে। ইমাম মাহদী (আঃ) ততক্ষন পর্যন্ত আবির্ভুত হবেন না যতক্ষন পর্যন্ত নিরীহ ব্যক্তিগন বিনা অপরাধে খুন হয়ে যাবেন।

এ ব্যাপারে সর্বশেষ নিদর্শন হল - বিনা অপরাধে নিরীহ লোকদের হত্যা করা হবে। পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা কেউ তা থেকে রেহাই পাবেনা। সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করা হবে। তারা ইরাক ও ইরান বিজয় করে সেখানকার মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চালাবে। এর মধ্যে অরাজকতা, হিংস্রতা, ধ্বংসাত্মমূলক কর্মকান্ড ও পলায়নের ঘটনা ঘটবে। তখন মাহদী (আঃ) সকলের সম্মিলিত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইমাম নির্বাচিত হবেন (আল সুয়ুতী,মাহদীর নিদর্শনাবলী,পৃষ্ঠাঃ ৩৬)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তখনি আবির্ভূত হবেন যখন রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে যাবেঃ

এই হাদীসে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সংঘাত, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ নিরাপদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পুর্ণরুপে বন্ধ হয়ে যাবে। নৈরাজ্য এবং দ্বন্দ্ব সংঘাতের ব্যাপকতা বহু মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে।

মুসলিম উম্মাহর প্রতি অত্যাচার এবং নির্যাতন বৃদ্ধি পাবেঃ

হাদীসে বর্নিত আছে যে, আখেরী জমানায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে নৈরাজ্য, সংঘাত, যুদ্ধ, অবিচারের মারাত্মক শিকার হতে হবে। বর্তমান সময়ে এবং অতি সাম্প্রতিককালে ইসলামী দুনিয়াকে সংঘাতপূর্ন পরিবেশে কঠোর নির্যাতন ও ব্যাপক নৈরাজ্যের শিকার হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। কোন কোন মুসলিম দেশে একনায়কতন্ত্র জেঁকে বসে মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে নির্যাতন করেছে এবং করছে। এসব ঘটনা এরই স্বাক্ষর রাখে যে, আখেরী জামানা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। যে বা যারা নামাজে রুকু এবং সিজদাহ করে তাদের সবাইকে শাস্তি পেতে হবে। নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও পাপকর্ম মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাবে।জ্ঞানী, সাধু সন্যাসীদের নির্বিচারে হত্যা করা হবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বিরুদ্ধাচরন করা হবে। রক্তপাত এবং ধ্বংসাযজ্ঞকে বৈধ ঘোষনা করা হবে। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হত্যা নির্যাতনকে সে দেশের তথাকথিত আলেমরা বৈধ হিসাবে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

রাসূল (দঃ) বলেছেন, "আমার পরে খলিফারা আসবেন, খলিফার পরে রাজারা আসবেন, রাজত্ব করবেন এবং পরবর্তীতে অত্যাচারী স্বৈরশাসকগন রাজত্ব করবেন। সর্বশেষে আমার বংশের একজন, ইমাম মাহাদী (আঃ) উপস্থিত হবেন" (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৮৮)। অত্যাচারী এই সকল স্বৈরাচারী শাসকদের অত্যাচার মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতি তিনজন মুসলিমের একজন হত্যাকান্ডের শিকার হবেন।

মসজিদ এবং উপাসনালয় ধ্বংস করা হবেঃ

সুফিয়ানীরা একটি শুষ্ক উপত্যকা থেকে উঠে আসবে। তারা কালব গোত্রের কদাকার চেহারার সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করবে যারা অতি নীচ এবং হৃদয়হীন মানুষ হবে। তারা মানুষ জনকে অতি জঘন্যভাবে নির্যাতন করবে। এরা মসজিদ ও মাদ্রাসাকে ভূলুন্ঠিত করবে এবং যারা যারা নামাজে রুকুকারী এবং সিজদাহকারী, তাদেরকে অকথ্য নির্যাতন করবে (আল-সুয়ুতী, মাহদীর আগমনের নির্দেশনাবলী, পৃষ্ঠা-৩৬)

ধর্মীয় বিধিনিষেধ ব্যাপকভাবে অমান্য করা হবেঃ

সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক এবং ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ কর্মকান্ড যেমন; বেশ্যাবৃত্তি, মদ্যপান, সুদ গ্রহন অনেক দেশেই বেআইনী। কিন্তু বর্তমানে অনেক দেশে অধিক থেকে অধিক ব্যক্তিবর্গ এধরনের কাজ নিজেরাও করছেন এবং অন্যকেও করতে উৎসাহিত করছেন এবং উদ্বুদ্ধ করছেন। যারা বরং এ কাজে অনীহা প্রকাশ করছেন তাদের প্রতি তারা ঘৃণা প্রকাশ করছেন, তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানজনক কথাবার্তা সহ্য করতে হয়।সমগ্র জীবনযাত্রায় ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং অনুশাসনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা আনুগত্য বা তা পালণীয় সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কোন স্থান নাই। বরং সমাজে কয়েক দশক যাবৎ সকল নিষিদ্ধ, অশ্লীল, জঘন্য এবং খারাপ কাজগুলোর

ব্যাপক প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং প্রসার লাভ করেছে। হাদীসে এ ধরনের অন্ধকার যুগকেই ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনী বার্তা হিসেবে ঘোষনা করেছেঃ

"দ্বন্দ্ব-বিরোধ, বিবাদ, বিসংবাদ, সংঘর্ষ দৃশ্যমান হবে এবং পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটবে যে, তরবারীর যুদ্ধে প্রথম ব্যক্তি শেষ ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হবে (কেহই জীবিত থাকবে না)। অতঃপর সকল নিষিদ্ধ কাজকে আইনসঙ্গত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এমন সময়ে খিলাফত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম মাহদী (আঃ) এর অনুকূলে এসে যাবে, যদিও তিনি তখন নিজ গৃহে অবস্থান করবেন"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-২৬)।

যতদিন খোদাদ্রোহীতা, অবিশ্বাস, নাস্তিক্যবাদ বিশ্বব্যাপী প্রসারতা লাভ করবে ও জনসমক্ষে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভুত হবেন না। সেই সময়ের সবচেয়ে বড় ধরনের আক্রমন আসবে খোদাদ্রোহীতা এবং আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস এবং নাস্তিক্যবাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা থেকে, যা ধর্মের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করবে। ইমাম মাহদী (আঃ) তখনি আবির্ভুত হবেন যখন সবচেয়ে জঘন্য ও নীচ পর্যায়ের দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করবে, তা হলো সকল প্রকার হারাম, নিষিদ্ধ, অশ্লীল ও কুকর্মগুলো আইনসঙ্গত বা প্রশংসনীয় হিসেবে বিবেচিত বা সমাদৃত হবে। (আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২৩)

আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করা হবে (মহান আল্লাহ তা'আলা এসবের বহু উর্ধ্বে)

মাহদী (আঃ) ততক্ষন পর্যন্ত আবির্ভুত হবেন না, যতক্ষন পর্যন্ত না মহান আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যে ঘোরতরভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হবে (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-২৭)। এই হাদীস এটাই নির্দেশ করে যে, বহুসংখ্যক লোক নাস্তিক ও খোদাদ্রোহী হয়ে যাবে, যারা তাদের আল্লাহ সম্পর্কে অস্বীকৃতি সকল প্রকার মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করবে। বর্তমানে ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতিই বিরাজমান। মহান আল্লাহতা'আলাকে অস্বীকারকারীকে সমাজে উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়ে থাকে। এর একমাত্র কারন তথাকথিত আধুনিক ও সময়োপযোগী বুদ্ধিজীবি হিসাবে সমাদৃত ,উপরন্তু সাধারন মানুষ তাদের সমকক্ষ বা তাদের মতাদর্শী হওয়ার জন্য উৎসাহিত হয়ে থাকে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধঃ

শাওয়াল মাসে সেখানে ভীষন গোলযোগ দেখা দিবে। দু'আল কাজায় যুদ্ধের কথাবার্তা ও দু'আল হিজরায় ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হবে (মুহাম্মদ ইবন আল রসূল বারজানী ,আল ইসায়াহ লী আল হারাত আসসাহ,পৃষ্ঠা-১৬৬)। ইরাক-ইরান যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের সাথে এই তিনটি মাসের সম্পর্ক হুবহু মিলে যায়। ইরানের রেজা শাহ পাহলবীর বিরুদ্ধে প্রথম গনবিদ্রোহ শুরু হয় ৫ম শাওয়াল, ১৩৯৮ হিজরী অর্থাৎ ৮ম সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সাল, যা হাদীসে বর্নিত আছে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ পুরোপুরিভাবে শুরু হয় দু'আল হিজরায় (১৪০০ হিজরী) ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে। অন্য একটি হাদীসে এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরন উল্লেখিত আছে, যা নিম্নে বর্ননা করা হলঃ

ফারসী (ইরান) এলাকা থেকে আগত একটি দল বলবে, "তোমরা আরব, তোমরা বেশী গোঁড়া। তোমরা যদি কাউকে তাদের ন্যায্য অধিকার না দাও তাহলে কেহই তোমাদের সাথে কোন প্রকার চুক্তি বা সম্বন্ধ করবেনা। এটা অবশ্যই একদিন দিতে হবে, তাহলে পরের দিন পারস্পরিক চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে, যা সংশ্লিষ্ট সবাই মেনে চলবে। তারা মুহতেক পাহাড়ের উপরে যাবে। মুসলমানরা ইরাকী সমতল ভূমি থেকে আসতে থাকবে। কাফিরগন মুশরেকান রাকাবেহ নদীর অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা কোন দলকেই বিজয় দান করবেন না

(মুহাম্মদ ইবন আল রসূল বারজানী ,আল ইসায়াহ লী আল হারাত আসসাহ,পৃষ্ঠা-১৭৯)।

উক্ত হাদীসটি একটি বর্ণবাদী বা গোত্রীয় সংঘাতের ইঙ্গিত করে। এর ফলে উভয় দলই ইরাকের সমভূমিতে আসে এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইরাক-ইরান যুদ্ধ দীর্ঘ ৮ বৎসর সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু কোন পক্ষই স্পষ্ট বিজয় দাবী করতে পারে নাই।

আফগানিস্থান জবরদখলঃ

মহান আল্লাহ তালিবানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। উক্ত এলাকায় সোনা, রুপা কিছুই নাই, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা এই অঞ্চলের লোকদের মাহদী (আঃ) এর দাস বা অনুসারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৫৯)।

এই হাদীসটি সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে আফগানিস্থান আক্রান্ত হবার সংবাদ সম্পর্কিত। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্থান আক্রমন করে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে,ইমাম মাহদী (আঃ) নতুন ইসলামী শতকে আবির্ভূত হবেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রচুর নিদর্শনাবলী রয়েছে যাতে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের খবর পাওয়া যায়। এই ঘটনাটি বর্নিত হাদীসের সাথে মিলে যায়, যার ফলে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ন আলামত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সেই স্থান আল্লাহ'র ধনসম্পদে পরিপূর্ণ কিন্তু সেই সম্পদ সোনা-রুপা নয়ঃ এই হাদীসে আফগানিস্থানের ধনসম্পদের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে পেট্রোলিয়াম, তৈল খনি, লোহার আকর, কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু এখনো বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হয়নি।

মরুভূমির বুকে সেনাবাহিনীর অন্তর্ধানঃ

যখন এই সেনাবাহিনী মরুভূমিতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের কবর রচিত হবে। এই স্থানের নাম দু'আল হুলাইফাহ। কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে না উপর থেকে না নীচ থেকে দেখা যাবে (আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৩২)

এক চাঁদনী রাতে এক মেষপালক একদল সেনাসদস্যদের দেখতে পেল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো এই সেনাবাহিনী হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল, যা মক্কার জন্য দুঃসংবাদ এবং দুঃখের ঘটনা। এ দৃশ্য দেখে মেষপালক বললো, "সুবহানাল্লাহ! এরা এত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল কিভাবে? সে তখন সেখানে গিয়ে দেখলো একটি কম্বলের অর্ধাংশ বালির মধ্যে ডুবে আছে। সে কম্বলে টান দিয়ে তা উঠানোর চেষ্টা করলো কিন্তু সফল হলোনা। তখন সে বুঝতে পারলো যে, সেনাসদস্যদের কবর ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে (আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৩৯)।

ইউফ্রেতিস নদীর গতিধারা স্তব্ধ হয়ে যাবেঃ

ইউফ্রেতিস নদীর পানির গতিধারা বন্ধ হয়ে যাওয়াও ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের একটি অন্যতম নিদর্শন (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩৯)। অন্যান্য হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরন দেওয়া আছে। এই নদীর স্রোতধারা কেবান বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে গেছে। ইউফ্রেতিস নদীতে অচিরেই সোনার পাহাড় পাওয়া যাবে। যে কেহই সেখানে উপস্থিত থাকবে সে যেন এ থেকে কিছুই গ্রহন না করে (সহীহ বুখারী, ১২-৩০৫)।

- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "যতদিন ইউফ্রেতিস নদীতে সোনার পাহাড় আবিষ্কার না হবে ততদিন পর্যন্ত কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবেনা। এ কারনে যারা যুদ্ধ করবে তাদের একশত জনের মধ্যে নিরানব্বই জন নিহত হবে, এদের প্রত্যেকেই চাইত আহা সে যদি মারা না যেত"(সহীহ মুসলিম ১১-৩২০)
- মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন, "ইউফ্রেতিস নদীতে সোনার পাহাড় আবিষ্কৃত হবে। উপস্থিত কেউ যেন সেখান থেকে কিছু গ্রহন না করে (হাদীস সুনানে আবু দাউদ ৫-১১)

- মহানবী (সঃ) বলেছেন, "ইহা (ইউফ্রেতিস) স্বর্ণের পাহাড় বের করে দেবে (সুনান আবু দাউদ ৫-১১৬)

"যখন ইউফ্রেতিস নদীতে স্বর্ণ পাওয়া যাবে, তখন এর স্রোতধারা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সময় যে বা যারা সেখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন সেখানে থেকে কিছুই আত্মসাৎ না করে, তাহলে সে সে খুন হয়ে যাবে অথবা মারা যাবে"
(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,সিরাজুস সালেহীন ৩-৩৩২)

আমরা লক্ষ্য করেছি ইউফ্রেতিস নদীর স্রোতধারা শুকিয়ে যাওয়া ইমাম মাহদী(আঃ) এর আগমনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ন নিদর্শন। এছাড়া অনেক হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, এই নদীতে মূল্যবান স্বর্ণ পাওয়া যাবে। বিষয়টি আমরা পর্যালোচনা করবোঃ

আল্লাহর নবী বলেছেন, "মহাপ্রলয় আসবেনা, যতক্ষন পর্যন্ত না ইউফ্রেতিস নদী শুকিয়ে যাবে ও সেখানে স্বর্ণের পাহাড় বের হবে। এর জন্য জনতা যুদ্ধ করবে। ফলে ১০০ জন লোকের মধ্যে ৯৯ জনই মারা যাবে। সকলেই বলবে, "আহা! কেবলমাত্র আমি যদি জীবিত থাকতাম"(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,সিরাজুস সালেহীন, ৩-৩৩২)।

- ইউফ্রেতিস শুকিয়ে যাবেঃ আল সুয়ুতী "নদীর স্রোতধারা বন্ধ হয়ে যাবে" মর্মে উল্লেখ করেছেন। কেবান বাঁধ এই কাজটি করেছে।
- সোনার পাহাড় পাওয়া যাবেঃ এই বাঁধকে অভিনন্দন। এই বাঁধের মাধ্যমে যে জমি উদ্ধার করা হয়েছে, তা স্বর্ণের চেয়েও দামী। এতে যে সোনার ফসল ফলছে, এছাড়াও এই বাঁধ যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে তা দ্বারা অনেক এলাকায় জলসেচ কাজ করা হচ্ছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে।
- যার জন্য জনতা যুদ্ধ করবেঃ এই এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের কারনে কেউ এ অঞ্চলের জমির কোন মালিকানা দাবী করলে সে নিহত হবে অথবা তাকে হত্যা করা হবে, যেমনটি হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে।

পবিত্র রমজান মাসে সূর্যগ্রহন এবং চন্দ্রগ্রহনঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের দুইটি নিদর্শন এখানে আলোচনা করা হয়েছে। একটি হলো চন্দ্রগ্রহন, যা পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রজনীতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূর্যগ্রহন, যা রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।(আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৪৯)

- একটি চন্দ্রগ্রহন রমজান মাসের প্রথম রজনীতে অনুষ্ঠিত হবে এবং সূর্যগ্রহন রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হবে(বারজানজী আল ইসায়াহ, পৃষ্ঠা-১৯৯)
- ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময়ে ১৪ রমজান তারিখে সূর্যগ্রহন হবে, একই মাসের ১ তারিখে চন্দ্রগ্রহন অনুষ্ঠিত হবে (ইমাম রাব্বানী, রাব্বানীর পত্রাবলী, পৃষ্ঠা-৩৮০;২-১১৬৩)।
- সূর্যগ্রহন রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে এবং চন্দ্রগ্রহন রমজান মাসের শেষে অনুষ্ঠিত হবে(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩৮)
- রমজান মাসে দুইটি চন্দ্রগ্রহন অনুষ্ঠিত হবে(আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৫৩)।
- মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে দুইটি চন্দ্রগ্রহন অনুষ্ঠিত হবে(বারজানজী আল ইসায়াহ, পৃষ্ঠা-২০০)
- মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে দুইটি সূর্যগ্রহন হবে(মুখতাছার তাজকিরাহ আল কুরতুবী, পৃষ্ঠা-৪৪০)

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে সূর্যগ্রহন সংঘটিত হওয়া। সাধারনভাবে একই মাসে সূর্যগ্রহন এবং চন্দ্রগ্রহন হতে পারে না। যাহোক, অন্যান্য নিদর্শনাবলী কোন না কোন কারনে সংঘটিত হতে পারে যা বোধগম্য নাও হতে পারে।

এ সমস্ত হাদীস গভীরভাবে বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, এ সকল বিবরনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য রয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে যে রমজান মাসের প্রথম দিনে চন্দ্রগ্রহন হবে। আবার তৃতীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে যে এটি রমজান মাসের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে সার্বিক কর্মপন্থা হলো যে সকল বক্তব্যে একই ধরনের কথাবার্তা বলা হয়েছে তা চিহ্নিতকরনঃ

১। রমজান মাসে সূর্যগ্রহন এবং চন্দ্রগ্রহন;

২। দুই গ্রহনের অন্তবর্তীকালীন সময়কাল ১৪-১৫ দিন;

৩। এই গ্রহন উপুর্যপরি বার বার অনুষ্ঠিত হবে।

এই ভাবে হিসাব করে দেখা যায় যে, ১৪০১ হিজরীর (১৯৮১ সাল) ১৫ রমজান চন্দ্রগ্রহন এবং ২৯শে রমজান সূর্যগ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। আবার, ১৪ই রমজান ১৪০২ হিজরী (১৯৮২ সাল) চন্দ্রগ্রহন এবং ২৮শে রমজান ১৪০২ হিজরীতে সূর্যগ্রহন অনুষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রমজান মাসের মাঝামাঝি দিন (১৫ই রমজান) পূর্নিমা হবে। এ কারনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের নিদর্শনের বাস্তবতা হল এ ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে একই সময়কালে যখন অন্যান্য আলামতগুলোও অলৌকিকভাবে উপুর্যপরি দুইবার সংঘটিত হয়েছে। এ থেকে ধারনা করা যায় যে, হাদীসে প্রকৃতপক্ষে এই অসাধারন ঘটনাবলীর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হ্যালীর ধূমকেতুর আবির্ভাবঃ

একটি অলৌকিক লেজযুক্ত তারকা (ধূমকেতু) পূর্বদিক থেকে উদিত হবে, যখন ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন ঘটবে (বারজানজী আল ইসায়াহ, পৃষ্ঠা-২০০)। তাঁর (মাহদী (আঃ) আগমনের পূর্বে পূর্ব দিগন্তে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটবে যা আলোকবাহী হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবে (আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৫৩)। এই তারকার আগমন ঘটবে সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহনের পর(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩২)।

এ সকল হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছেঃ "হ্যালীর ধূমকেতু পৃথিবীর দৃষ্টিসীমানা অতিক্রম করে ১৯৮৬ সালের (১৪০৬ হিজরী) প্রথম দিকে। এই ধূমকেতুটি উজ্জ্বল আলোকিত তারকা, যা পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিক অতিক্রম করে। এটি আগমন করে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহনের পর অর্থাৎ ১৪০১-০২ হিজরীর (১৯৮১-৮২) দিকে। প্রকৃতপক্ষে এই ধূমকেতুর এমন সময়ে আগমন ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের অন্যান্য আলামতের সাথে দৃশ্যমান হওয়ায় এটা নিশ্চিৎ হওয়া যায় যে, এই নিদর্শনটি হ্যালীর ধূমকেতুকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। ইমাম রাব্বানী এ ব্যাপারে যে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন তা নিম্নরুপঃ

"পূর্বদিকে একটি লেজওয়ালা তারকার আগমন ঘটবে। যা আলোর বিচ্ছুরন ঘটাতে থাকবে। এর দৈনিক গতিবিধি হবে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে"(ইমাম রাব্বানী, রাব্বানীর পত্রাবলী;২-১১৭০)।

এই ধূমকেতুটি আগমনের সাথে সাথে মুসলিমদের ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এর কিছু ঘটনাবলী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বর্ননার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এই সকল বিবরনের সাথে আলোচ্য ধূমকেতুর দৃশ্যমান হওয়ার সম্পর্কটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- হযরত নূহ (আঃ) এর উম্মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।
- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।
- ফারাও এবং তার অনুসারীরা নীলনদে ডুবে মারা গিয়েছিল।
- হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) কে শহীদ করা হয়েছিল।

- হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহন করেন।
- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকট সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়।
- ওসমানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বিজয়ী সুলতান মাহমুদ কনস্টানটিনিপোল (বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল) জয় করেন।

হ্যালীর ধূমকেতুর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন তথ্যঃ কৌতূহলুদ্দীপক বিষয় হল, এই ধূমকেতু সম্পর্কিত কয়েকটি সংখ্যা ১৯ এর গুনিতক। উদাহরনস্বরুপ, হ্যালীর ধূমকেতু ৭৬ বছর পর পর দৃশ্যমান হয়। (১৯ x৪ = ৭৬) এবং শেষ দেখা যায় ১৪০৬ হিজরীতে (১৯৮৬ সালে) (১৯x৭৪ =১৪০৬)।

পবিত্র আল কুরআন এর সুরা আল মুদাসসির এ ১৯ সংখ্যাটির অলৌকিকত্ব বর্ননা করা হয়েছে। এটি কুরআনের ৭৪ নম্বর সুরা। এই সুরার ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯ সংখ্যাটি ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর মহান অনুগ্রহ এবং বেঈমানদের জন্য ফিৎনা বা বিপদের কারন। এই ধূমকেতুর নিদর্শনের অলৌকিকত্ব হল ১৯৮৬ সালে দৃশ্যমান হওয়া। ৬১০ সালে রাসূল (দঃ) এর নিকট ওহী নাযিল হওয়ার পর ১৯তম বারে এটি দৃশ্যমান হয়েছে। সুরা মুদাসসির এর ১-২ আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল (দঃ) কে নির্দেশ দিচ্ছেন, **"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি, উঠ এবং লোকদের সতর্ক কর"** এ বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট তবে এর গুপ্ত অর্থও রয়েছে। এই বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আঃ) হতে পারেন। ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদের মহানবী (সাঃ) এর বংশধর। ১৪০৬ হিজরীতে হ্যালীর ধূমকেতুর দৃশ্যমান হওয়াকে সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনী সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (আল্লাহই ভালো জানেন)।

পবিত্র কা'বাগৃহের উপর ঝটিকা আক্রমন এবং পরবর্তীতে রক্তপাত তথা হত্যাকান্ডঃ

"যে বৎসরে ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভুত হবেন, সে বৎসর জনতা ইমাম ছাড়া একত্রিত হয়ে হজব্রত পালন করবে। এই হাজীদের লুন্ঠন করা হবে, মীনায় যুদ্ধ হবে,প্রচুর রক্তপাত হবে এবং বহু লোক নিহত হবেন। এই রক্তস্রোত জামারা আল আকাবা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে"

আমর ইবন সুয়ায়েব আল হাকিম এবং নুয়াম ইবন হাম্মাদ কর্তৃক বর্নিতঃ

"সকল লোক ইমাম ব্যতীত হজ্ব করবে। যখন তারা মীনায় পৌঁছাবে, তখন তাদেরকে কুকুরের মত বাঁধা দেওয়া হবে, এক গোত্র অন্য গোত্রকে আক্রমন করবে। এই হত্যাযজ্ঞে এত লোক নিহত হবে যে, রক্তস্রোতে পা ডুবে যাবে"।

"যে বৎসরে ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভুত হবেন.." বাক্যটিতে সেই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ার বছরে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের বার্তা ঘোষনা করা হয়েছে। ১৯৭৯ সালের ২১শে নভেম্বর এ ধরনের একটি ঘটনা পবিত্র কা'বা শরীফ অবরোধ কালে ঘটে। এই হাদীসে রক্তপাত বা হত্যাজজ্ঞের বিষয়টি বর্ননা করা হয়েছে। কা'বা অবরোধকালে সৌদি সৈন্যদের সাথে সন্ত্রাসীদের যুদ্ধে ৩০ ব্যক্তি নিহত হয়, ফলে হাদীসটির বর্ননা নির্ভুলভাবে প্রমানিত হয়। এই ঘটনার ৭ বছর পর হজ্বের সময় আরো অধিকতর রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। রাস্তায় আন্দোলনকারীদের সাথে যুদ্ধে ৪০২ জন ব্যক্তি নিহত হন এবং প্রচুর রক্তপাত হয়। সৌদি সৈন্যরা বায়াতুল মুয়াজ্জামাহ (কা'বা শরীফ) এর পাশে ইরানী হাজীদের এই হত্যাকান্ড সংঘটিত করে। এই ঘটনাটির সাথে হাদীসে বর্নিত ঘটনার গভীর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

- মহানবী (সঃ) বলেন, "রমজান মাসে একটি আওয়াজ শোনা যাবে, শাওয়াল মাসে গন্ডগোল হবে এবং দু'আল কাজাহ এ দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। হাজীদের লুন্ঠন করা হবে, মিনাতে যুদ্ধ হবে এবং সেখানে বহু লোক নিহত হবে। এই রক্তপাত এতটাই বিস্তৃত হবে যে, তা পাথর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে" (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩১)
- রমজান মাসে একটি আওয়াজ শোনা যাবে, শাওয়াল মাসে গন্ডগোল হবে এবং দু'আল কাজাহ এ দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে। দু'আল হিজরায় হাজীদের লুন্ঠন করা হবে। মহররম মাসে আকাশ থেকে এক বাণী শোনা যাবে, "শোনো! তিনি আল্লাহ

তা'আলার সেই মনোনীত ব্যক্তিদের একজন। তাঁর কথা শোনো এবং তাঁকে মান্য কর" (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা–৫)

- শাওয়াল মাসে বিদ্রোহ, দু'আল কাজাহ এ যুদ্ধের কথাবার্তা শোনা যাবে এবং দু'আল হিজরায় প্রকৃত যুদ্ধ হবে। হাজীরা লুন্ঠিত হবে এবং তাদের রক্ত কা'বা ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে (বারজানজী আল ইসায়াহ, পৃষ্ঠা–১৬৬)
- দু'আল কাজায় গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ হবে, হাজীদের বন্দী বা অপহরন করা হবে এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে (আল মুত্তাকী আল হিন্দী,আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা–৩৪)
- শাওয়াল মাসে যুদ্ধের ডাক শোনা যাবে, দু'আল হিজরার মাঝে যুদ্ধ, গনহত্যা, হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হবে। এ মাসে হাজীরা লুন্ঠিত হবে। রক্তের বন্যার কারনে লোকজন হাঁটতে সক্ষম হবেনা। ধর্মীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করা হবে। বায়তুল মুয়াজ্জামাহ (কা'বা শরীফ) এ বড় ধরনের গুনাহর কাজ অনুষ্ঠিত হবে (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা–৩৭)।

আল বায়তুল মুয়াজ্জামাহ এর পাশে বড় ধরনের গুনাহ সংঘটিত হবেঃ হাদীসে যে সকল ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাগুলো কা'বাগৃহের ভিতরে নয়, বরং বাইরে অথবা পার্শ্বে সংঘটিত হবে। দু'আল হিজরায় ১৪০৭ হিজরীর (হজ্ব মৌসুমে) ঘটনাটি কাবা শরীফের অভ্যন্তরে ঘটেনি, বরং এর পার্শ্বে ঘটেছে। ১লা মহররম ১৪০০ হিজরীর ঘটনাটি কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছে, তা উপরোল্লিখিত দুইটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।এই দুইটি বড় ধরনের ঘটনা (কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে রক্তপাত এবং হাজীদের হত্যাকান্ড) একটির পর একটি সংঘটিত হয়েছে এমন সময়ে যখন ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের সকল নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে, তাই এসকল ঘটনা কাকতালীয় মনে করার কোন কারন নেই।

এসকল হাদীসের বানীসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, একই সময়ে আরো গুরুত্বপূর্ন ঘটনা ঘটার ইঙ্গিত রয়েছেঃ

যুদ্ধ, হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংস দু'আল হিজরায় সংঘটিত হবে - এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোর যোগসূত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ, বিরোধ,দ্বন্দ্ব–সংঘাত, হাজীদের হত্যা সবকিছুই একই সময়ে সংঘটিত হবে। আলোচ্য সময়ে ইরাক–ইরান যুদ্ধ শুরু হয়, উপরন্তু দক্ষিন পূর্বে তুরস্কের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় ধরনের দ্বন্দ্ব–সংঘাত বিশৃংখলা শুরু হয়।

পূর্বদিকে অকস্মাৎ অগ্নিশিখার উপস্থিতিঃ

- একটি বড় ধরনের অগ্নিশিখা, যা পূর্বদিক থেকে উদিত হবে, যা তিন রাত্রি পর্যন্ত আকাশে দৃশ্যমান হবে। অত্যাধিক লাল বর্নের এই আলোকিত আভা সাধারন সূর্যোদয়ের মতো হবেনা, ইহা দিগন্তে বিস্তৃত হবে

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা–৩২)

- একটি বিরাট অগ্নিগোলক পূর্ব দিক থেকে উদিত হবে, যা ৩ দিন অথবা ৭ দিন পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে দৃশ্যমান হবে। এর পর প্রচন্ড অন্ধকারে আকাশ ঢেকে যাবে। এটি নতুন ধরনের লালচে রঙ এর শিখা আকাশে দৃশ্যমান হবে, যা সাধারন উষার আলোর মত দেখাবে না। এমন ভাষায় একটি ঘোষনা শোনা যাবে, যা পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারবে

(বারজানজী, আল ইসায়াহ, পৃষ্ঠা–১৬৬)

আবু জাফর ইবন মুহাম্মদ ইবনে আলী বর্ননা করেনঃ

যখন তুমি পূর্বাকাশে ৩ থেকে ৭ দিন যাবৎ আগুনের শিখা দেখতে পাবে, তখন "আল–এ–মুহাম্মদ" এর জন্য অপেক্ষা কর। আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে মাহদী (আঃ) এর নাম ঘোষনা করবেন, যা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে শোনা যাবে

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা–৩২)

"আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, একটি অগ্নিগোলা/অগ্নিশিখা তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এই আগুন বর্তমানে বেরেহাট উপত্যকায় সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই আগুন লোকদের ঘিরে ফেলবে এবং অনেক কষ্ট দিবে। মানুষ এবং সম্পদ পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলবে। পৃথিবীর সর্বত্র এটা মেঘের মত ঘুরে বেড়াবে। এই আগুনের তাপমাত্রা দিনের বেলার তুলনায় রাতের বেলায় বেশী হবে। ইহা পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে এবং মানুষের মাথার উপর অবস্থান করতে থাকবে। এই আগুন ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি করবে যেমন আকাশ এবং স্থলভাগের মধ্যে বজ্রপাত হয় (মুখতাছার তাজকিরাহ আল কুরতুবী, পৃষ্ঠা-৪৬১)

আমরা এই অগ্নিশিখার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করছি

কিছু সংখ্যক লোক এই অগ্নিশিখার অপেক্ষায় রয়েছেন, যেন এটি এমন এক নিদর্শন যা কোন কারন ছাড়াই আবির্ভূত হবে এবং এটা কখনো শেষ হবেনা এবং সর্বজন সমক্ষে উপস্থিত হবে। এই ভয়াবহ ঘটনা এবং অন্যান্য নিদর্শনাদি একই সময়ে দৃশ্যমান হবে। যেহেতু জনগন তা দেখতে পারবে তার মানে এই নয় যে তা সহজেই হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হবে। তাই মানুষ এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষন করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে। যদি আখেরী জমানার নিদর্শনাবলীর পরিপূর্ণ এবং বিশদ বর্ননা করা হয় (অর্থাৎ কোথায়, কিভাবে এবং কখন সেগুলো সংঘটিত হবে) তাহলে সবাই এগুলো মেনে নিতে বাধ্য হবে। সেক্ষেত্রে জনমনে এ মেনে নেওয়ার মধ্যে কোন তারতম্য সৃষ্টি করবে না। এ কারনে এই হাদীসগুলো অর্ধ উহ্য অর্থাৎ পুরোপুরি বা সম্পুর্নরূপে খোলামেলাভাবে প্রকাশ করা হয় নাই।

অগ্নিশিখা বা গোলক বিষয়ক নিদর্শনাদি এরুপভাবে মুল্যায়ন করতে হবে

অগ্নিশিখার কারন ঘটতে পারে দুর্ঘটনার মাধ্যমে যা কারো কর্তব্যে গাফিলতির ফল বা ইচ্ছাকৃত। এই হাদীসে একথা কোথাও বর্ননা করা হয়নি যা এই আগুন কোন অদ্ভুত বা অসাধারন কোন নিদর্শন। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল আগুনের ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কারনেই তার উদ্ভব ঘটবে। হাদীসে এ বিষয়টি যে সময়ে সংঘটিত হবে সে মর্মে বর্ননা করা হয়েছে। তাই আমরা অবশ্যই আগুনের বৈশিষ্ট্যসমূহ মাথায় রেখে বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষন করবো।

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ইরাক কুয়েত আক্রমন করে।ইরাকীরা কুয়েতের তৈলকূপগুলিতে বোমা ছোঁড়ে, যার ফলে সমস্ত কুয়েত এবং পারস্য উপসাগর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়।এভাবেই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এই আগুনের বিষয়টি প্রচারিত হয়। এই জ্বলন্ত তৈলের কারনে বহু প্রানহানী এবং সম্পদহানী হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫ লক্ষ টন তৈল ধোঁয়া হিসেবে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিন ১০০০০ টন কালি পোড়ার মত ধোঁয়া, গন্ধক ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ব্যাপক পরিমান হাইড্রোকার্বন ও এর ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য পারস্য উপসাগরের উপর ভাসতে থাকে। এটি শুধুমাত্র পারস্য উপসাগরের উপর নয়, বরং সমগ্র দুনিয়া এই নারকীয়তায় ভাসতে থাকে। এই আগুনে যে দুইটি তৈলকূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সমগ্র তুরস্কে এক দিনে ব্যবহৃত তেলের সমপরিমান তেল নষ্ট হয় এবং এর ধোঁয়া ৫৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সৌদি-আরব থেকে দৃষ্টিগোচর হয় (Hurriyet newspaper, January 23,1991)

কুয়েতের শত শত তৈলক্ষেত্রে ভয়াবহভাবে আগুন জ্বলছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ আগুন নিভানো একটি অতি দুরুহ কাজ। আরো বলা হয়েছে যে, এ আগুনের ক্ষতিকর প্রভাব এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুরস্ক থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত আগামী ১০ বৎসরব্যাপী বলবৎ থাকবে।তৈলকূপ থেকে নির্গত আগুন এবং ধোঁয়া সার্বক্ষনিকভাবে পরিবেশ দূষন করছে। কুয়েতে দিনের বেলায়ই রাতের মত দেখায়। বাদামী ধোঁয়া আগুনের শিখায় শরতের আকাশ যেন শীতের আকাশের মত দেখাচ্ছিল। বলা হয়েছিল যে, কুয়েতকে পুনরায় বাসোপযোগী করতে ১০০ বছর লেগে যাবে। আগুন এবং ধোঁয়া বহু মাইল দূর থেকে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, যার ফলে দেশটি আর বাসযোগ্য নেই। ধনী ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে কুয়েত ত্যাগ করেছেন।

দাহরান গবেষনা ইন্সটিটিউট এর পরিচালক আব্দুল্লাহ দাব্বাগ, নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদককে বলেন, "এতদঅঞ্চলের, পারস্য উপসাগরের ১০৬ প্রজাতির মাছ, ১৮০ প্রাজাতির মোলাস্ক, ৪৫০ প্রজাতির প্রাণী এই ভয়াবহ পরিবেশ দূষন থেকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম

করছে"। আরো বলা হয়েছে যে, ৬০০ তৈলকূপ থেকে নির্গত ধোঁয়া প্রতিবেশী দেশেও অনুপ্রবেশ করছে। এই ধোঁয়ার বিষাক্ত সালফার এসিড বৃষ্টিতে পরিনত হয়ে অত্র অঞ্চলে কৃষির উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

"আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যে, একটি অগ্নিগোলা/অগ্নিশিখা তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এই আগুন বর্তমানে বেরেহাট সুপ্ত উপত্যকায় সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে" (মুখতাছার তাজকিরাহ আল কুরতুবী পৃষ্ঠা-৪৬১, কামুস অনুবাদ ১-৫৫০) -হাদীসের প্রথম পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আগুন বর্তমানে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ এ আগুন কোন দাহ্য পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট। এই আগুন সুপ্ত অবস্থায় থাকার অর্থ এটি আগুন নয় বরং কোন পদার্থের সংস্পর্শে এসে তা আগুনে পরিনত হবে। এ প্রেক্ষিতে এটি একটি মাটির নিচের তৈলক্ষেত্রের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। বেরেহাট একটি তৈলকূপের নাম। নির্ধারিত সময়ে এই তৈলকূপ থেকে তৈল নির্গত হবে, তখন তা আগুনে পরিনত হবে।

"এই আগুন তোমাদের জন্য তীব্র জ্বালাময় ও বেদনাদায়ক হবে। এই আগুন সাধারন কোন আগুন নয়, বরং তা প্রাণ ও সম্পদ হরনকারী। ইহা তোমাদেরকে দীন-দুঃখীতে পরিনত করবে, যা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে" - পরিবেশ দূষনের মাধ্যমে মানুষের দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক প্রভাবে শ্বাসকষ্ট সৃষ্টিসহ বিভিন্ন রোগের কারন ঘটাবে। আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে হাদীসে বর্নিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কোন ধরনের সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নাই। সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই আগুনের ঘটনা ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের একটি জ্বলন্ত নিদর্শনও বটে।

মিথ্যা বা ভন্ড নবীদের আবির্ভাবঃ

বিপুল সংখ্যক ভন্ড নবীর উপস্থিতি ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের অন্যতম একটি নিদর্শনও বটে। অনেক লোক নিজেদের নবী বলে দাবী করছে যে নবী ঈসা (আঃ) সম্প্রতি আবির্ভুত হয়েছেন।

- সেই নির্ধারিত সময় ততক্ষন পর্যন্ত আসবেনা, যতক্ষন পর্যন্ত না অন্ততঃ ৩০ জন দজ্জাল (মিথ্যাবাদী) দৃশ্যপটে হাজির হয়। এদের প্রত্যেকেই দাবী করবে যে সে আল্লাহর নবী (সহীহ বুখারী)
- ৬০ জন ভন্ড নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। এদের প্রত্যেকেই দাবী করেছে যে সে আল্লাহর নবী বা পয়গম্বর (আল সুয়তী, ইমাম মাহদীর আগমনের নিদর্শন - পৃষ্ঠা ৩৬)

ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা হবেঃ

- "যখন জ্ঞানী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র ধনসম্পদ উপার্জনের জন্যই বিদ্যা অর্জন করবে, পার্থিব জীবনের স্বার্থ তথা দুনিয়ার লোভে ধর্ম বিক্রয় করবে, তারা আইন তথা পয়সার বিনিময়ে আদালতের রায় ঘোষনা করবে, তখন কেয়ামত সন্নিকটে বলে মনে করবে"(মৃত্যু, মহাপ্রলয় এবং পুনরুজ্জীবন, পৃষ্ঠা-৪৮০)
- "আখেরী জমানায় এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দুনিয়ার লোভে ধর্ম বিক্রয় করবে"(হাদীসে তিরমিযী)
- "যে কুরআন তিলাওয়াত করে, সে আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান আশা করতে পারে। কারন আখেরী জমানায় অনেকেই কুরআন তিলাওয়াত করে মানুষের কাছে তার প্রতিদান চাইবে"(আখেরী জমানা সংক্রান্ত হাদীস, পৃষ্ঠা-৯)

অসাধারন এবং অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হতে থাকবেঃ

- "ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময়ে বড় বড় অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটবে"(আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২৭)
- "তাঁর সময়ে অনেক ভীতিপ্রদ বা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটবে"(ইমাম রাব্বানী, রাব্বানীর পত্রাবলী, ২-২৫৮)
- তাঁর আগমনের নিদর্শনাবলীর সাথে পূর্ববর্তী নবীদের আবির্ভাবের সময়ের নিদর্শনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে (ইমাম রাব্বানী, রাব্বানীর পত্রাবলী)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্মের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের অসাধারন ও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। উদাহরনস্বরূপ বলা যায়ঃ একটি নতুন তারা আকাশে উদিত হয়। ইরান সম্রাটের প্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ধ্বংস হয়।অগ্নি উপাসকদের ১০০০ বছরের আগুন নিভে যায়। সেমাভি উপত্যকা প্লাবিত হয়। সেভ লেক শুকিয়ে যায়। এই হাদীসের মর্মানুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের সময়ও অনুরুপ অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ ঘটতে থাকবে। বিংশ শতাব্দিতে যে সকল বিস্ময়কর ও উল্লেখজনক ঘটনা ঘটেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- কা'বা শরীফ অবরোধ করা, মুসলমানদের হত্যাকান্ড।
- ২৫০০ বছরের ইরানী রাজতন্ত্রের অবসান।
- বোম্বের রাসায়নিক কারখানায় গ্যাস নির্গত হওয়ায় ২০ হাজার লোকের প্রানহানী
- দুইটি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ (ইরাক-ইরান)
- সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্থান দখল
- ১৯৮৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মেক্সিকো শহর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত।
- Nevado del Ruiz আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত
- Amero শহর পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন; ২৫ হাজার লোকের প্রানহানী
- বাংলাদেশে বন্যায় ২৫ হাজার লোকের প্রানহাণী
- ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্রবিন্দু রোম এ বন্যা
- চীনে ভয়াবহ দাবানল (বনাঞ্চলে আগুন)
- ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী Olaf Palmeএর গুপ্তহত্যা এবং বাংলাদেশের জাতির জনক, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা, রাষ্ট্রপতি মেজর জিয়াউর রহমানকে হত্যা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর ফাঁসী এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং পোপ জন পল II এর গুপ্তহত্যা।
- ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল রাশিয়ার চেরোনবিলে নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর এ পারমানবিক বিস্ফোরন ঘটে। ফলে ইউরোপীয় বেশ কয়েকটি দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- ১৯৮০ সালে এইডস এর জীবানু আবিষ্কার; ২৫ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু; বর্তমান সময়ের "প্লেগ" হিসেবে অভিহিত।
- Ozone layer এ ছিদ্র আবিষ্কার।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পরিসমাপ্তি; মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ।
- পারস্য উপসাগরে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল।
- ২০০৩ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের ইরাক দখল।
- আর্মেনিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প, বহু শহর বিধ্বস্ত, ৫ লক্ষ লোক গৃহহীন, ৪০ হাজার লোকের প্রানহাণী।

- চীন সরকার কর্তৃক তিয়েনমেন স্কোয়ারে সৈন্য প্রেরণ। ১৯৮৯ সালে অধিকতর স্বাধীনতা আদায়ের দাবী পূরনের জন্য যে ছাত্র আন্দোলন হয়, তা দমনের জন্য যে সংঘর্ষ হয় তাতে ২০০০ ছাত্র প্রান হারায়।
- স্নায়ুযুদ্ধের প্রতীক হিসেবে নির্মিত বার্লিন প্রাচীর ২৮ বছর পর ধূলিস্যাৎকরন।
- ১৯৯০ সালে একটি টানেলে পদদলিত হয়ে ১৪০০ হাজীর মৃত্যু।
- ১৯৯১ সালের ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশের ১ লক্ষ ৩৯ হাজার লোকের মৃত্যু; ১ কোটি লোক গৃহহীন।
- বসনিয়া এবং কসোভোয় গনহত্যায় হাজার হাজার মুসলিম নিহত এবং হাজার হাজার লোকের দেশত্যাগ।
- "ইবোলা" জীবানুর কারনে দশ হাজার লোকের মৃত্যু।
- El nino, আবহাওয়ার পরিবর্তনে সমুদ্রের তাপমাত্রা এবং বায়ুমন্ডলের চাপের পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু প্রানহানী এবং সম্পদহানী ঘটে।
- ১৯ অক্টোবর ১৯৮৭ - লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের পতন ঘটে; এবং সম্ভাব্য ক্ষতির আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সম্পদ নষ্টের পরিমান দাঁড়ায় ৫ বিলিয়ন বৃটিশ পাউন্ড।
- ১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল, ওকলাহামা ফেডারেল বিল্ডিং এ বোমা হামলায় ১৬৮ জন লোক প্রান হারায়।
- ১৯৯৭ সালে Hale Bopp ধূমকেতু পৃথিবীর এত নিকট নিয়ে অতিক্রম করে যে খালি চোখে তা দেখা যায়।
- ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আফগানিস্থানে রিখটার স্কেলে ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্পে ৫ হাজার লোকের মৃত্যু।
- ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, পৃথিবীর বৃহত্তম সন্ত্রাসী আক্রমন - নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ১১ মিনিট পর পর দুইটি যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয়। অপর একটি বিমান পেন্টাগনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মোট ৫ হাজার লোক মারা যায়।
- ভারতে রিখটার স্কেলে ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু।
- ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে "Human Genome Project" সমাপ্ত হয়। এই প্রকল্প ১৩ বছর যাবত চালু ছিলো; প্রায় ৩০ হাজার gene চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং মানুষের Genome map প্রনয়ন করা সম্ভব হয়।
- ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে বিগত ৬০ হাজার বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে
- পৃথিবীর শুষ্কতম অঞ্চল "মক্কা শরীফ" এ বন্যায় ১২ জন লোকের প্রানহানী।
- ২০০৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ইরানের ভয়াবহতম ভূমিকম্পে ৮৬ হাজার লোক মারা যায়; বাম নামক শহরটি সম্পুর্নরুপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
- "Bird Flue", যা এশিয়ায় দৃশ্যমান হয়; এতে ২৬৩ জনের মৃত্যু হয়।
- ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে রিখটার স্কেলে ৯.১ থেকে ৯.৩ মাত্রার ভূমিকম্প এবং পরবর্তীতে ৩০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন জলোচ্ছ্বাস অর্থাৎ সুনামিতে ৩ লক্ষ লোকের মৃত্যু। বিশ্বের ১১টি দেশ, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- ২০০৫ সালের ২৩শে আগস্ট, পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম সাইক্লোনগুলোর অন্যতম, হারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানে। এর ঘূর্নিঝড়ে প্রায় ২ হাজার লোক মৃত্যুবরন করে। প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ হানি হয়, যা এ ধরনের ক্ষতির ক্ষেত্রে এক নতুন রেকর্ড। অনেক শহর মানুষ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়; এবং সমগ্র নিউ অর্লিয়েন্স শহরটিকে পরিত্যক্ত ঘোষনা করা হয়।
- ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর কাশ্মীরে ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় ৭৫ হাজার লোক মারা যায়; এছাড়াও প্রায় ১ লক্ষ লোক আহত হয়।
- ২০০৬ সালের ৫ জানুয়ারী মক্কায় একটি হোটেল ধূলিস্যাৎ হয়ে ৭৬ জন হাজীর মৃত্যু ঘটে। এর এক সপ্তাহ পর ৩৬২ জন হাজী পদদলিত হয়ে মৃত্যুবরন করেন।
- জাভা, ইন্দোনেশিয়ায় রিখটার স্কেলে ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৬ হাজারেরও অধিক লোক মারা যায়। ২০০৬ সালের ২৭শে মে, আরো ৩৬ হাজার লোক আহত হয়। প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়।

- ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবাজারে পতনের সূচনা হয়; ফলে শুরু হয় অর্থনৈতিক মন্দা যা পর্যায়ক্রমে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।
- ২০০৭ সালের ১৬ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডর বাংলাদেশে আঘাত করে; এর ফলে ৩ হাজারেরও অধিক লোকের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশী রেড ক্রিসেন্ট এর ঘোষনানুযায়ী প্রায় ৭০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- ২০০৮ সালের ১৯শে মার্চ, নাসা'র "সুইফট এক্স-রে" দূরবীক্ষন যন্ত্রে একটি পারমানবিক বিস্ফোরন রেকর্ড করে, যা ৭.৫ বিলিয়ন বছর পুর্বে ঘটেছিল।
- ২০০৮ সালের ৩রা মে, ঘূর্ণিঝড় নার্গিস মায়ানমারে আঘাত হানে; এতে ১৩ হাজারেরও অধিক লোকের মৃত্যু হয়।
- ২০০৮ সালের ১২ই মে, চীনে রিখটার স্কেলে ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে প্রায় ৭০ হাজারেরও বেশী লোকের মৃত্যু হয়। দশ লক্ষেরও বেশী লোক গৃহহারা হয়।
- ২০০৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী আইসল্যান্ডের সরকারের পতন । এই দেশের সরকার এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার পতন ঘটার কারনে দেশটিকে দেউলিয়া ঘোষনা করা হয়।
- ২০০৯ সালের ১১ই জুন, সোয়াইন ফ্লু বা H1N1 জীবাণু মহামারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।
- ২০০৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ধূমকেতু লুলিন পৃথিবীর অতি সন্নিকটে পৌঁছায়। এই ধূমকেতুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল সবুজ আলো বিকীরন করে, যার কারনে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র দৃশ্যমান হয়না। এর দুইটি লেজ আছে এবং এর গতিপথ পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে, যা স্বাভাবিকের চেয়ে আলাদা।
- ২০১০ সালের ১২ই জানুয়ারী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ হাইতিতে রিখটার স্কেলে ৭.৩ মাত্রার প্রলয়ংকারী ভূমিকম্পে প্রায় ১ লক্ষ লোক নিহত হয়। প্রায় ৩০ লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

সূর্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন দেখা যাবে:

- "সূর্যের মধ্যে যতক্ষন পর্যন্ত না কোন নিদর্শন দেখা যাবে ততক্ষন পর্যন্ত তাঁর আবির্ভাব হবেনা"

(আল হায়তামী, আল কওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৪৯)

- "যতক্ষন পর্যন্ত না সূর্য নিজেই একটি নিদর্শন হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে"

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩৩)

বিংশ শতকে সূর্যের মধ্যে একটি বড় ধরনের বিস্ফোরন হয়, যার প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে।

সূর্যগ্রহনঃ ১৯৯৯ সালের ১১ আগস্ট বিংশ শতকের সর্বশেষ সূর্যগ্রহন। প্রকৃতপক্ষে এটাই সর্বপ্রথম একটি সূর্যগ্রহন যা ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই সূর্যগ্রহনটি তুরস্কের ১২টি শহর এবং ১০০টি জেলায় প্রত্যক্ষ করা হয়। এটি কোন কাকতালীয় বিষয় নয় যে এত বেশী সংখ্যক নিদর্শনাবলী এত অল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছে। এই প্রতিটি নিদর্শনাবলী ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে বিবেচিত।

বড় বড় শহর এবং নগর ধ্বংসস্তুপে পরিনত হবেঃ

"বড় বড় শহর এবং নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং মনে হবে যে কোনদিন এগুলোর অস্তিত্বও ছিলো না" (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা–৩৮)

এই হাদীস এটাই নির্দেশ করে যে, ১৪০০ হিজরীতে যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে বড় বড় শহরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে অথবা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এ সকল ঘটনাবলী ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের গুরুত্বপূর্ন নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে পারমানবিক বিস্ফোরন ঘটায়। যার ফলে দুইটি শহর সম্পুর্নরুপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পবিত্র কুরআন শরীফে বহু জনপদ ধ্বংস এবং লোক নিহত হওয়ার বিষয় উল্লেখিত আছে এইভাবেঃ

- "অতএব দেখো! উহাদের চক্রান্তের পরিনাম কি হইয়াছে। আমি অবশ্যই উহাদিগকে এবং উহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি! এই তো উহাদের ঘর–বাড়ী সীমালঙ্ঘন হেতু যাহা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে; ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে"(সুরা নমল; ৫১–৫২)
- "কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, যাহার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগসম্পদের জন্য গর্ব করতো। এগুলোই তো তাহাদের ঘর–বাড়ী; উহাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করিয়াছে, আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী"(সুরা আল ক্বাসাস – ৫৮)
- "ঐ সব জনপদ–উহাদের অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন উহারা সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল এবং উহাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করিয়াছিলাম একটি নির্দিষ্ট ক্ষণ"(সুরা কাহফ – ৫৯)
- "আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল জালিম এবং তাহাদের পর সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি" (সুরা আম্বিয়া – ১১)
- "অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল, তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদের উপর শ্রমাগত বর্ষন করিলাম" (সুরা হুদ –৮২)
- "কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়ছি। আমার কঠোর শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল"(সুরা আল–আরাফ –৪)

বিংশ শতকের যুদ্ধে পৃথিবীর অনেক বড় বড় শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (বার্লিন, লেনিনগ্রাড, হামবুর্গ, ওয়ারস, বুখারেস্ট, বৈরুত, লন্ডন ইত্যাদি)। এ শহরগুলো পুনঃনির্মান করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

ঘন ঘন ভূমিকম্পের মাধ্যমে ব্যাপক লোক এবং সম্পদহানি হবেঃ

"মহাপ্রলয় ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতদিন পর্যন্ত না ঘন ঘন ভূমিকম্প, দুর্যোগ এবং হত্যা বৃদ্ধি পাবে" (কিয়ামতের আলামত, পৃষ্ঠা ১০৯)

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "ঘন ঘন ভূমিকম্পের ঘটনা ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের তথা কেয়ামতের আলামতের একটি অন্যতম নিদর্শন"। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর ইতিহাসে বহু ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে।এতে হাজার হাজার লোক হতাহত হয়েছে। প্রথমে জাপানের কোবে, এর পর তুরস্কে, তাইওয়ানে, গ্রীসে এবং মেক্সিকোতে ভূমিকম্প আঘাত হানে, যা কেয়ামতের গুরুত্বপূর্ন নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

- "আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটবে। ১০ হাজার ২০ হাজার ৩০ হাজার লোক মারা যাবে। আল্লাহ দান করবেন খোদাভীরুদের জন্য উপদেশ, ঈমানদারদের জন্য দয়া এবং অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তি" (ইবনে আসাকীর, History and Future, Page: 81)
- "যখন তুমি দেখবে, তোমার কোন গৃহ বা আবাসস্থল নাই, বা কোন পশু তোমার অধীনে বা কাছে নাই, তখন বুঝবে তুমি (মহাপ্রলয়ের) কাছে পৌঁছে গিয়েছো। ভূমিকম্প তোমার গৃহ ধ্বংস করে দিয়েছে"(বার জানজী, আল ইসায়াহ, পৃষ্ঠা-১৪৬)।
- "যদি তুমি দেখ খিলাফত পবিত্র ভূমিতে (আল আরদ আল মুকাদ্দাস) নেমে আসছে বা চলে গেছে মনে করবে, ভূমিকম্প, বিপদাপদ ও মহাপ্রলয় আসন্ন। কেয়ামত মানবজাতির দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে যেমন আমার মাথা থেকে হাতের দূরত্বে"(সুনান আবু দাউদ)
- "আমার অনুসারী সম্প্রদায় যখন তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনামুখর হয়ে উঠবে, তখন লাল ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, চেহারা বদল (পুরুষ মানুষ স্ত্রীলোকে রুপান্তরিত হওয়া) বা আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি আশা করবে"(তিরমিযী ফিৎনা ৩৯, পৃষ্ঠা-২২১১)
- "আখেরী জমানায় যখন বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসার ঘটবে, সমাজে নর্তকীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, মদ যখন তথাকথিত অনুমোদিত স্বাভাবিক পানীয় হিসেবে বিবেচিত হবে; তখন ধ্বংস সমাপ্ত, পাথরের বৃষ্টি হবে এবং পুরুষ লোক মহিলায় রুপান্তরিত হবে"(সাহল ইবন,সা'দ আহমদদিয়া আল দ্বীন আল কামুস যালায়ী, রাসূলে আল হাদীস, ২;৩০২/৮)
- মহাপ্রলয় ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা যতদিন পর্যন্ত না জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, ঘন ঘন ভূমিকম্প হবে, সময় সংক্ষিপ্ত হবে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিবাদ-বিসংবাদ ব্যাপক আকার ধারন করবে, খুন খারাবি হত্যাকান্ডের ঘটনা ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাবে (সহীহ বুখারী, ইবনে মাজাহ)

ইরাক যুদ্ধ কি ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বাভাস?

হারুন ইয়াহিয়ার ***"The Awaited Mahdi, by Harun Yahya"*** পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বে অনেক বড় ধরনের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আমেরিকা কর্তৃক ইরাক এবং আফগানিস্থান আক্রমন এবং দখল, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর আচার-আচরন যা এ ব্যাপারে বর্নিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষন করা যেতে পারেঃ

- **সেনাবাহিনীর অন্তর্ধানঃ** ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের ৫টি নিদর্শন আছে। সুফিয়ানী ইয়ামানী ও সামাএর চিৎকার, এক সেনাদলের অন্তর্ধান এবং নিরীহদের নির্বিচারে হত্যা (নুয়াম ইবনে হাম্মাদের বর্ননা)
- **ইরাকীদের দেউলিয়া হওয়াঃ** ইরাকীদের কোন দাঁড়িপাল্লা বা ওজন পরিমাপের কোন যন্ত্র থাকবেনা এবং খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য কোন টাকাই থাকবেনা (মুনতাযার কানিজ আল উম্মাল)।
- **বাগদাদে ভয়াবহ আগুনঃ** আখেরী জামানায় বাগদাদ ভস্মীভূত হবে।
- **ইরাক ও সিরিয়া অবরোধঃ** এটা হতে পারে যে, ইরাকী জনগন কাফিজ ও দিরহাম (ইরাকীদের ওজন যন্ত্র ও মুদ্রা) পাঠাবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "এর জন্য দায়ী কে?" তিনি বললেন, "অনারবরা তা করতে বাধা দিবে"(অর্থাৎ এই বাধার কারনে তা ব্যবহার করা সম্ভব হবেনা)। তিনি পুনরায় বললেন, সিরিয়ার অধিবাসীরা তাদের দিনার মুদ্রা পাঠাতে পারবেনা। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম কারা এ ব্যাপারে দায়ী। তিনি বললেন রোমানদের (এখানে রোমান বলতে আমেরিকানদের বুঝানো হয়েছে) বাধার কারনেই এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে (সহীহ মুসলিম)।
- **ইরাক পুনর্নির্মানঃ** মহাপ্রলয় বা কেয়ামত ততক্ষন পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষন পর্যন্ত না ইরাক আক্রান্ত হবে, ইরাকী জনগন দামেস্কে আশ্রয় গ্রহন করবে এবং পরবর্তীতে দামেস্ক ও ইরাক পুনঃনির্মান করা হবে (মুনতাযার কানিজ আল উম্মাল)।
- **ইরাকী জনগন দামেস্কে ও উত্তরে পলায়ন করবেঃ** ইরাক আক্রান্ত হওয়ার পরেই কেবল কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। নিরীহ ও ঈমানদার জনগন ইরাক ছেড়ে দামেস্কে পলায়ন করবে (রিসালাত আল খুরুজ আল মাহদী)

- **দামেস্ক, ইরাক ও আরবঃ** আমাদের নবী (সাঃ) বলেন যে, দুঃখ, কষ্ট, বিপর্যয় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে যে মানুষ কোন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবেনা। এ ধরনের বিপর্যয় দামেস্ক এবং ইরাকে আপতিত হবে। এই ধরনের বিপর্যয় আরবীয় উপদ্বীপের হাত ও পা বেঁধে ফেলবে, অর্থাৎ এ এলাকার জনগন অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা হবে। কেহই তাদের জন্য কোন প্রকার সহানুভূতি দেখাবে না, এমনকি "হায়! এ কি হলো" ও বলবে না। তারা তাদের দুঃখ কষ্ট দুর করার চেষ্টা করবে। একটি বিপর্যয় অপসারিত হলে আরেকটি নতুন বিপর্যয় দেখা দিবে (মুনতাযার কানিজ আল উম্মাল, পৃষ্ঠাঃ৩৮-৩৯)।
- **তাইগ্রীস এবং ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যস্থানে ভয়াবহ যুদ্ধঃ** তাইগ্রীস এবং ইউফ্রেতিস নদীর মাঝামাঝি একটি শহরের নাম হারওয়া (বাগদাদ)। সেখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এ যুদ্ধে মহিলাদের বন্দী করা হবে এবং পুরুষদেরকে ভেড়ার মত গলা কেটে হত্যা করা হবে (মুনতাযার কানিজ আল উম্মাল, ৫-৩৮)।
- **ইরাক তিন ভাগে বিভক্ত হবেঃ** আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "ইরাকের অধিবাসীরা চার ভাগে বিভক্ত হবে। এক ভাগ লুটেরাদের সঙ্গী হবে; এক দল পলায়ন করবে; এক ভাগ তাদের পরিবার পরিজন ত্যাগ করে চলে যাবে এবং আরেক ভাগ যুদ্ধ করবে তথা হত্যা করবে। যখন এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে, তখন কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করবে" (ফেরাদু ফিভাইদিল ফিকর ফিল ইমাম আল মাহদী আল মুনতাযার)
- **ইরাকের জনগন চার দলে বিভক্ত হবেঃ** এক দল সুফিয়ানী সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিবে;তারা আল্লাহর সৃষ্ট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানব সম্প্রদায়। এক দল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে;তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। আরেক দল লুটেরাদের সাথী হবে; তারা গুনাহগার। আরেক দল তাদের পরিবার পরিজন ত্যাগ করে পলায়ন করবে। (আল উকায়লী আন নাজমুস সাকিব, ফি বায়ান আন্নাল মাহদী মিন আওলাদী আলী বিন আবুতালিব আলেহ তামাম ভেল কমল আলী বিন আবু তালেব)

যখন মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন শিশুকে হত্যা করা হবে, আকাশ থেকে আল্লাহর ফেরেশতা ক্রন্দন করে বলবে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর (ইমাম মাহদী আঃ) সাথে এবং তাঁর অনুসারী বা সাথীদের সাথে আছেন (মুহাম্মদ ইবন আলী সাব্বান, ইসহাফ আর রাঘিবান, পৃষ্ঠাঃ১৫৪)

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম মাহদী (আঃ) এর চেহারা মোবারক এবং পরিচয়

ইমাম মাহদী (আঃ) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

"ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দান কর" এ ভাষায়ই তাঁর আবির্ভাবের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহের সাথে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের জন্য অপেক্ষা করার গুরুত্ব এবং এই বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার করার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সমগ্র মানব জাতিকে আহবান করেছেন। অন্য একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঈমানদারদের ইমাম মাহদী (আঃ) এর প্রতি আনুগত্য ও অনুসরন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেনঃ

"যে তাঁর কথা শুনবে, তাকেই ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, যদি তা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও যেতে হয়, কারন তিনি হলেন ইমাম মাহদী (আঃ)"

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-১৪)

ইমাম মাহদী (আঃ) অবশ্যই আগমন করবেনঃ

এই পৃথিবীর আয়ু যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তবে মহান আল্লাহ তা'আলা সেই দিনটিকে এতটাই বিস্তৃত করে দিবেন যতদিন পর্যন্ত না ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করেন (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-১০)।পৃথিবীর জন্য যদি এটা সর্বশেষ দিনও হয়, তবুও আল্লাহ তা'আলা এই দিনটিকে এমনভাবে প্রসারিত করে দিবেন যতদিন না আমার [রাসুল (দঃ)এর] বংশের সন্তান ইমাম মাহদী (আঃ) প্রেরিত না হবেন (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-১০)।

"মাহদী (আঃ) আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হবেন। তাঁর সময়ে আমার উম্মতরা এমন ধরনের আশীর্বাদ এবং কল্যানকর পরিস্থিতি ভোগ করবেন, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন জনগন এত ব্যাপক সুখ-সমৃদ্ধির মুখ দেখে নাই। তিনি এত বৃষ্টিপাত ঘটাবেন যে, মাটি কোন কিছুই বাকি না রেখে সকল প্রকার সম্পদ তাঁর জন্য উদ্গীরন করবে"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৯)।

পৃথিবীর জন্য একটা রাত্রিও যদি অবশিষ্ট থাকে, আল্লাহ তা বিস্তৃত করবেন, যেন আমার বংশের সদস্য ইমাম মাহদী (আঃ) বিশ্বনেতা হিসাবে আগমন করতে পারেন। তাঁর নাম আমার নামের সাথে, আমার পিতার নামের সাথে তার পিতার নামের মিল থাকবে। সমগ্র বিশ্ব যেমন নিষ্ঠুর নির্দয় এবং হিংস্রতায় পরিপূর্ন হয়ে গেছে, তিনি বিশ্ববাসীকে শান্তি এবং ন্যায় বিচার উপহার দিবেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধর হবেনঃ

- "পৃথিবীর জন্য যদি একটা দিনও অবশিষ্ট থাকে, মহান আল্লাহ তা'আলা আহল্ আল বায়াত (নবীগৃহ) থেকে একজনকে প্রেরন করবেন"(সুনান আবু দাউদ)
- "দিনরাত্রির এই অমোঘবিধান শেষ হবে না, যতদিন পর্যন্ত না আহলে আল বায়াতের কোন সদস্য এ পৃথিবীর দায়িত্বভার গ্রহন না করবেন"
- "ইমাম মাহদী (আঃ) আমার কন্যা ফাতিমা (আঃ) এর বংশধর থেকে উত্থিত হবেন"(ইবনে মাজাহ, ১০-৩৪৮)
- "ইমাম মাহদী (আঃ) এর সুসংবাদের মধ্যে রয়েছে, তিনি কোরাইশ বংশের এবং আহল্ আল বায়াত এর সদস্য হবেন"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী)
- "ইমাম মাহদী (আঃ) আমার সন্তান। তাঁর মুখমন্ডল যেন আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত"(আলী বিন আল সুলতান মোহাম্মদ আল হারাভী, আল হানাফী রিসালেতুন মেসরেব ফি মেহজিবিল মাহদী)

হাদীসে বর্নিত আছে, সকল পয়গম্বরগন পরস্পরের আত্মীয়। ইমাম মাহদী (আঃ) ও একই ধারার হব। এই বংশধারার সদস্যগ্ন সমাজে সৈয়দ হিসাবে সুপরিচিত। এই নিয়মে ইমাম মাহদী (আঃ) ও সৈয়দ হবেন। পবিত্র কুরআনে নবীরা (সঃ) পরস্পর একই বংশ থেকে উদ্ভূত মর্মে উল্লেখিত রয়েছে। কুরআন শরীফের এ সকল আয়াতের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এই বংশধারারই একজন সম্মানিত সদস্য।

- "নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। ইহারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ"(সুরা আল ইমরান; ৩৩-৩৪)।
- "হে আমার প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত (মুসলিম) কর এবং আমাদের বংশ হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। তাহাদিগকে ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু"(সুরা বাকারা-১২৮)।

- "এবং ইহাদের (পূর্ববর্তী নবী ও রাসূল) পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দদের কতককে আমি মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম"(সুরা আল আনআম-৮৭)

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক রাত্রের মধ্যে পরিপূর্ণ করবেনঃ

"মাহদী (আঃ) আমাদের বংশধারা থেকে, যে আহল্ আল বায়াতের একজন। আল্লাহ তাঁকে এক রাতের মধ্যে পূর্ণ করে দিবেন। তাঁকে ক্ষমা করবেন, তাঁকে সফলকাম করবেন, তাঁকে জ্ঞান ও হেদায়েত দ্বারা পূর্ণ করবেন" (সুনান ইবনে মাজাহ, ভলিউমঃ ১০; ব্যবঃ৩৪, পৃষ্ঠা-৩৪৮)

এক রাত্রে তার অবস্থার উন্নতি বা পদমর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির বিষয়টিকেই বুঝায়। এই মহাসম্মান তাঁর কাজ বা প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা নয় বরং পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে যেরূপ সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছিলেন অনুরুপভাবে ইমাম মাহদী (আঃ) কেও মহান মর্যাদা ও সম্মান দান করা হবে।পবিত্র কুরআন শরীফের "সুরা আশশুরা" এর ৫২তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "এই ভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রুহ তথা আমার নির্দেশ আত্মা, তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি? পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাদেরকে ইচ্ছা পথে নির্দেশ করি, তুমি তো প্রদর্শন কর কেবলমাত্র সরল পথ।"

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর যুগের সবচেয়ে পূণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবেন। এর মাধ্যমে তাঁর মহান চরিত্র, পদমর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি সুপ্রমানিত হয় (আলী বিন আল সুলতান আল মুহাম্মদ আল হারাভী আল হানাফী, রিসালেতুন মেসরেব)।

বদিউজ্জামান সৈয়দ নুসরী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে বলেন,"আখেরী জামানার সবচেয়ে নিকৃষ্ট সময়ে আল্লাহ তা'আলা একজন মহালোকিত ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক, সবচেয়ে বড় সংস্কারক, একজন সুশাসক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদাতা, যিনি রাসূল (দঃ) এর বংশ থেকে আগমন করবেন"(বদিউজ্জামান সাঈদ নুসরী, রিসালেত-ই-নূর সংগ্রহাবলী ও পত্রাবলী, পৃষ্ঠা ৪১১-১২)

ইমাম মাহদী (আঃ) কে লোকে ভালবাসবেঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) ততদিন পর্যন্ত নাযিল বা প্রকাশিত হবেন না, যতদিন পর্যন্ত না তিনি জনগনের কাছে সবচেয়ে ভালবাসার পাত্র হিসাবে পরিগনিত ও বিবেচিত হবেন।কারন তাদের জঘন্য অবস্থার শিকার হতে হয়েছিল (জালালউদ্দিন সুয়ুতী, ইমাম মাহদী(আঃ) এর নিদর্শন)

- "আকাশ এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীই তাঁর প্রতি খুশি থাকবে"(আল হায়তামী,খন্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩১৩; আল সুয়ুতী, মাহদীর নিদর্শন, পৃষ্ঠা ৩১)
- "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের হৃদয়ে ইমাম মাহদী (আঃ) এর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার বীজ বপন করে দিবেন "(ইবনে হাজর, আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার ফি আলামত আল মাহদী আল মুনতাজার, পৃষ্ঠা-৪২)
- "জনগনের কাছে যখন ইমাম মাহদী (আঃ) হাজির হবেন তখন জনতা তাঁকে নতুন বর-দুলহানের মত বুকে জড়িয়ে ধরবে এবং তাঁর সাথে আলোচনা বা কথাবার্তা বলতে থাকবে"(আল সুয়ুতী, মাহদীর আগমনের নিদর্শন, পৃষ্ঠা-৩৫)

মাহদী (আঃ) এর আগমনের ব্যাপারে পৃথিবী ও আকাশের সকল প্রাণী খুশি হবে, বনের হিংস্র প্রাণী, পাখি এমনকি সমুদ্রের মাছও তাঁর প্রতি খুশি থাকবে। (আল হায়তামী, পৃষ্ঠা-৩১)। নিরীহদের ব্যাপকভাবে হত্যা হবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সর্বশেষ পর্যায়।তাই যখন ইমাম মাহদী (আঃ) আগমন করবেন, তখন সবাই তাঁকে স্বাগত জানাবে (আল সুয়ুতী, পৃষ্ঠা-৩৮)। আল্লাহ তা'আলা তার কথা মানুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট

করে দিবেন, ফলে এমন এক দল লোক তৈরী হবে, যারা দিনে সিংহের মত বিক্রমে যুদ্ধ করবে এবং রাত্রিতে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকবে (আল উকাইলীআল নজম আল সাকিব ফি বয়ান আন্না আল মাহদী মিন আওলাদী আলী বিন আবুতালিব আলই আল তামাম আল কমল)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্যে এমন কেউ থাকবেনা যে ইমাম মাহদী (আঃ) এর উপর খুশি থাকবেনা। ইমাম মাহদী (আঃ) এর চেহারা হবে সুন্দর, সুগন্ধযুক্ত, কর্তৃত্বশালী কিন্তু প্রেমমত্ত জনতার কাছাকাছি (মাহদী দজ্জাল মসিহা, পৃষ্ঠা-১০২)

ইমাম মাহদী (আঃ) এর নাম সর্বত্র আলোচিত হবেঃ

হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, যখন ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভুত হবেন, তখন তাঁর কথা আলোচিত হবে এবং তার দীর্ঘদিন পরেও তাঁর নাম সর্বত্র আলোচিত হতে থাকবে; অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী তাঁর সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

যখন আকাশ থেকে ঘোষনা করা হবে, "আল-এ-মুহাম্মদের মধ্যেই সত্য নিহিত রয়েছে" , মাহদী (আঃ) তখন আবির্ভূত হবেন। সবাই শুধু তার সম্পর্কেই আলোচনা করবে, তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাবে এবং তিনি ছাড়া অন্য কিছুই আলোচনা করবেনা। (আল সুয়ুতী, পৃষ্ঠা-৩৩)।

"সত্য মুহাম্মদ (দঃ) এর লোকের মধ্যেই আছে"-আকাশবাণীর মাধ্যমে এই বার্তা ঘোষিত হবার পর জনগনের হৃদয়ে ইমাম মাহদী (আঃ) এর প্রতি ভালোবাসা এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে তিনি ছাড়া অন্য কিছু আলোচনাই করা হবেনা (আল হায়তামী আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২০)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচিতি লাভ করবেনঃ

হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচিতি লাভ করবেন। অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে ইমাম মাহদী (আঃ) হিসাবে দাবী করবেন না, যদিও লোকে তাঁর কছে এসে বলবে, "আপনার মধ্যে ইমাম মাহদী (আঃ) এর সকল নিদর্শন বা লক্ষন রয়েছে"; তিনি তা অস্বীকার করবেন, শুধুমাত্র মৃত্যুর ভয় দেখানোর মাধ্যমে তিনি জনতার দাবী মেনে নিবেন।রুকুন ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যে জনগন তাঁর মতের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহন করবে। তিনি তা প্রথমে অস্বীকার করবেন, তখন জনতা বলবে, আপনি যদি এটা গ্রহনে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে আমরা আপনাকে আঘাত করবো। তখন পৃথিবী ও আকাশের সকল প্রাণী এই নির্বাচন মেনে নিবে (আল সুয়ুতী, পৃষ্ঠা-৩১)

খলিফার মৃত্যুর পর সেখানে দ্বন্দ্ব-বিরোধ শুরু হবে। মদিনা থেকে জনৈক ব্যক্তি মক্কায় গমন করবে। মক্কার একদল লোক তাঁকে তার জায়গা থেকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবে এবং হজরে আসওয়াদের সামনে মাকামে ইব্রাহীমের কাছে তাঁর আনুগত্যের শপথ নিবে। (সুনানে আবু দাউদ ৫/৯৪, আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২০)। তখন তিনি নিরাসক্তভাবে তাঁর প্রতি এই আনুগত্যের শপথ গ্রহন করবেন। তুমি যদি এই ক্ষণ প্রত্যক্ষ কর, তাহলে তুমিও তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহন করবে কারন আকাশ ও পৃথিবীতে তিনি হলেন ইমাম মাহদী (আঃ) (আল সুয়ুতী, মাহদীর নিদর্শন, পৃষ্ঠা-৩৫)।

"ইমাম মাহদী (আঃ), যিনি ফাতিমা (আঃ) এর বংশের হবেন; তাঁকে মক্কায় আনয়ন করা হবে এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ প্রদান করা হবে"

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৫২/৫৩)।

তারা তাঁকে পুনরায় মক্কায় দেখতে পাবে এবং বলবে, আপনার পিতার নাম, তার পিতার নাম ইত্যাদি, আপনার মাতার নাম, তার মাতার নাম ইত্যাদি। আপনার মধ্যে এই নিদর্শন রয়েছে। আপনি একবার আমাদের বঞ্চিত করেছেন, বর্তমানে আমরা আপনার হাত ধরে আনুগত্যের শপথ করছি। এ পর্যায়ে তিনি বলবেন, আপনারা যাকে খুঁজছেন আমি সেই ব্যক্তি নই এবং এই বলে তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন

করবেন। মদিনায় তাঁকে অনেল খোঁজাখুজি করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মক্কায় ফেরত আসবেন। জনতা তাকে রুকুন এর সামনে দেখতে পাবে এবং বলবে, আপনি যদি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহন না করেন এবং আবু সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনীর, তাদের নেতা হাদ্দাম এর হাত থেকে রক্ষা না করেন, যারা আমাদের খুঁজছে, তাহলে আমাদের মৃত্যুর সকল দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে এবং আমাদের গুনাহর ভাগীও আপনাকে হতে হবে। তখন ইমাম মাহদী (আঃ) রুকুন এবং মাকামে ইব্রাহীমের মাঝামাঝি স্থানে হাত তুলে তাদের শপথ গ্রহন করবেন (আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠাঃ৩৯-৪০)।

রক্তপাত, বিবাদ ও সংঘাতের সময় ইমাম মাহদী (আঃ) নিজ বাসগৃহে অবস্থান করিবেন। এসময় জনগন তাঁর কাছে এসে বলবে, আপনি আমাদের জন্য কিছু করুন। তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানাবেন, পরবর্তীতে তাঁকে মৃত্যভয় দেখানো হবে; তখন তিনি এই দায়িত্ব গ্রহন করতে সম্মত হবেন (ইবনে আবে সায়বা,পৃষ্ঠাঃ৫৩; আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৫২/৫৩)।

সুরা ইউসুফে উল্লেখিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ)কে মিশরের রাজা (ফারাও) তার সততা, ন্যায়বিচার, জ্ঞান ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মন্ত্রীর পদ প্রদান করে তার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করবেন।

"যখন সে (মিশরের রাজা) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাথে কথা বলে ঘোষনা করলেন যে, আজ থেকে আপনি আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত ও নীতিবান হিসাবে প্রমানিত (সুরা ইউসুফ, আয়াতঃ ৫৪)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর পরিচিতি কোথায় পাওয়া যাবেঃ

জনতা তাকে রুকুন এর সামনে দেখতে পাবে এবং বলবে, আপনি যদি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহন না করেন এবং আবু সুফিয়ানের সৈন্যবাহিনীর, তাদের নেতা হাদ্দাম এর হাত থেকে রক্ষা না করেন, যারা আমাদের খুঁজছে, তাহলে আমাদের মৃত্যুর সকল দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তাবে এবং আমাদের গুনাহর ভাগীও আপনাকে হতে হবে। তখন ইমাম মাহদী (আঃ) রুকুন এবং মাকামে ইব্রাহীমের মাঝামাঝি স্থানে হাত তুলে তাদের শপথ গ্রহন করবেন (আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠাঃ৩৯-৪০)

"হজরে আসওয়াদের সামনে মাকামে ইব্রাহীমের কাছে তাঁর আনুগত্যের শপথ নিবে"(সুনানে আবু দাউদ ৫/৯৪, আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২০)।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর নামঃ

"হে লোকসকল! এটা স্থির নিশ্চিৎ যে আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন অত্যাচারী, মুনাফেক ও তাদের অনুসরনকারীদের! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তোমাদের নেতা নির্বাচিত করেছেন; যিনি মক্কায় অবস্থান করছেন। তাঁর নাম আহম্মদ বিন আবদুল্লাহ। তোমরা তাঁকে অনুসরন কর এবং তাঁর নেতৃত্ব মেনে নাও"

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩১)

এ বিষয়ে পবিত্র আল কুরআনে অলংকারিক নাম সম্বলিত আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে, "এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাহার সুসংবাদদাতা। (সুরা ছফ, আয়াতঃ ৬)

আকাশ থেকে যে গায়েবী আওয়াজে রেডিও/ টেলিভিশনের মাধ্যমে মাহদী (আঃ) এর আগমনের বিষয়টি ঘোষনা করা হবেঃ

এ অবস্থা বজায় থাকবে ততক্ষন, যতক্ষন না আসমান থেকে এমন কেহ নেমে আসবে ও বলবেন, "হে জনগন! এখন থেকে তোমাদের নেতা মাহদী (আঃ)"

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-২৪)।

- "যখন আকাশ থেকে এই আওয়াজ ভেসে আসবে, "সত্য আলে মোহাম্মদ (দঃ) এর সাথেই রয়েছে", মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হবেন"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩৩)।
- "যখন পূর্ব দিগন্তে তিন অথবা সাত দিন ব্যাপী আগুন দেখা যাবে, তখন আলে মোহাম্মদ এর জন্য প্রত্যাশা করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় আসমান থেকে মাহাদী (আঃ) এর নাম উচ্চারিত হবে, পূর্ব ও পশ্চিমে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল এলাকা বা অঞ্চলের সবাই তা শুনতে পাবে"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩২)।
- "আসমানী গায়েবী আওয়াজে বলা হবে, "সত্য আলে মোহাম্মদ (দঃ) এর সাথেই আছে" এবং মাটি থেকে এই আওয়াজ আসতে থাকবে-"সত্য আলী, আল-ই-ইসা এবং আব্বাস এর সাথে সাথে আছে"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩৩)।
- "যখন নিরীহ লোক মারা যেতে থাকবে ও তার ভাই মক্কায় মারা যাবে, আসমান থেকে গায়েবী আওয়াজে বলা হবে, "তোমাদের নেতা হলেন ইমাম মাহদী (আঃ), যিনি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবেন"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩৫)।
- "দ্বন্দ্ব-সংঘাত এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে মনে হবে এর যেন কোন শেষ নেই। সবশেষে আসমান থেকে গায়েবী এই আওয়াজ শোনা যাবে, "মাহদী (আঃ) তোমাদের নেতা, ইহাই মহাসত্য"। এই আওয়াজ তিনবার শোনা যাবে"(আল হায়তামী, পৃষ্ঠা-৫৫)।

এই হাদীসমূহে এই বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যে, আসমান থেকে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাবের কথা ঘোষনা করা হবে। অন্য কথায় জনগন এ বার্তা এমনকি রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমেও পেয়ে যাবে। এই ঘোষনা সকলের কাছে পৌঁছে যাবে, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে। কার্যত, সকল সমাজের সকল ভাষার মানুষ তাদের স্ব স্ব ভাষায় এই ঘোষনাটি শুনতে পারবে।

"একটি শক্তিশালী আওয়াজ আকাশ থেকে নাযিল হবে, সবাই তা স্ব স্ব ভাষায় শুনতে পাবে" (আল সুয়ুতী,পৃষ্ঠা-৩৭)

বর্তমানে প্রত্যেকেই রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট সুবিধা ভোগ করতে পারে। তাই এই ঘোষনা /বার্তা পৃথিবীর সকল ভাষার মানুষের কছে পৌঁছে যাবে।

হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর ইমামতিতে নামাজ আদায় করবেনঃ

"আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর পিছনে নামাজ আদায় করবেন"(আল হায়তামী, পৃষ্ঠা-২৫)

জেরুজালেমে ইমাম মাহদী (আঃ) যখন তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতে যাবেন, তখন হযরত ঈসা (আঃ) , ইমাম মাহদী (আঃ) কে ঈমানদারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। হযরত ঈসা (আঃ) ইমাম মাহদী (আঃ) এর কাঁধে হাত রেখে বলবেন, "এ নামাজে ইমামতি করার জন্য আপনি নির্দেশিত" । তখন হযরত ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য ঈমানদারদের ইমাম মাহদী (আঃ) এর ইমামতিতে ফজরের নামাজ আদায় করবেন (হাজর আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২৫)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ইসলামের মূল্যবোধ প্রবর্তন করবেনঃ

হাদীসসমূহের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর শাসনকালে কারো নাক কাটা যাবেনা, কারো কোন রকম ক্ষতি করা হবেনা এমনকি কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করাও হবেনা। তিনি এমনভাবে ধর্মীয় জ্ঞান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবেন যার ফলে ধর্মবিরোধী সকল প্রকার আন্দোলন ও ক্ষতি যা ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তার অস্তিত্বই থাকবেনা। অর্থাৎ তিনি ইসলামের নৈতিক মান ও মূল্যবোধ সমুন্নত এবং প্রবর্তন করবেন।

- "ইমাম মাহদী (আঃ) শান্তিতে হাঁটবেন" (মোহাম্মদ ইবন আবদ আল রাসূল বারজানজি, আল ইসাহ ফি আশরাত আসসাহ্, পৃষ্ঠা-১৬৬)
- "মাহদী (আঃ)এর সময়ে কাউকে ঘুম থেকে জাগানো হবেনা এবং কারো নাকও কাটা যাবেনা"(আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৪২)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সার্বিক ইসলামী নৈতিক সমাজ চালু করবেনঃ

হাদীসে এ সম্বন্ধে বর্নিত আছে, ইমাম মাহদী (আঃ) ইসলাম ধর্মে যে সকল কুসংস্কার ও সামাজিক আনাচার যোগ করা হয়েছে তার মূলোৎপাটন করবেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী লোকদের পরিচালনা করবেন। তিনি নবীদের সময়ে যে মত ও প্রথা চালু ছিলো তা হুবহু প্রবর্তন করবেন।

- "ইমাম মাহদী (আঃ) সেই ধর্ম অনুসরন করবেন, যা আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময়ে তিনি পালন করতেন। ইমাম মাহদী (আঃ) পৃথিবীকে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক বিরোধ অপসারন করবেন। একমাত্র প্রকৃত ও সঠিক ধর্ম ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায় বা ধর্মের অস্তিত্ব থাকবেনা"(বারজানজী আল ইসায়াহ,পৃষ্ঠাঃ ১৮৬-৮৭)।
- "ইমাম মাহদী (আঃ) কোন নাস্তিক্যতাবাদ বিদ্যমান রাখবেন না"(আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৪৩)
- "ইমাম মাহদী (আঃ) সকল প্রকার নাস্তিক্যতাবাদ ও খোদাদ্রোহীতা পৃথিবী থেকে অপসারন করবেন। তিনি আখেরী জমানায় সেই সকল ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করবেন ঠিক যেমনটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জমানায় করছিলেন"(বারজানজী আল ইসায়াহ,পৃষ্ঠাঃ ২৭)
- "রাসূল (সাঃ) যেভাবে প্রথম দিকে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেছিলেন, অনুরুপভাবে ইমাম মাহদী (আঃ)ও আখেরী জমানায় ঐ দায়িত্ব পালন করবেন"(আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২৭)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর ইস্তাম্বুল বিজয়ঃ

- আল্লাহ তা'আলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের জন্য ইস্তাম্বুল বিজয় দান করিবেন। তিনি তাদের মধ্যে থেকে সকল প্রকার দুঃখ এবং অসুস্থতা দুর করে দিবেন (কেয়ামতের আলামত; পৃষ্ঠাঃ১৮)।
- মাটি/পৃথিবী তাঁর আদেশ মান্য করবে, আল্লাহ তা'আলা ইমাম মাহদী (আঃ) কে ইস্তাম্বুল বিজয় দান করে অনুগ্রহ করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কোন রকম পারস্পরিক আলোচনা বা পূর্ব পরিচিতি না থাকা সত্ত্বেও শত শত লোক ইমাম মাহদী (আঃ) এর খোঁজ করতে থাকবে। এ রকম ৩১০ জন জ্ঞানী ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবেন তারা কি খোঁজ করছে? তারা বলবেন, আমরা ইমাম মাহদী (আঃ) এর খোঁজ করছি, যিনি এই অশান্তি ও মতবিরোধের অবসান ঘটাবেন ও ইস্তাম্বুল জয় করবেন। কারন আমরা তাঁর পিতামাতার নাম এবং সেনাবাহিনীর পরিচয় জানতে পেরেছি (কেয়ামতের আলামত; পৃষ্ঠাঃ ৪০)।

ইমাম মাহদী (আঃ) ইস্তাম্বুল ও দায়লাম পাহাড় বিজয় করবেন (আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-২৭)

পৃথিবীর জন্য কোন সময় এমনকি একটি দিনও যদি অবশিষ্ট না থাকে, আল্লাহ তা'আলা সেই দিনটিকে এমনভাবে বিস্তৃত করে দিবেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) যেন দায়লাম পাহাড় ও ইস্তাম্বুলের মালিক হয়ে যান (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৭৪)

ইমাম মাহদী (আঃ) ঐ সময়ে উপস্থিত থাকবেন যখন কোন খিলাফতের অস্তিত্ব থাকবেনাঃ

- য"খন তাঁর আগমন ঘটবে, তখন পৃথিবীতে খলিফা নাম লেখার মত কোন ব্যক্তি থাকবেনা"(আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠাঃ ৩৫)
- "যে বছরে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে, তখন সবাই একত্রে হজ্ব পালন করবেন, কিন্তু তাদের কোন ইমাম থাকবেনা"(আমর বিন শুয়ায়েব আল হাকিম ও নুয়াম ইবন হাম্মাদ)
- "জনগন ইমাম ছাড়া হজ্বব্রত পালন করবে"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৩৫)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর পতাকাঃ

তিনি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উলের পতাকাসহ আত্মপ্রকাশ করবেন। পতাকাটি হবে চতুষ্কোনবিশিষ্ট, অসেলাইকৃত, কালো, যার মধ্যভাগে একটি উজ্জ্বল স্থান রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ওফাতের পর থেকে যে পতাকাটি আর খোলা হয়নি, ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময়ে সেই পতাকাটিই খোলা হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর পতাকার বৈশিষ্ট্যঃ

ইহা একপ্রকার স্থির নিশ্চিৎ বিষয় যে, আখেরী জমানায় জনৈক ব্যক্তি, যাকে ইমাম মাহদী (আঃ) নামে আখ্যায়িত করা হবে, যিনি পশ্চিমের সর্বশেষ দূরবর্তী স্থান থেকে আগমন করবেন, তার সাহায্যকারী ৪০ মাইল হেঁটে তার কাছে হাজির হবেন। তাঁর পতাকা হবে সাদা এবং হলুদ,ডোরাকাটা এবং এতে মহান আল্লাহর নাম অঙ্কিত থাকবে। তার পতাকার অধীনস্থ কোন দলই পরাজিত হবেনা। "আল্লাহর প্রতি আনুগত্য" মাহদী (আঃ) এর পতাকায় লেখা থাকবে।তাঁর পতাকা সম্পর্কিত বর্ননা ছাড়াও হাদীসে ইমাম মাহদী (আঃ) যে শহরে তাঁর পতাকা প্রতিষ্ঠিত করবেন, সেই শহরটি হল "ইস্তাম্বুল" - মর্মে বর্নিত আছে।

ইস্তাম্বুল অবরোধের সময়ঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ফজরের নামাজের অজু করার সময় তাঁর পতাকা ঐ শহরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ঐ সময় সমুদ্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পানি তাঁর থেকে দূরে সরে যাবে। তখন তিনি তার জন্য উন্মুক্ত পথে অগ্রসর হয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে উঠবেন (আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠা-৫৭)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর কর্মকান্ডে লজ্জা অথবা নিষ্ঠুরতার কোন স্থান থাকবেনাঃ

নবীদের পুস্তকসমূহে দেখতে পাওয়া যায় যে, নিষ্ঠুরতা অথবা লজ্জা ইমাম মাহদী (আঃ) এর কর্মকান্ডে কোন স্থান বা ভূমিকা রাখবেনা (আল সুয়ুতী, পৃষ্ঠাঃ২১)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) হযরত জুলকারনাইন (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ) এর পদ্ধতিতে বিশ্ব শাসন করবেনঃ

পবিত্র কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জুলকারনাইন (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ) ইসলামী মূল্যবোধ ও বিধিবিধানের আলোকে বিশ্ব শাসন করতেন। হাদীস শরীফে উল্লেখিত আছে, এই দুই পয়গম্বরের শাসনের আদলে ইমাম মাহদী (আঃ) বিশ্ব শাসন করবেন।

পৃথিবীর রাজা হওয়ার কৃতিত্ব মাত্র চার জন ব্যক্তির ভাগ্যে জুটেছে; তন্মধ্যে দুই জন ঈমানদার এবং অপর দুইজন অবিশ্বাসী তথা কাফির। ঈমানদারদের মধ্যে হযরত জুলকারনাইন (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং কাফিরদের মধ্যে নমরূদ এবং বখতিনছর। আমার আহলে আল বায়াতের [ইমাম মাহদী (আঃ)] মধ্যে হবেন পঞ্চম রাজা, যিনি বিশ্ব শাসনের অধিকারী হবেন (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-১০)

অন্যান্য নবীদের কাছে নাযিলকৃত ঐশী গ্রন্থে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর বৈশিষ্ট্যঃ

পবিত্র তৌরাত ও ইনযিল কিতাবে ইমাম মাহদী (আঃ) এর বৈশিষ্ট্য ও আগমনের নিদর্শনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে এভাবেঃ

"নবীদের কাছে নাযিলকৃত কিতাবে আমি দেখেছি, নিষ্ঠুরতা বা লজ্জার কোন কাজ ইমাম মাহদী (আঃ) এর আমলে ঘটবেনা"(আল হায়তামী, পৃষ্ঠাঃ৪৭)

পবিত্র কুরআনে আলঙ্কারিকভাবে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছেঃ

"আমরা জাবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে আমার সৎকর্মশীল বান্দারা এই পৃথিবীর রাজত্বের উত্তরাধিকারী হইবে"। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম চিন্তাশীলরা বলেন, হযরত ইমাম বাকের (রাঃ) এবং ইমাম জাফর সাদিক (রাঃ) "সৎকর্মশীল" বলতে ইমাম মাহদী (আঃ) ও তাঁর সহযোগী/ সহকর্মী তথা সাহাবীগনকে বুঝাইয়াছেন (আল হুসাইনী আল সিরাজী, পৃষ্ঠাঃ ১১৩)

পুরাতন এবং নতুন বাইবেলে উল্লেখিত আছে যে, জেসির (হযরত দাউদ (আঃ) এর পিতার নাম) বংশধারায় এক সত্য প্রকাশিত হবে। এর শাখা থেকে একটি ফল আত্মপ্রকাশ করবে, যার মধ্যে আল্লাহর রূহ বিকশিত হবে। যার মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি, উপদেশ, শক্তি এবং খোদাভীতি বিদ্যমান থাকবে। তিনি খোদাভীতিতে আপ্লুত থাকবেন। তিনি চর্মচক্ষু দিয়ে যা দেখা যায় তার ভিত্তিতে বিচার কাজ সম্পাদন করবেন না, অথবা যা কানে শুনা যায় সেই অনুযায়ী বিষয়াদির সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন না, বরং ন্যায়নীতির সাহায্যে বিচার করবেন, পৃথিবীতে দরিদ্রদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি পৃথিবীকে তাঁর মুখের ভাষায় রুপদন্ড দিয়ে আঘাত করবেন। তিনি তাঁর ঠোঁটের নিশ্বাসের মাধ্যমে দুষ্ট এবং অসৎ ব্যক্তিকে হত্যা করবেন। ন্যায়নীতি এবং বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমর বন্ধন ও বেষ্টনী। নেকড়ে এবং মেষশাবক এক সাথে থাকবে; একটি ক্ষুদ্র মানবশিশুও তাদেরকে পরিচালনা তথা খেদিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। গরু এবং ভালুককে একসাথে খাওয়ানো যাবে; তাদের বাচ্চারা একই সাথে পাশাপাশি শুয়ে থাকবে। সিংহ ষাঁড়ের মত খড় খাবে; গোখরা সাপের গর্তের পাশে মানব শিশু নির্ভয়ে খেলা করবে। বাচ্চা শিশু নির্ভয়ে হিংস্র সাপের (ভাইপার) বাসায় হাত ঢুকাবে। এদের কেহ কারো কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবেনা। এই পৃথিবী মহাপ্রভুর জ্ঞানে পরিপূর্ন থাকবে, ঠিক যেমন সমুদ্র পানিতে পরিপূর্ন থাকে (ইসায়াঃ ১-৯)।

একটি প্রেমের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, দাউদ (আঃ) এর বংশের একজন মানুষ এতে আরোহন করবে, যিনি বিচার কার্য ন্যায়পরায়নতা ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন করবেন (ইসায়া ১৬;৫)।

যখন তুমি যুদ্ধ এবং যুদ্ধের গুজব শুনবে, তখন তুমি ভয় পেওনা। ইহা অবশ্যই সংঘটিত হবে, কিন্তু বিষয়টি শেষ হতে আরো সময় লাগবে। হাতি হাতির বিরুদ্ধে, রাজত্ব রাজত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করবে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ঘন ঘন ভয়াবহ ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ হতে থাকবে। এগুলি প্রসব বেদনার সূচনা মাত্র (মার্ক ১৩; ৫-৮)।

ফেরেশতাগন ইমাম মাহদী (আঃ) কে সাহায্য করবেনঃ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর সেনাপতিরা মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবেন। তাঁর সাহায্যকারীরা ইয়ামেন দামেস্কের অধিবাসী। তাঁর সম্মুখে থাকবেন হযরত জিবরাইল (আঃ), পিছনে থাকবেন হযরত মিকাইল (আঃ)। পৃথিবীর সর্বত্র নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বজায় থাকবে। মাত্র কয়েকজন মহিলা কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়া হজ্বব্রত পালন করতে পারবেন (আল হায়তামী, পৃষ্ঠা-৪৭)।

"আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিন হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন"(আল হায়তামী, পৃষ্ঠা-৪১)।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) এবং হযরত মিকাইল (আঃ) ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাহায্যকারীদের অন্যতম হবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী হবেন।

পবিত্র কুরআন ঘোষনা করে যে, সত্যিকার মুমিন বান্দাদেরকে ফেরেশতারা সাহায্য করে থাকে। উদাহরনস্বরুপ বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ফেরেশতার মারফতে সাহায্য করেছিলেন।

- "তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং, মুমিন বান্দাদের অবিচলিত রাখ"(সুরাঃ ৮, আয়াতঃ ১২)।
- "স্মরন কর, যখন তুমি মুমিনদিগকে বলিতেছিলে, ইহা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন"(সুরা আল ইমরান; আয়াতঃ ১২৩)।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর জন্য কিছু লোক রাস্তা তৈরী করবেঃ

"পূর্বদিক থেকে আগত কিছু সংখ্যক লোক ইমাম মাহদী (আঃ) এর রাজত্বের ক্ষেত্র প্রশস্ত করবে"

ইমাম মাহদী (আঃ) এর রাজত্বের জন্য পূর্বদিক থেকে আগত এক জনগোষ্ঠী সহায়তা প্রদান করবে। তারা জেরুজালেমে অবতরন করবে এবং ইমাম মাহদী (আঃ) এর রাজত্বের ক্ষেত্র প্রশস্ত করবে।

আসহাবে কাহাফ ইমাম মাহদী (আঃ) কে সহায়তা করবেঃ

"আসহাবে কাহাফের সদস্যরা ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাহায্যকারী হবেন"

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৫৯)

ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবেনঃ

তিনি সাত বছর স্থায়ী হবেন, কিন্তু তাঁর প্রতিটি বছর ২০ বছরের সমপরিমান হবে।

হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর এক বছর সাধারন লোকের ২০ বছরের সমপরিমান হবে। তিনি দীর্ঘমেয়াদী কার্যসমূহ অতি দ্রুত সময়ে সম্পাদন করবেন।তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি সকল সমস্যার দ্রুত এবং যুক্তিসঙ্গত স্থায়ী সমাধান করবেন।

প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদকুলের প্রতি ইমাম মাহদী (আঃ) এর ভালোবাসা থাকবেঃ

যখন ইমাম মাহদী (আঃ) যখন শুকনো ডাল রোপন করবেন, তা অতি দ্রুত সবুজ পাতায় ভরে যাবে (আল হায়তামী, পৃষ্ঠাঃ ৪৩)। ইমাম মাহদী (আঃ) মৃত চারাগাছ রোপন করলেও তা অতি সত্বর সবুজ পাতায় ভরে যাবে (আল হায়তামী, পৃষ্ঠাঃ৪৩)। তিনি বনের পশুদের ভালোবাসবেন, অনুরুপভাবে তারাও তাঁকে ভালোবাসবে (আল হায়তামী,পৃষ্ঠাঃ ৫৭)। ইমাম মাহদী (আঃ) ইঙ্গিত করলে একটি উড়ন্ত পাখিও তাঁর নির্দেশে তাৎক্ষনিকভাবে মাটিতে পড়ে যাবে (আল হায়তামী, পৃষ্ঠাঃ ৪৩)।

পৃথিবীর মানুষ, আকাশের অধিবাসী, সকল বন্যপ্রানী, পাখি এমনকি সমুদ্রের মৎস্যও তাঁর রাজত্বকে অনুমোদন করবে এবং ভালোবাসবে (আল হায়তামী, পৃষ্ঠাঃ ৩১)

১৯৯৭ - ১৯৯৯ সাল সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনসমূহঃ

মাহদী (আঃ) এর আগমনের নিদর্শন সম্পর্কিত একটি হাদীসে বর্ননার প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছেঃ

"৯৫তম বছর পর্যন্ত জনগন সম্পদশালী থাকবে", অন্যকথায় ঐ সময় পর্যন্ত তাদের অবস্থা ভালো থাকবে। তাদের মালামাল ধ্বংস হতে থাকবে ৯৭ ও ৯৯তম বছর থেকে। এখানে (হাদীসে) ৯৫তম বছর বলতে সম্ভবতঃ ১৯৯৫ সালের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৯৯৫ সাল পর্যন্ত জনগনের সার্বিক অবস্থা ভালোই ছিলো। অর্থাৎ জীবন ধারনের উপযোগী সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তিও অপেক্ষাকৃত সহজ ছিলো। এরপরই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ১৯৯৯ সালে মারমারা অঞ্চলসহ সমগ্র তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটে।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বোধগম্যতার ক্ষমতাঃ

তাঁকে এই কারনে ইমাম মাহদী(আঃ) বলা হয়ে থাকে কারন তাঁর কাছে এমন গুপ্ত ক্ষমতা আছে যা আর কারো কাছে নেই। ইবনে আল আরাবী ইমাম মাহদী (আঃ) এর ৯টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেনঃ

১. তিনি দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন;

২. তিনি কুরআন (ঐশী কিতাব) সার্বিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করবেন;

৩. তিনি কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ জানবেন;

৪. তিনি যাদের নিয়োগ করবেন তাদের অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাকবেন;

৫. তিনি ক্রোধাক্রান্ত হলেও তিনি দয়াময় ও ন্যায়পরায়ন;

৬. তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রাণী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন;

৭. তিনি যে কোন বিষয়ের জটিলতা ও সূক্ষ্মতা সহজেই বুঝবেন–এ ধরনের গুনাবলী ও জ্ঞানসম্পন্ন নেতা তাঁর সিদ্ধান্তে কখনো ভুল করতে পারেন না। মাহদী (আঃ) তাঁর তুলনামূলক জ্ঞানের মাধ্যমে কিভাবে ভুল পরিহার করা যায় তা জানতে পারবেন, কারন তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ ঐশী প্রজ্ঞা বা গুহ্য জ্ঞানের তথা ইলমে লাজুনীর মাধ্যমে প্রদান করবেন। অর্থাৎ তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়ত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।এ কারনেই রাসূল (দঃ) বলেছেন, "মাহদী (আঃ) আমাকে অনুসরন

করবেন, তাই তার কাজে কোন ভুল থাকবেনা"। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, মাহদী (আঃ) তাঁর নিজস্ব কিছু নয়, বরং ইসলামী শরীয়তই বাস্তবায়ন করবেন।

৮. তিনি জনগনের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে স্বয়ং সম্যক অবহিত থাকবেনঃ যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যান্যদের পরিবর্তে তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, তাই তিনি জনগনের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনীয়তা একজন আদর্শ নেতার মত অনুধাবন করতে পারবেন। অর্থাৎ, তিনি ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, বরং জনগনের স্বার্থেই কাজ করবেন। যদি কোন নেতা জনগনের স্বার্থ বাদ নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে থাকে তাহলে তাকে নেতার পদ থেকে অপসারন করাই উত্তম, কারন সেক্ষেত্রে তার সাথে একজন সাধারন লোকের কোন পার্থক্য থাকেনা।

৯. তিনি তাঁর সমসাময়িককালের সকল গুপ্তজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে থাকবেন বিধায় যে কোন সমস্যার তিনি তাৎক্ষনিক সমাধান দিতে সমর্থ হবেন (শেষ বিচারের দিনের নিদর্শন, পৃষ্ঠাঃ ১৮৯)।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর সময়কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি হবেনঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) সন্ধ্যাকালে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পতাকা, জামা, তরবারী চিহ্ন, আলো ও সুন্দর বচন নিয়ে হাজির হবেন।তিনি পবিত্র ভূমির সকল ধন-সম্পদ, সেই পবিত্র সিন্দুক, তৌরাত কিতাব (যা পাথরের উপর লিখিত অবস্থায় ছিল,Ten commandants) আদম (আঃ) এর জামা, সোলায়মান (আঃ) এর সিংহাসনের বিশেষ নিদর্শনাদি, বনি ইসরাইলদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ দস্তানা (আল হায়তামী, পৃষ্ঠাঃ ৩৩)।

ইমাম মাহদী (আঃ) লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবেনঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) রাত্রে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকবেন এবং দিনের বেলায় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবেন।

হযরত ইমাম মাহদী(আঃ) বহু অসুবিধা এবং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেনঃ

আল্লাহর সকল নবী (সাঃ) ও রাসূল (দঃ) অবিশ্বাসী ও কাফেরদের সতর্ক করার জন্য যখন ধর্মপ্রচার করতেন, তখন বেঈমান কাফেররা তা মানতে অস্বীকার করতো এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে আক্রমন ও হেনস্থা করতো, তাদের নামে কুৎসা রটাতো।হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও অনুরুপভাবে বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা এবং আক্রমনের শিকার হবেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, মাহদী(আঃ) আমাদেরই একজন, আমার পরিবারের সদস্য। আল্লাহ আমাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পার্থিব জীবনের চেয়ে আখেরাতের জীবনই অধিক পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তাই আমার পরিবারের সদস্যগন অবশ্যই কষ্ট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। আমার ওফাতের পর কষ্ট ভোগ করতে হবে, তাদের কাউকে নির্যাতন ও হত্যা করা হবে (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-১৪)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এ পরিস্থিতিকে হাদীসে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

"হযরত ইমাম মাহদী(আঃ) নবী (সাঃ) এর পতাকাসহ আবির্ভূত হবেন, যখন জনগন দুঃখ,কষ্ট, বিপর্যয় ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর আগমনের আশা পরিত্যাগ করছিল। এমন পর্যায়ে তিনি দুই নামাজ চক্রঅতিবাহিত হওয়ার পর জনগনের কাছে গিয়ে বলবেন,"হে জনগন! উম্মতে মুহাম্মদী (দঃ) এর উপর পর্যায়ক্রমে দুঃখ-দুর্দশা, বিপর্যয় নেমে এসেছে বিশেষ করে আমাদের, আহলে বয়াতদের উপর।আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ ও পরাজিত করে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়েছে"

(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-৫৫)।

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, মাহদী (আঃ) ইস্তাম্বুল জয় করবেন। এই বিজয়ের পূর্বে তাঁর সহকর্মীরা অনেক কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হবেন, এবং পরে বিজয়ী হবেন।

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাদের জন্য ইস্তাম্বুল বিজয় দান করবেন। তিনি তাদের রোগ, অসুস্থতা ও দুঃখ,কষ্ট ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করবেন"(শেষ বিচারের দিনের নিদর্শন, পৃষ্ঠা-১৮১)।

পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখিত আছে যে, অনেক নবী ও পয়গম্বর (দঃ) এর বাণী জনগন প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদেরকে পাগল, জাদুকর ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে তাদেরকে মারধর ও অমানুষিক নির্যাতন করতো। এসকল নবী-রাসূল এ ধরনের পরিস্থিতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মোকাবেলা করে বিশ্বে অনুপম আদর্শের নিদর্শন স্থাপন করেছেনঃ

- "...তোমার পূর্বেও অনেক নবীরাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য্য ধারন করিয়াছিল(৬-৩৪)।
- "..তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিচ্ছ আমরা অবশ্যই তাতে ধৈর্য্য ধারন করবো.."(১৪;১২)।
- "অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করে বললো যে, সে তো শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল"(৪৪;১৮)
- "এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই রাসূল (সাঃ) আসিয়াছেন উহারা তাহাদিগকে বলিয়াছে, তুমি তো এক জাদুকর, নাহয় এক উম্মাদ"(৫১;৫২)।
- ফিরাউন তাহার পরিষদবর্গকে বললো, "তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যদেরকে ইলাহ রূপে গ্রহন কর তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব"(২৬;২৯)।
- "হে মুমিনগন! মূসা (আঃ) কে যাহারা ক্লেশ দিয়াছিল তোমরা তাহাদের মত হইওনা"(৩৩;৬৯)
- তাহারা বলিল, "ইহার জন্য একটি মঞ্চ তৈরী কর। অতঃপর ইহাকে (হযরত ইব্রাহীম আঃ কে) জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর"(৩৭;৯৭)
- "নিদর্শনাবলী দেখার পর উহাদের মনে হইল যে, তাহাকে (হযরত ইউসুফ আঃ কে) কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করিতেই হইবে"(১২;৩৫)।
- কাফেররা যখন কুরআন শ্রবন করে তখন উহারা যেন উহাদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে (মুহাম্মদ সাঃ কে) আছড়াইয়া ফেলবে এবং বলবে, "এ তো এক পাগল"(৬৮-৫২)।

ইমাম মাহদী (আঃ) এক অলৌকিক সিন্দুক আনয়ন করিবেনঃ

মহান আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাইলদের যে সিন্দুকখানি দান করেছিলেন গোপন আমানতদি সংরক্ষনের জন্য, ইমাম মাহদী (আঃ) antioch নামের এক গুহা থেকে সে সিন্দুকটি নিয়ে আসবেন

- তিনি anhoch নামের গুহা থেকে পবিত্র সিন্দুক আনয়ন করবেন (নুয়াম ইবন হাম্মাদ, কিতাব আল ফিৎনা)
- তিনি anhoch নামের গুহা থেকে পবিত্র সিন্দুক আনয়ন করবেন (আল হায়তামী, আল কাওল আল মুখতাছার, পৃষ্ঠাঃ ৫৪)।

তিনি সিফর (আবজাদ) সংখ্যাতত্ত্বের তথা Numerology এর গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবগত থাকবেনঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) সংখ্যাতত্ত্বের গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান অবগত থাকবেন।

“কেহ কেহ বলে থাকেন সংখ্যাতত্ত্বের গুপ্তজ্ঞান সম্বলিত পুস্তকটি মাহদী (আঃ) এর আগমনের সাথে সম্পর্কিত। ইমাম মাহদী (আঃ) আখেরী জমানায় আবির্ভূত হবেন এবং তিনি ‘সিফর’ সংখ্যা বিজ্ঞানের রহস্য ও জ্ঞান অবগত থাকবেন। এই গুপ্তজ্ঞান নবী (সাঃ) এর পূর্ব থেকেই বিশ্বে চালু ছিলো বলে বলা হয়ে থাকে”(মাহদীবাদ ও ইমাম মাহদী, পৃষ্ঠাঃ ২৫২)।

ইমাম মাহদী (আঃ) কে পর্যবেক্ষন ও পাহারা দেওয়া হবেঃ

যখন দজ্জালের আগমন ঘটবে, মুসলমানদের একজন (ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিরোধিতা করবেন। দজ্জালের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী মাহদী (আঃ) এর গতিবিধি পর্যবেক্ষন করবে ও তাঁর কার্যে বাধা প্রদান করবে (সহীহ মুসলিম)।

একটি হাদীসের প্রথম দিকে বর্ননা করা হয়েছে যে, দজ্জালের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী ইমাম মাহদী (আঃ) এর গতিবিধি অনুসরন এবং পর্যবেক্ষন করবে। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে পূর্বেও অনেক নবী (আঃ) এর গতিবিধি শত্রুবাহিনী কর্তৃক অনুসরন ও পর্যবেক্ষন করা হয় এবং তাহাদেরকে নিয়ন্ত্রন করা চেষ্টা করা হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “ এতো এমন একজন ব্যক্তি যাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছ। সুতরাং তোমরা ইহার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর (সুরা আল মুমেনুন,আয়াতঃ২৫)।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারনা পরিচালনা করা হবেঃ

একটি হাদীসে আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন, ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিরুদ্ধে সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন প্রকৃতপক্ষে তাঁকে অধিকতর শক্তিশালী করবে।

যখন একজন ঈমানদার (মাহদী আঃ) দজ্জালকে দেখে বলবে, “হে লোকসকল! এই হচ্ছে সেই দজ্জাল যার কথা আমাদের নবী (সাঃ) বলেছিলেন। তখন দজ্জাল তাৎক্ষনিকভাবে তার লোকদের বলবে, একে ধর, উপুড় করে শোয়াও এবং আঘাত কর”। ইমাম মাহদী (আঃ) কে আঘাত করার পর তাঁর পেট এবং পিঠ চওড়া হতে থাকে। তখন দজ্জাল তাঁকে দুই হাত ও পা ধরে দূরে ছুড়ে ফেলবে। লোকে মনে করবে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে বেহেশতের বাগানে ফেলে দেওয়া হয়েছে (মেহদীবাদ ও ইমামত;পৃষ্ঠাঃ ৪০)

এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মাহদী (আঃ) এর পেট ও পিঠ এ প্রহারের ফলে তাঁর পেট এবং পিঠ বড় হয়ে যাবে। এই হাদীসের সূত্র ধরে “মাহদীবাদ ও ইমাম মাহদী(আঃ)” পুস্তকের লেখক বলেন যে, মাহদী (আঃ) এর সুনাম এবং মান মর্যাদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবে দজ্জালের অনুসারীরা তাঁর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারনা পরিচালনা করতে থাকবে। আলোচ্য বর্ননা, ইমাম মাহদী (আঃ) এর সুনাম ও মর্যাদা হানি করার জন্য এই ধরনের প্রচারনা চালু করা হবে। রাসূল (দঃ) এর সময়ে ইসলামের শত্রুরা কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতিদের সাহায্যে রাসূল তথা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারনা পরিচালনা করতো। তারা রাসূল (দঃ) এর সাথে শত্রুভাবাপন্ন আচরন করতো এবং মেলা ও হাটবাজারে তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালাতো - রাসূল (দঃ) কে তারা কখনো পাগল, কখনো জাদুকর ইত্যাদি নামে অভিহিত করতো। আখেরী জমানায়ও অনুরুপভাবে দজ্জালের অনুসারীরা ইমাম মাহদী (আঃ) এর মর্যাদা ও সম্মান ক্ষুন্ন করার জন্য তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ ও নেতিবাচক প্রচারনা পরিচালনা করবে।

এই হাদীসে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর জীবনের প্রথম দিকে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম, কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইমাম মাহদী (আঃ) এর সব দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পরই কেবল সেই স্বর্নালী যুগের আগমন ঘটবে, যখন মুসলমানদের জীবন নিরাপত্তা, আরাম আয়েশ, প্রাচুর্য্যে ভরে যাবে এবং যার ভিত্তি হবে প্রেম, ভালোবাসা, দয়া, শান্তি, একতা ইত্যাদি।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর কয়েকজন ভাই থাকবেনঃ

তার মাত্র কয়েকজন ভাই থাকবে (রিসালাত আল মাহদী, পৃষ্ঠাঃ ১৬১)

ইমাম মাহদী (আঃ) দুই বার অদৃশ্য হয়ে যাবেনঃ

আবু আবদুল্লাহ হুসাইন ইবন আলী বর্ননা করেন যে, নবী (সাঃ) বলেছেন, তিনি (মাহদী আঃ) দুইবার অদৃশ্য হয়ে যাবেন। প্রথমবার তিনি এত দীর্ঘ সময়ের জন্য অদৃশ্য হবেন যে লোকে বলবে তিনি মৃত্যুবরন করেছেন। অন্যরা বলবে তিনি অন্য কোথাও চলে গেছেন। যারা তাঁকে ভালোবাসবে বা অন্য কেহই তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কিছুই জানবেনা, শুধুমাত্র তাঁর নিকটতম সেবকরাই এ সম্পর্কে জানতে পারবে (আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী)

ইমাম মাহদী (আঃ) কোনটি আইনসঙ্গত এবং কোনটি বেআইনী সে সম্পর্কে অবগত থাকবেনঃ

হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন নিদর্শনবলে লোকে মাহদী (আঃ) কে চিনতে সক্ষম হবে। তিনি জবাব দেন, মাহদীর হৃদয়ের সরলতা ও মর্যাদা এবং কোন বিষয় আইনসঙ্গত ও কোনটি বেআইনী তা হৃদয়ঙ্গমের ক্ষমতা দেখে বা বুঝে (ফেরাইদু ফেভাইদি ইল ফিকর, ইমাম মাহদী আল মুনতাজার)

মাহদী (আঃ) এর অতি উন্নত নৈতিক মূল্যবোধঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) এর নৈতিক মান ও মূল্যবোধ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নৈতিক মূল্যবোধের সমপর্যায়ের হবে। ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পূর্নরুপে আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রান হবেন। ভদ্রতা ও আচার-আচরনে ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাথে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গভীর মিল থাকবে (বারজানজী,আল ইসাহ, পৃষ্ঠাঃ ১৬১)।

"আমার এক পুত্রের আবির্ভাব ঘটবে, যার আচরন, স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্নরুপে আমার মতই হবে"(আল মুত্তাকী আল হিন্দী, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহাদী, পৃষ্ঠা-২১)।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। "একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত যে তোমাকে অতি উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করা হয়েছে। অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (সুরা আল কলম-৪)।

ঈমানদারগন মাহদী (আঃ) এর চরিত্রকে তাদের জন্য আদর্শ হিসেবে গ্রহন করবেঃ

তিনি ঐশী গুনাবলীতে গুনান্বিত হবেন। তিনি ঈমান বিষয়ক জ্ঞান ও অনুকরনীয় নৈতিক চরিত্র আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত হবেন (রিসালাত আল মাহদী, পৃষ্ঠাঃ ১৮১)।

পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছে যে, রাসুল (সাঃ) কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুনাবলী দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে, যা প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য অনুকরনীয়।

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে, এবং আল্লাহকে অধিক স্মরন করে, তাহাদের জন্য রাসুলাল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে সর্বোত্তম আদর্শ (৩৩-২১)।

তিনি অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধাঃ

দিন ও রাত্রির এই রাজত্ব ততদিন পর্যন্ত সমাপ্ত হবেনা, যতদিন পর্যন্ত না আমার বংশের তথা আমার পরিবারের এমন একজন সদস্য আবির্ভূত না হবে; যিনি সহজেই চূড়ান্ত অব্যবস্থা, অস্থিরতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত দূর করবেন। তিনি কোনপ্রমেই, এমনকি মৃত্যুর ভয় থাকা সত্ত্বেও এই মহৎ কাজ থেকে বিরত থাকবেন না (আল সুয়ুতী, মাহদীর নিদর্শন, পৃষ্ঠাঃ ১৩)।

মাহদী বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহন করবেন। তিনি তাঁর সংগ্রাম ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখবেন যতদিন পর্যন্ত না জনগন আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

ইমাম মাহদী (আঃ) তার হিসাব নিকাশে অত্যন্ত তৎপর থাকবেন এবং কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হবেন না। তিনি যদি তাঁর পথে পাহাড়ও দেখতে পান তবে তিনি তা ধ্বংস করে হলেও তাঁর চলার গতি অব্যাহত রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী রাসূলদের (সাঃ)উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মর্যাদার ও সাহসের কথা পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে বর্ননা করেছেনঃ "অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর" (সুরা হিজর, আয়াতঃ৯৪)।

"সুতরাং, তুমি কাফিরদের আনুগত্য করিও না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদের সহিত প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া যাও"(সুরা ফোরকান, আয়াতঃ৫২)। "যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎ কার্য করিয়াছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে"(সুরা আল ইমরান, আয়াতঃ১৭২)।

আল্লাহর জন্য ইমাম মাহদী (আঃ) এর মনে থাকবে প্রচন্ড ভয় এবং শ্রদ্ধাঃ

পাখীর ডানা ঝাপটানোর মত ইমাম মাহদীর আল্লাহর প্রতি ভয় এবং শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকবে।

ইমাম মাহদী (আঃ) অত্যন্ত দয়ালু হবেনঃ

মাহদী (আঃ) এত দয়ালু ও সহানুভূতিসম্পন্ন হবেন যে তাঁর আমলে কোন ব্যক্তির নাক কাটা হবেনা। মাহদীর চরিত্রের অন্যতম নিদর্শন হল দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। দোষী ব্যক্তিদের প্রতিও মাহদী চরম পর্যায়ের সহিষ্ণুতা ও দয়া প্রদর্শন করবেন।

ইসলাম ধর্ম রক্ষায় ইমাম মাহদী (আঃ) এর অসাধারন শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষা থাকবেঃ

হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর সংরক্ষনশীল মনোভাবও খুব শক্তিশালী হবে। তিনি দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সকল বক্তব্যের জবাব দিবেন এবং সকল প্রকার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এমনকি ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও তাঁকে মর্মাহত করবে।

ইমাম মাহদী (আঃ) কারো কাছে ঋণী থাকবেন নাঃ

মাহদী (আঃ) আমার গোত্রের হবে, সে আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা কারো কাছেই ঋণী থাকবেনা। তিনি শুধু আল্লাহর কাছেই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) কারো কাছে তাঁর প্রয়োজনীয়তার কথা বলবেন নাঃ

হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন উপায়ে (নিদর্শন দেখে) মাহদী (আঃ) কে চেনা যাবে? তিনি উত্তর দেন, জনগন তাঁর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে, কিন্তু তিনি তাঁর অভাব কাউকে প্রকাশ করবেন না (ফেরাইদু ফেভাইদুল ফিকর)।

মাহদী (আঃ) এর দায়িত্বভার গ্রহনঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) ক্ষমতাসীন হয়ে সকল ধরনের দায়দায়িত্ব পালন করবেন এবং গরীব এবং সাহায্যপ্রার্থীদের সব ধরনের অভাব অভিযোগ পূরন করবেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর সরলতাঃ

হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কিভাবে মাহদী (আঃ) কে চেনা যাবে? এর প্রত্যুত্তরে হুসাইন বলেন, তাঁর হৃদয়ের সরলতা ও মর্যাদার মাধ্যমে তাঁকে চেনা যাবে। তিনি ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্যকারী জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে সত্য এবং ধর্মকেই প্রাধান্য দিবেনঃ

তিনি আক্রমনকারীদের পরিবর্তে সত্য এবং ন্যায়ের পথে অবস্থান গ্রহন করবেন। তিনি নিষ্ঠুর এবং অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনকারীদের সম্পদ তার প্রকৃত মালিকের কছে হস্তান্তর করবেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর পবিত্রতাঃ

বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সময় একজন আবির্ভূত হবেন, তার নাম হবে মাহদী। তিনি নিষ্পাপ এবং অপার সৌন্দর্যের অধিকারী হবেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর দয়া ও বদান্যতাঃ

আখেরী জমানায় এমন এক খলিফা আসবেন, যিনি জনগনকে অগনিত অর্থ ও সম্পদ দান করবেন। অর্থাৎ তিনি হিসাব করে দান করবেন না।

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক নেতার আবির্ভাব ঘটবে যিনি গুনে গুনে সম্পদ দান করবেন না। যখন কেহ তাঁর কাছে কোন সম্পদ চাইবে, তখন তিনি বলবেন, গ্রহন কর। তখন এত বেশী সম্পদ দেওয়া হবে যে সেই ব্যক্তি সম্পদ গ্রহন করার জন্য তার জামা ছিড়ে তা পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে সেই সম্পদ গ্রহন করবে"

ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময় এবং স্বর্নালী যুগের আগমনঃ

রাসুল (দঃ) এর হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, এমন এক যুগের আগমন ঘটবে যখন ইসলামী মূল্যবোধই বিশ্বকে শাসন করবে। এসব হাদীসের বর্ননানুযায়ী সেই সময়কে "স্বর্নালী যুগ" বা "সুখের রাজত্ব" বা "আনন্দের রাজত্ব" হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে।জনগন এতই আনন্দিত ও সুখে সময় কাটাবে যে, একটি হাদীসের বর্ননা আনুযায়ীঃ কিভাবে সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে তা তারা অনুসরন করতে পারবেনা। তারা আল্লাহর কাছে শুধু এই প্রার্থনাই করতে থাকবে যেন এই সময় কখনো শেষ না হয়, আর তারা এই সুখ ও আনন্দের সময়কে আরো ভালভাবে ব্যয় করতে পারে।

অন্য একটি হাদীসে এই স্বর্নালী যুগের বর্ননা দেওয়া হয়েছে এইভাবেঃ শিশুরা চাইবে যেন তারা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, বুড়োরা চাইবে যেন তারা আবার যুবক হয়ে যায়। ভালো মানুষরা আরো অধিক ভালো হয়ে যাবে, এমনকি দুষ্ট মানুষদের প্রতিও সদাচারন করা হবে।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আমলে হবে অদৃশ্যপূর্ব প্রাচুর্য্যঃ

- আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন হবেন ইমাম মাহদী(আঃ)। জনগন তাঁর কাছে এসে বলবে, "হে মাহদী (আঃ)! আমাকে কিছু দান করুন। আমাকে কিছু দান করুন"। মাহদী (আঃ) তাকে এত বেশী পরিমান সম্পদ দান করবেন যে, "সে তার গায়ের জামা খুলে তা দিয়ে সেই সম্পদ গ্রহন করবে"(হাদীসে তিরমিযী)
- "আমার সম্প্রদায় থেকে মাহদী (আঃ) আগমন করবেন। তাঁর সময়ে জনগন এমন সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকবে যে, তার দশ ভাগের এক ভাগও এখন পর্যন্ত কেউ দেখে নাই বা কল্পনা করতেও পারে নাই। জমিন সম্পুর্নরুপে তার দান খুলে দেবে এবং প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হবে"(হাদীসে ইবনে মাজাহ)।
- "সেই সময়ে আমার সম্প্রদায়ের ভালো ও মন্দ সবাই এমন সৌভাগ্যশালী হবে, যা কেহ কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। কেহ একটি দানা গম বপন করলে ৭০০ দানা গম পাবে"(শেষ বিচারের আলামত)।

মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতদের হৃদয় তিনি সম্পদ ও ন্যায় বিচার দিয়ে ভরে দিবেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যাবে যে ঘোষনা করা হবে যে, "অভাবী কেহ আছো কি? এখানে আস। একজনের বেশী লোক আসবে না"। সাহায্যপ্রার্থী আগমন করলে ইমাম মাহদী (আঃ) তাকে কোষাধ্যক্ষের কাছে সম্পদের জন্য যেতে বলবেন। যখন সে কোষাধ্যক্ষের কাছে যাবে, তখন তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করা হবে। তখন সাহায্যপ্রার্থী মনে করবে যে সে এক হতভাগা, কারন আর কেহ সম্পদ নিতে আসেনি। তখন সে কোষাধ্যক্ষের কাছে ফিরে গিয়ে তার প্রাপ্ত সম্পদ ফেরত দিতে চাইবে। কিন্তু কোষাধ্যক্ষ তখন বলবে, "আমরা যা দান করি তা ফেরত নেই না" (আল সুয়ুতী, মাহদী (আঃ) এর আগমনের আলামত)।

"তাঁর সময়ে নদীর স্রোতধারা বৃদ্ধি পাবে। মাহদী (আঃ) তাদের সম্পদ ফিরিয়ে আনবেন" (আল হায়তামী, পৃষ্ঠাঃ ৩৫)।

এটা স্থির নিশ্চিত ব্যাপার যে তাঁর সময়ে সম্পদের পরিমান সমুদ্রের পানির মত বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তা গ্রহন করার মত লোক থাকবেনা। জমিন সোনা, রুপা ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী উদ্গীরন করবে (শেষ বিচার দিবসের আলামত, পৃষ্ঠাঃ ১৯৭)।

সেখানে শুধু সম্পদই বিরাজ করবেঃ

আমার সম্প্রদায় হতে মাহদী (আঃ) আগমন করবেন। আল্লাহ তা'আলা জনগনকে সম্পদশালী করার জন্য মাহদী (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। জনগন সৌভাগ্যশালী হবে, পশুকূল প্রচুর খাবে ও পান করবে, ভূমি ফল-ফসলাদি প্রচুর পরিমানে ঢেলে দেবে এবং বেশী বেশী সম্পদ দান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইমাম মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দুর করাবেন এবং তিনি দামেস্কে অবতরন করবেন। ইমাম মাহদী (আঃ) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতদের হৃদয় সম্পদ দিয়ে পূর্ণ করবেন এবং তাঁর ন্যায় বিচার তাদেরকে ঘিরে রাখবে।

ইমাম মাহদী(আঃ) সম্পদ বিনা গননায় দান করবেনঃ

আখেরী জমানায় একজন খলিফা আগমন করবেন, যিনি কোন রকম গননা ছাড়া সম্পদ দান করবেন। "তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক নেতা আবির্ভূত হবেন, যিনি লোকদের অগনিত সম্পদ দান করবেন। যখন কেহ তাঁর কাছে সম্পদ চাইবে, তিনি এত বিপুল পরিমানে সম্পদ দান করবেন যা তারা গায়ের জামা খুলে তা দিয়ে ব্যাগ বানিয়ে সম্পদ গ্রহন করবে।

"আমার উম্মতদের মধ্যে এমন একজন খলিফা হবে, যে অগনিত সম্পদ বিনা হিসাবে দান করবে"

প্রচুর পরিমানে বৃষ্টিপাত হবেঃ

তিনি এই পৃথিবীকে সম্পদ ও ন্যায়পরায়নতা দিয়ে পূর্ণ করবেন। জমিন প্রচুর পরিমানে ফসলাদি এং আকাশ প্রচুর পরিমানে বৃষ্টি দান করবে।

আমার উম্মতরা অভুতপূর্ব সৌভাগ্যের অধিকারী হবে (ইবন সায়বা, সুয়ুতী, পৃষ্ঠাঃ ৩৫)।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আমলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতরা (ভালো এবং খারাপ) উভয়ই এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হবে যে, যা কেউ কোনদিন দেখে নাই বা কল্পনাও করতে পারে নাই। যদিও প্রচুর পরিমানে বৃষ্টিপাত হবে, কিন্তু তার এক ফোঁটা পানিও অপচয় করা হবেনা। মাটি থাকবে উর্বর, এবং প্রতিটি বীজে গাছ হবে।তাঁর সময়ে আসমান কাউকে বঞ্চিত না করে অকৃপনভাবে অকাতরে সকলের জন্য বৃষ্টি দান করবে। অনুরুপভাবে জমিন তার ফল-ফসলাদি থেকে কাউকে বঞ্চিত করবেনা এবং সকলকে অকাতরে তা দান করতে থাকবে।

- কেয়ামতের যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে, আল্লাহ আমার উম্মতদের মধ্যে থেকে এমন এক লোককে বের করবেন যিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দিয়ে পূর্ণ করবেন, যেমনভাবে বর্তমানে তা নিষ্ঠুরতা এবং অবিচার দিয়ে ভরে আছে (সুনানে আবু দাউদ)।
- মাহদী (আঃ) আমার উম্মতদের একজন। সে পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে যা বর্তমানে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারে পরিপূর্ণ রয়েছে (সুনান ইবনে মাজাহ)।

মাহদী (আঃ) এই পৃথিবীতে আগমনের পর বর্তমান অন্যায় অবিচার ও জুলুমের পরিবর্তে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর সময়ে এ রকম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যে চুরিকৃত সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। এমনকি কেউ যদি কোন চুরি করা সম্পদ তার মুখের মধ্যেও গোপন রাখে তাও সংশ্লিষ্ট মালিককে ফেরত দেওয়া হবে।

সর্বত্র শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় থাকবেঃ

সমগ্র পৃথিবীতে পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকবে। এমনকি কয়েকজন মহিলাদের একটি দলও কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়া হজ্জ করতে সক্ষম হবেন, এতে তাদের নিরাপত্তা কোন ভাবেই বিঘ্নিত হবেনা।পূর্বের সকল অত্যাচার, অনাচার, জুলুম, অবিচারের পরিবর্তে মাহদী (আঃ) এর সময়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন এমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যে, এমনকি ঘুমন্ত ব্যক্তিকেও জাগ্রত হতে হবেনা এবং এক বিন্দু রক্তপাতের ঘটনাও ঘটবেনা। এই পৃথিবী সুখ এবং সমৃদ্ধির যুগে ফিরে যাবে।

জনগন তাঁর কাছে রুকুন এবং মকাম এর মধ্যবর্তী স্থানে বায়াত গ্রহন করবে। মাহদী (আঃ) এমন এক দয়ালু ব্যক্তি হবেন যে তাঁর সময়ে কাউকে ঘুম থেকে জাগ্রত করা হবেনা, কারো নাক কাটা যাবেনা অথবা কোন রক্তপাত হবেনা।

সকল প্রকার মতবিরোধ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটবেঃ

তাঁর সময়কালে একটি গামলা বা পান পাত্র যেমন পানিতে পূর্ণ থাকে, সেই রকম সমগ্র বিশ্ব শান্তি ও ন্যায়বিচার দ্বারা পূর্ণ থাকবে। কারো সাথে কারো কোন প্রকার শত্রুতা থাকবেনা। সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত পৃথিবী থেকে অপসারিত হবে। সকল প্রকার যুদ্ধ, হানাহানি, মারামারি বন্ধ হবে এবং যুদ্ধের বোঝা জনগনের ঘাড় থেকে নেমে যাবে। যুদ্ধ তার সকল প্রকার বোঝা থেকে জনগনকে মুক্ত করবে।

তিনি সকল প্রকার শত্রুতা ও ঘৃনা থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করবেন। বিষাক্ত প্রাণীকুল থেকে বিষ অপসারন করা হবে। এমনকি একটি ছোট্ট শিশুও একটি বিষাক্ত সাপের মুখে হাত দিতে পারবে এবং সাপটি তার কোন ক্ষতি করবেনা। নেকড়ে বাঘও ভেড়ার পালের সাথে পোষা কুকুরের মত আচরন করবে (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

তাঁর সময়ে হিংস্র নেকড়েও ভেড়ার পালের সাথে খেলা করবে, সর্পও কোন প্রকার ক্ষতি করবেনা, একজন ব্যক্তি কয়েক মুষ্টি ফসলের বীজ বুনলে ৭০০ গুন বেশী শস্য পাবে।

সমগ্র বিশ্বে প্রেম ও একতা বিরাজ করবেঃ

আল্লাহ তা'আলা যেমন জনগনকে নাস্তিকতার বিষবাষ্প থেকে আমাদের মাধ্যমে মুক্ত করে তার অংশীদারিত্ব বা শিরকের ভয়াবহ গুনাহ থেকে মুক্ত করবেন এবং ধর্মের মাধ্যমে মানবজাতিকে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন, অনুরূপভাবে ইমাম মাহদী (আঃ)ও মানবজাতিকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন।

"আমার সন্তানদের একজন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (ইমাম মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তার ন্যায়বিচার ও প্রাচুর্য ঈমানদারদের হৃদয় আপ্লুত করবে। তিনি পারসী (ইরানী) ও আরবদের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করবেন"।

জীবন দীর্ঘায়িত হবেঃ

তাঁর সময়ে জীবন দীর্ঘায়িত হবে। যে সকল মূল্যবান সম্পদ সুরক্ষিত স্থানে গচ্ছিত রাখা হবে তা হারিয়ে যাবেনা। দুষ্ট লোকরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসেনা, এমন লোক দুনিয়াতে জীবিত থাকবেনা। জীবন দীর্ঘায়িত হবে এবং মূল্যবান সম্পদাদি যা গচ্ছিত রাখা হবে, তা স্ব স্ব স্থানেই সুরক্ষিত থাকবে, অর্থাৎ চুরি করার মত লোক অবশিষ্ট থাকবেনা।

মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের ঈর্ষা করবেঃ

তাঁর সময়ে ন্যায়বিচার সমাজে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, কবরে শায়িত ব্যক্তিরা জীবিতদের ঈর্ষা করবে। সকল প্রকার জুলুম, নির্যাতন শেষ হয়ে যাবে এবং সমাজ জীবনে এমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যে কবরে শায়িত ব্যক্তিরা জীবিতদের ঈর্ষা করবে। জীবিতরাও আশা করবে, আহা! মৃতরা যদি এ ধরনের ন্যায়বিচার স্বচক্ষে দেখতে পেত! ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনকালে ইসলামিক মূল্যবোধ কিভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে সে প্রসঙ্গে বদিউজ্জামান সাইয়েদ নুয়ামী বর্ননা করেন যে, তিনি তার কবর থেকে এই সুসময় প্রত্যক্ষ করবেন এবং মাহদী (আঃ) কে মোবারকবাদ জানাবেন।আখেরী জমানায় মাহদী (আঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আল্লাহর ইচ্ছায় এমন প্রশংসিত সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করবেন যে আমি কবর থেকে তা প্রত্যক্ষ করবো ও আল্লাহর শুকরানা আদায় করবো।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর চেহারা মোবারকের বৈশিষ্ট্যঃ

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর নৈতিক মূল্যবোধ, তার সংগ্রাম, চারিত্রিক দৃঢ়তা উল্লেখের সাথে সাথে আমাদের নবী (সাঃ) মাহদী (আঃ) এর মুখাবয়ব তথা চেহারা মোবারকের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ননা করেছেন, যাতে তাঁকে দেখা মাত্র লোকসকল তাঁকে চিনতে সক্ষম হয়। পবিত্র আল কুরআনে বর্নিত আছে যে, আহলে কিতাবগণ তাঁকে তাদের নিজের পুত্রের মতই চিনে।

"যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাকে সেরূপ জানে, সেরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগনকে চিনে এবং তাহাদের একজন জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে"
(সুরা আল বাকারা, আয়াতঃ১৪৬)।

আলংকারিক বা রূপকভাবে বলা যায় যে, এই আয়াতে ইমাম মাহদী (আঃ) কে চেনার কথা বলা হয়েছে। যখন তিনি আবির্ভূত হবেন, তখন জনগন তাঁকে চিনতে পারবে, কারন আমাদের নবী (সাঃ) তাঁর সম্পর্কে এত বিস্তারিতভাবে বর্ননা করেছেন যেমন তারা তাদের সন্তানদিগকে চিনে থাকে। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে না চেনার ভান করবে এবং তাঁকে অস্বীকার করবে।

তিনি সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হবেনঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) একজন সুন্দর যুবা পুরুষ, যার আকর্ষনীয় মুখমন্ডল থাকবে। তার চেহারার এই প্রভা তার মাথা ও কালো চুলের উপর দৃশ্যমান হবে (মাহদীবাদ ও ইমামত, পৃষ্ঠাঃ ১৫৩)। তাঁর চেহারা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্তমান হবে।তাঁর চেহারা আকাশের তারার মত উজ্জ্বল হবে। ইমাম মাহদী (আঃ) সুন্দর মুখশ্রী সম্বলিত একজন মাঝারি উচ্চতার মানুষ হবেন। তাঁর চেহারা বা মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতা তার মাথার চুল, দাড়ির মধ্যে দৃশ্যমান হবে, যা তাঁকে প্রচন্ড ব্যক্তিত্বশীল একজন মানুষ হিসাবে প্রতীয়মান হতে সহায়তা করবে।

মাহদী (আঃ) আমার (মুহাম্মদ সাঃ) এর সন্তানদের একজন। তার চেহারা আকাশের নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে। তার সুন্দর মুখশ্রী থাকবে। তার মুখমন্ডলের উজ্জ্বলতা একটি রাজকীয় ভাব সৃষ্টি করবে। তার মুখমন্ডলে এমন অদ্ভুত ধরনের দীপ্তি থাকবে যা আকাশের উজ্জ্বল তারার মত মনে হবে।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য এই ভাষায় বর্ননা করেছেনঃ

"..... এবং ইউসুফকে বলিল উহাদের সম্মুখে বাহির হও। অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন তাহারা তার প্রভাবে অভিভূত হইল এবং নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নহে, এ তো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা!"

(সুরা ইউসুফ, আয়াতঃ ৩১)

তাঁর চুল কালো থাকিবেঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) এর মুখের উজ্জ্বলতা তাঁর মাথার চুলের উপর এবং চুলের রঙ এর উপরে দীপ্তমান হইবে। তাঁর চুল ও দাড়ি কালো হবে।

তাঁর মুখমন্ডলে তিল থাকবেঃ

তিনি ঘন দাড়ি, সামনের দাঁত সমুজ্জ্বল, মুখে তিল এবং প্রশস্ত কপালের অধিকারী হবেন।

ইমাম মাহদী (আঃ) এর ঘাড়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চিহ্ন থাকবেঃ

- "তাঁর ঘাড় মোবারকে রাসূল (সাঃ) এর চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে"
- "তার ঘাড়ে নবী (সাঃ) এর চিহ্ন থাকবে"
- "নবী (সাঃ) এর চিহ্ন তার ঘাড় মোবারকে বিদ্যমান থাকবে"

এ সকল হাদীসের বর্ননানুযায়ী, মাহদী (আঃ) এর চিহ্নসমূহ তার মাঝে বিদ্যমান থাকবে। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন চিহ্ন, যা তাঁর দুই কাঁধের মাঝে বিরাজমান, ইসলামী সাহিত্যে তার বর্ননা করা হয়েছে এভাবেঃ আবু সাইব ইবনে ওয়াজিদ বলেন যে, "আমি তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে নবুওয়াতের সীল দর্শন করেছি।

তাঁর গাত্রবর্ণ বা গায়ের রঙঃ

মাহদী (আঃ) এর গায়ের রঙ আরবদের মত হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে আরবদের গায়ের রঙ লাল ও সাদার মিশ্রন। আমাদের নবী (সাঃ) এর গায়ের রঙও লাল-সাদা মিশ্রিত ছিল। তাঁর গায়ের রঙ এর দৃশ্যমান অংশ ছিলো বাদামীর কাছাকাছি, কারন বাতাস ও সূর্যের তাপে তা এরকম রঙ ধারন করেছিল। ইমাম মাহদী (আঃ) এর গায়ের রঙ আমাদের নবী (সাঃ) এর অনুরুপ হবে, যা বর্ননা করা

হয়েছে এভাবেঃ আনাছ ইবনে মালিক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গায়ের রঙ সম্পর্কে বলেন যে, "তাঁর রঙ ছিল ফর্সা তবে তা বাদামী-সাদা" (ইবনে কাসীব সামায়েল রসূল, পৃষ্ঠাঃ ২৮)।

এই রঙ, যা না বাদামী, না সাদা রঙ, কিছুটা লালচে আভা সম্পন্ন। আল্লাহর নবী (সাঃ) এর গায়ের রঙ এমন ছিল যেন কেহ সদ্য গোসল করলে যেমন কিছুটা লালচে রঙ ধারন করে। এমন একটি রঙ, যা সেই সময়ে কারো ছিলো না। অর্থাৎ তা ছিল উজ্জ্বল সাদার সাথে কিছুটা গোলাপি আভা যুক্ত।

তাঁর সাধারন মুখাবয়বঃ

- "ইমাম মাহদী (আঃ) এর উচ্চতা বনি ইসরাইলের সন্তানদের মত হবে"
- "তার শরীর মোবারক বনি ইসরাইলীদের মত হবে"
- ইমাম মাহদী (আঃ) বনি ইসরাইলদের সন্তানদের মত হবেন। তার আচার আচরন তাদের মত রাজকীয় এবং বুদ্ধিদীপ্ত হবে।

তিনি রাজকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেনঃ

ইমাম মাহদী (আঃ) এর শরীর ইসরাইলীদের মত হবে। তার চেহারা বনি ইসরাইলদের নেতাদের মত হবে। তার বাহ্যিক অবয়ব বনি ইসরাইলী সন্তানদের মত হবে। তার চেহারা দেখে তাকে বনি ইসরাইলীদের সন্তান বলে মনে হবে।

তাঁর উচ্চতাঃ

- "ইমাম মাহদী (আঃ) মাঝারি উচ্চতার ব্যক্তি হবেন"
- "ইমাম মাহদী (আঃ) এর নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যার উচ্চতা হবে মাঝারি ধরনের"

আমরা বিভিন্ন বর্ননা থেকে জানতে পারি যে , ইমাম মাহদী (আঃ) এর উচ্চতা আমাদের নবী (সাঃ) এর অনুরূপ হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ননা করেছেন যে, রাসূল (সাঃ) মাঝারি উচ্চতার লোক ছিলেন। আমরা জানি যে, আরবী "রাবা" শব্দের অর্থ সাধারন বা মাঝারি ধরনের। তবে লম্বা লোকদের দৃষ্টিতে মাঝারি বলতে একটি সীমারেখাকে বুঝিয়ে থাকে। কারন মাঝারি ধরনের উচ্চতা বলতে সাত বিঘত বা আধ হাত অর্থাৎ পূর্ন সাড়ে তিন হাতকে বুঝায় (হাদীসে তিরমিযী, সামায়েল শরীফ)।

তিনি প্রশস্ত শরীরের অধিকারী হবেনঃ

হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাঁর পেট চওড়া বা প্রশস্ত ধরনের হবে। বুক, কপাল, পা এবং উরুর মধ্যবর্তী ফাঁক প্রশস্ত ধরনের হবে। তাঁর কপালের প্রশস্ততার তুলনায় তাঁর মাথা বড় ধরনের হবে।

এসব বর্ননার আলোকে আমরা বলতে পারি যে,

- ইমাম মাহদী (আঃ) এর শরীর প্রশস্ত হবে;
- তাঁর শরীর বিরাট ধরনের হবে;
- তাঁর কপাল পরিচ্ছন্ন থাকবে;
- তাঁর পেট বড় এবং উরুর ফাঁক চওড়া থাকবে;
- তাঁর উরুর দুরত্ব আনুপাতিক হারে বেশী;
- তিনি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর বংশধর হবেন;
- তাঁর পায়ের ফাঁক একটু বেশী হবে।

তাঁর কপাল পরিষ্কার এবং প্রশস্ত হবেঃ

হাদীসে বর্নিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর কপাল পরিষ্কার ও প্রশস্ত হবে। তার মস্তক মোবারক আনুপাতিক হিসাবে বড় ধরনের হবে।

- "মাহদী (আঃ) আমার বংশধারা থেকে হবে। তার কপাল প্রশস্ত বা খোলা"
- "মাহদী (আঃ) আমাদের একজন। তার কপাল মোবারক খোলা/ প্রশস্ত হবে"
- "আল্লাহ আমার বংশে এমন একজন সন্তান প্রেরণ করবেন, যার কপাল প্রশস্ত হবে, যিনি বিশ্বকে ন্যায়বিচার উপহার দিবেন এবং প্রচুর পরিমানে ধন-সম্পদ দান করবেন"

তাঁর পেট বড় হবেঃ

তাঁর কপাল প্রশস্ত, তাঁর পেট প্রশস্ত বা বড় হবে এবং তাঁর উরুর মধ্যবর্তী ফাঁক একটু বেশী থাকবে।

তাঁর উরু দীর্ঘ বা লম্বা হবেঃ

তাঁর উরু দীর্ঘ হবে এবং তাঁর গায়ের রঙ আরবদের মত হবে।

তাঁর চলনভঙ্গীঃ

তাঁর হাঁটার বৈশিষ্ট্য হবে যে, তাঁর দুই উরুর দূরত্ব বেশী হবে অর্থাৎ দুই পায়ের মধ্যবর্তী ফাঁক একটু বেশী বা বড় হবে।

তাঁর বয়সঃ

তিনি যখন দায়িত্বভার গ্রহন করবেন তাঁর তখনকার বয়স সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। যখন জনগন তাঁকে চিনতে পারবে, যখন তাঁকে দেখবে বা তাঁর অনুসারী হবে।

- "তিনি যখন ৩০ থেকে ৪০ বৎসর বয়সী হবেন, তখন তাঁকে পাঠানো হবে"
- "মাহদী (আঃ) আমার সন্তানদের একজন। তখন তাঁর বয়স হবে ৪০ বৎসর এর কাছাকাছি।
- তখন তার বয়স হবে ৪০"

অন্য বর্ননায় আছে যা তাঁর বয়স ৩০-৪০ হবে।

> "মাহদী (আঃ) আমার বংশের একজন হবেন। তার বয়স হবে ৪০ বৎসর। তাঁর চেহারা আকাশের তারার মত উজ্জ্বল হবে"

তাঁর দাড়ি মোবারকঃ

- "তাঁর দাঁড়ি মোবারক হবে ঘন এবং অভিজাত ধরনের"
- "তাঁর দাড়ি হবে ঘন এবং কালো"

তাঁর নাক অত্যন্ত সুন্দর হবেঃ

- "ইমাম মাহদী (আঃ) এর কপাল চওড়া এবং নাক পাতলা বা চিকন ধরনের হবে"
- "তাঁর কপাল হবে পরিষ্কার ও ছোট নাক থাকবে"
- "তাঁর পরিষ্কার কপাল এবং সুন্দর নাক থাকবে"

তাঁর ভ্রুযুগল এবং চক্ষুঃ

- "তাঁর পরিষ্কার কপাল, ছোট নাক ও বড় বড় চক্ষু থাকবে"
- "তাঁর ভ্রুযুগল বাঁকা ধরনের হবে"
- "ইমাম মাহদী (আঃ) এর ভ্রুযুগলের মধ্যে ফাঁক থাকবে"

হাদীসে বর্নিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর ভ্রুযুগলের মধ্যবর্তী ফাঁক ও দুই চোখের মধ্যবর্তী ফাঁক অপেক্ষাকৃত বেশী হবে।

তাঁর দন্ত মোবারকের শুভ্রতা এবং সৌন্দর্যঃ

- "তাঁর দন্ত মোবারক উজ্জ্বল হবে"
- "মাহদী (আঃ) এর ঘন দাঁড়ি থাকবে এবং সামনের দাঁতের পাটি খুবই উজ্জ্বল হবে"

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিষয়টি অধিক আলোচিত হওয়া উচিত, এটা গোপন রাখার বিষয় নয়

মাহদী (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা করা তাঁর আগমনের একটি পূর্বাভাসঃ

১৩ শতকের মুজাহিদ বা সংস্কারক বদিউজ্জামান সাইয়েদ নুসরী তার বিভিন্ন লেখনীতে মুসলমানদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলামিক মূল্যবোধের প্রাধান্যে তাঁর ভূমিকার কথা বর্ননা করেছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা করা সঠিক নয় বা এটা আপত্তিকর। এ ব্যাপারে বদিউজ্জামান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মাহদী বিষয়ক আলোচনা ব্যাপক, বিস্তৃত এবং গোপনে আলোচনার পরিবর্তে প্রকাশ্যে বা জনসমক্ষে আলোচনা করা উচিত।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন সম্পর্কিত সুসংবাদ স্বয়ং মহানবী (সাঃ)বিভিন্ন ভাবে,বিভিন্ন ভাষায় বর্ননা করেছেন, যা আমরা বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে জানতে পারি।কোন একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে বেশী বেশী করে জানা মুসলিম জাতির জন্য বড় একটি সুসংবাদ। সে হবে কুরাইশ বংশের, এবং আমার পরিবারের একজন। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন ঘটবে, সবাই শুধু তাঁর সম্পর্কে কথা বলবে, শুধু তাঁকেই ভালবাসবে এবং মাহদী (আঃ) ছাড়া কিছুই আলোচনা করবে না"(আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী, পৃষ্ঠাঃ ৩৩)। আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন,"যখন ইমাম মাহদী (আঃ) আসবেন, সবাই এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করবেন"। নবী (সাঃ) ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের সম্পর্কিত যে সকল নিদর্শনাদি উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের সময়ে দৃশ্যমান হচ্ছে এবং সবাই মাহদী (আঃ) এর সম্পর্কে আলোচনা করছে।

প্রকৃতপক্ষে যদি কোন বিষয় পরিত্যাজ্য হিসাবে বিবেচিত হত, তাহলে বদিউজ্জামান এটা "গোপনীয়" বলে তার বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করতেন না এবং এটা মুদ্রিত হত না। বদিউজ্জামান তার কোন একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "আমি কোন কোন বিষয় গোপনীয় হিসাবে বিবেচনা করি, এবং সেক্ষেত্রে তার প্রকাশনা নিষিদ্ধ হিসাবে গন্য করি"(বদিউজ্জামান ও তার ছাত্র, বিচার ও আত্মরক্ষা)।

বদিউজ্জামানের মতে,গোপন বিষয় অপ্রকাশিতই থাকবে।কিন্তু ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিষয়টি তার সম্পুর্ন বিপরীত। বদিউজ্জামান এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা প্রকাশ করেছেন, ফলে বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয়েছে। ফলে প্রমানিত হয় যে, এটি গোপন রাখার মত কোন বিষয় নয়। কার্যত এই প্রবন্ধটি মানুষ বছরের পর বছর ধরে পাঠ করছে এবং বিস্তারিত জানছে। তাই বলা যায়, বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশের

উপযুক্ত, এটি গোপন রাখার মত কোন বিষয় নয়।যদিও বদিউজ্জামানের মতামত এবিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট, কিছু সংখ্যক লোক এর সাথে বহু মিথ্যা ও ভ্রান্ত তথ্য যোগ করে এই ভুল ধারনাকে সঠিক বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। বদিউজ্জামানের কোন একটি বক্তব্য এমনি বিভ্রান্তকরভাবে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়েছেঃ

"আমার ভ্রাতৃবৃন্দের দ্বিতীয় ভুলটি হল যে, আমার কিছু অসহায় ভাইদের জন্য তারা একটি মারাত্মক অভিযোগ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটি এমন একটি দল যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত শিষ্য। তারা ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক"।যদিও এ দুটি বিভ্রান্তিকর বিষয় কোনক্রমেই প্রবন্ধে উল্লেখিত বিষয়বস্তু অথবা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হয়নি তবে এটা রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর বিষয় হিসাবে মুদ্রিত হওয়ায় তাঁর সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সময় হতে কোন আধ্যাত্মিক ও মহান কোন ব্যক্তিত্ব ও চিরস্থায়ী সত্য কখনো পার্থিব গুরুত্বহীন পরিচিতি লাভ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে এটা সঠিক হবেনা যে, যে ব্যক্তি আগমন করবেন এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ন কাজ সম্পাদন করবেন–এ ব্যাপারে প্রবন্ধটির অপব্যবহার কোনক্রমেই গ্রহনযোগ্য নয়। তা হবে ক্ষতিকারক এবং প্রকৃত সত্য জানা থেকে ঈমানদারদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। যেহেতু আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত, এর ফলে এমনও হতে পারে নিশ্চিত সন্দেহাতীত বিষয়টিও বিতর্কিত হয়ে পড়বে এবং এমনকি কোন কোন বিচ্ছিন্ন মতামত যা আংশিক সত্য, তাই প্রকৃত সত্য হিসাবে উপস্থাপিত হবে। তাই কঠোর প্রমানিত সত্য ও ঘোর নাস্তিক্যবাদিতা কমজোর ঈমানদারদের মধ্যে দেখা যাবেনা। রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দ ও ধর্মীয় আলেমগন বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবেন, তাই এটা সঠিক হবেনা, যাতে এই প্রবন্ধে বিতর্কিত তথ্য দেওয়া হয়। তাই তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি পুনরুজ্জীবনকারী (সংক্ষেপিত)।

উপসংহার

এই পুস্তকে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। যে সব হাদীসে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের নিদর্শনাদি বর্ননা করা হয়েছে তা পুঙ্খানুপুংখভাবে অনুসন্ধান করেছি। এসব হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আখেরী জমানায় একজন মহামানব আগমন করবেন। তার বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ননা করা হয়েছে যাতে তাঁকে সহজেই চেনা যায়। আমাদের নবী (সাঃ) কিছু কিছু হাদীসে ইমাম মাহদী (আঃ) এর নৈতিক মূল্যবোধ ও তাঁর চেহারা মোবারকের বিস্তারিত তথ্য বর্ননা করেছেন। উদাহরনস্বরুপ বলা যায় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুরূপ হবে। তাঁর খোদাভীতি এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও উচ্চ নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হবেন এবং বিশ্ব মানবতার জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হবেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি হবেন এবং এই দুনিয়া এবং আখিরাতের মুক্তিদূত হিসাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবেন। তাই যখন তিনি আবির্ভূত হবেন, তখন জনগন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁকে অনুসরন করবে। ইবনে আবু সায়বা এবং নাইম ইবনে হাম্মাদ, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে মাসুদ এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, " ইমাম মাহদী (আঃ) বিশ্ব শাসন করবেন। যখন এই পৃথিবী অশান্তি, বিশৃঙ্খলা,দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নির্যাতনে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তিনি আবির্ভূত হবেন এবং পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনবেন। সেই সময়ে যিনি জীবিত থাকবেন (মেয়ে/পুরুষ), তিনিই ইমাম মাহদী (আঃ) এর কাছে আসবেন, যদি বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পথ পাড়ি দিতে হয় তবুও, কারন তিনি ইমাম মাহদী (আঃ), সমগ্র বিশ্বের ত্রানকর্তা (আল সুয়ুতী, মাহদী (আঃ) এর নিদর্শনাবলী, পৃষ্ঠাঃ ১৪)।

আমরা বর্তমানে যে সময় অতিবাহিত করছি, এই ঐতিহাসিক মহা ঘটনা এই সময়ে সংঘটিত হতে যাচ্ছে, আমাদের মহানবী (সাঃ) যার সুসংবাদ আমাদেরকে দিয়েছিলেন। এ কারনেই পৃথিবীর সমগ্র মুসলিম জাতি, যারা ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পর তাঁর সাথে থাকার গৌরব এবং সৌভাগ্য অর্জন করতে আগ্রহী, তারা অবশ্যই এই পুস্তকে প্রদত্ত তত্ত্ব ও তথ্যাদি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবং সতর্কতার সাথে পাঠ করবেন এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় ও পন্থা নির্ধারন করবেন যাতে এই বহু প্রতীক্ষিত মহান ব্যক্তিকে তাৎক্ষনিকভাবে চিহ্নিত করে তাঁকে অনুসরন করে দুনিয়া এবং আখিরাতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়।

এই বিশ্বে মুসলিম জাতিরই তাঁর আগমনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করা এবং তাঁকে সাহায্য ও সহযোগীতা করার সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব অর্পিত আছে। এর মাধ্যমেই ইসলাম তার মূল ধারায় ফিরে আসবে। কুরআনের নৈতিক মূল্যবোধ বিজয়ী হবে। ইমাম মাহদী (আঃ) মুসলিম জাতির ঐক্য ফিরিয়ে আনবেন। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর ঘনিষ্ঠ সহচর হিসাবে তাঁর মহান ও পবিত্র কাজে তাঁকে সমর্থন করা ও সহযোগীতা করা বিশ্বমানবতার জন্য একটি বিরাট আশীর্বাদ ও মর্যাদার বিষয়।

(সমাপ্ত)

বিবর্তনবাদের প্রতারণা

(সংক্ষেপিত)

পরিশিষ্ট

ডারউইনবাদ অথবা বিবর্তনবাদ তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটি ভ্রমাত্মক ও অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, যা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়েছিল কিন্তু সে উদ্দেশ্যে সাধনে এটা ব্যর্থ হয়েছে । এ মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীতে জীবনের সূচনা হয়েছে অজৈব পদার্থ থেকে পর্যায়ক্রমিক দৈবাৎ সংঘটিত ঘটনাবলীর সংমিশ্রনে। এই মতবাদ নানাভাবে নিন্দিত হয় যখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই বিশ্ব ব্রাহ্মান্ড প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তালা সৃষ্টি করেছেন । মহান আল্লাহতালা যিনি এ বিশ্ব অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াদিও এ শৃঙ্খলার আওতাভুক্ত করেছেন । পক্ষান্তরে এ মতবাদের দাবী অনুযায়ী পৃথিবীর প্রাণীকূল আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন নাই বরং দৈবাৎ সেগুলো সৃষ্টি হয়েছে এটা সত্য বলে মেনে নেয়ার কোন সুযোগ নাই ।

আমরা ডারউইনবাদ পর্যালোচনা করে সত্যিই দেখতে পাই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষনায় এ তত্ত্বের কোন ভিত্তি নাই । অজৈব পদার্থের তুলনায় জৈব প্রাণের সৃষ্টি কাঠামো অনেক বেশী জটিল ও অভিনব । উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, অজৈব পদার্থের অনুগুলো কিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। উপরন্তু এ অণুগুলো আবার কিভাবে জটিল কাঠামোর আওতায় প্রাণী জগতে সুবিন্যস্তভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে । আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পাই কি অসাধারণ কৌশল ও প্রক্রিয়ায় এগুলোকে বিন্যাস করা হয়েছে যেমন, প্রোটিন, ক্রোমজম ও এনজাইম প্রভৃতি ।

জীব জগতের এ অসাধারণ কর্মকান্ড পর্যবেক্ষনের পর বিংশ শতকে বিবর্তনবাদ বাতিল বা মিথ্যা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা এ বিষয়টি পুংখানুঙ্খ আমাদের অন্য প্রকাশনা সমূহে পর্যালোচনা করেছি এবং বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে । কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তা এখানেও পুনর্ব্যক্ত করা হলো ।

ডারউইনবাদের পতনের কারণ

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বিবর্তনবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে, এ মতবাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে প্রাচীন গ্রীস দেশে এর উৎস পাওয়া যায় । ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের ঝবন **Origin of Species** প্রকাশিত হওয়র পর এ মতবাদ বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রজাতি আলাদাভাবে যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, এ পুস্তকে ডারউইন এ ধারনার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহন করেন । ডারউইন দাবী করেন সকল প্রজাতি একটি সাধারণ পূর্ব পুরুষ **(Common Ancestor)** থেকে সময়ের বিবর্তনে সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে ।

ডারউইন নিজেই বলেছেন যে, তার এ মতবাদ কোন মজবুত বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং এ তত্ত্ব স্বাভাবিক যুক্তির ক্রমবৃদ্ধির একটি পর্যায়ক্রম ব্যাখ্যা মাত্র ।

প্রকৃতপক্ষে ডারউইন তার পুস্তকের একটি অধ্যায়ে **The Difficulties on Theory** শিরোনামে নিজেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যার কোন উত্তর তার নিজেরই জানা ছিল না । ডারউইন ধারনা করেছিলেন পরবর্তীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে তার অজানা প্রশ্ন সমূহের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে ফলে তার মতবাদকে সমর্থন প্রদান করতে সহায়তা করবে । কিন্তু দুঃখের বিষয় ডারউইনের এ প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ঘটেছে । অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাধনের মাধ্যমে ডারউইনবাদের মূল দাবীগুলোই একের পর এক অবৈজ্ঞানিক ও ভিত্তিহীন হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে ।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ডারউইনবাদ তিনটি শিরোনামে বিভক্ত করে পর্যালোচনা করা যায় তা হলো ঃ

(১) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জীবনের উন্মেষ কিভাবে সংঘটিত হলো তার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করে না।
(২) এ তত্ত্ব অনুযায়ী বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় সংঘটিত ঘটনা সমূহের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ খুজে না পাওয়া।
(৩) প্রাপ্ত জীবাশ্ম প্রমানাদি এ তত্ত্বের ঠিক বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে ।

আমরা এ অধ্যায়ে বর্ণিত শিরোনাম বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো ।

প্রথম অলংঘনীয় বাধা ঃ প্রাণের উৎস

ডারউইনের দাবী অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রাগৈহিতাসিক যুগের প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি মাত্র কোষ থেকে সকল প্রজাতির সৃষ্টির উন্মেষ হয়। কেমন করে একটি মাত্র কোষ থেকে লক্ষ লক্ষ জটিল প্রজাতি সমূহ সৃষ্টি হতে পারে, আর যদি হয়েই থাকে তার কোন জীবাশ্ম প্রমাণ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে না পাওয়ার কারণই বা কি এর সদুত্তর এ মতবাদের ভিতর পাওয়া যায় না । কিন্তু এ সমস্ত আলোচনার পূর্বে আমরা প্রথমেই বিবর্তনের আলোচ্য সময়কালটা কখন এবং কিভাবে এই প্রথম কোষের আবির্ভাব ঘটে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো । বিবর্তনবাদ যেহেতু সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কোন আধিভৌতিক সত্ত্বার বা শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাই এ মতবাদ দাবী করে যে, প্রথম কোষটি কোন প্রকার পরিকল্পনা বা শৃংখলার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নাই বরং তা হঠাৎ করে প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী স্বতঃস্ফুর্তভাবে এটা অস্তিত্বে এসে যায় । অন্য কথায় এ মতবাদের দাবী অনুযায়ী অজৈব পদার্থ থেকে এ প্রাণী কোষ অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে । এ ধারনা জীব বিজ্ঞানের মৌলিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিধায় তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ।

জীবন থেকে জীবন আসে

ডারউইন তার পুস্তকে জীবনের উৎস সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি । তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক উন্নতি অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকার কারণে তিনি ধারনা করেছিলেন প্রাথী জগত অতি সরল কাঠামোর সৃষ্টি। মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রজাতি সমূহের স্বতঃস্ফূর্ত জন্ম তত্ত্ব মতবাদ অনুযায়ী ডারউহনও বিশ্বাস করতেন অজৈব পদার্থ থেকে দৈবাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জীবনের বিকাশ ঘটে থাকে এবং তিনি এ ধারনা তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বেও ব্যবহার করেন । সেই সময়কার সাধারণ বিশ্বাস ছিল খাদ্য দ্রব্যের উচ্ছিষ্ট থেকে বিভিন্ন কীটের জন্ম হয়ে থাকে বা গম থেকে পোকা সৃষ্টি হয়। এ ধারনা প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। বস্তার উপর গমের কিছু অংশ রেখে দেওয়া হতো ধারনা করা হতো কিছুক্ষন পর এখানে উকুন বা পোকা সৃষ্টি হবে । মাংসের উপর পোকার ডিমের অস্তিত্বকে অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণের সঞ্চারের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা হতো । যদিও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে মাংসের উপর পোকার ডিম স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরী হয় না বরং পরিবাহিত লার্ভা যা খালি চোখে দেখা যায় না, তা থেকে ডিমের সৃষ্টি হয়ে থাকে ।

ডারউইন যখন তার এ পুস্তক **The Origin of Species (১৮৫৯)** লিখেন তখন পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকদের সাধারণ ধারনা ছিল যে, অজৈব পদার্থ থেকে জীবানু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে । ডারউহনের এ পুস্তক মুদ্রনের মাত্র ৫ বৎসরের মধ্যে ফরাসী জীব বিজ্ঞানী **LOUIS PASTEUR** বিবর্তনবাদের মূল ভিত্তি ভুল প্রমাণ করেন । দীর্ঘ গবেষনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর **LOUIS PASTEUR** বলেন, অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণের সঞ্চার হয় এ ধারনা চিরদিনের জন্য কবরে প্রোথিত করা হলো । ডারউইনবাদীরা পাস্তরের এ মতবাদ প্রচারে দীর্ঘদিন যাবত বাধা দিয়ে আসছিলেন । কিন্তু এটা বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীব জগতের কোষের জটিল কাঠামো অবধারিতভাবে প্রমাণিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাণের উন্মেষ ঘটে এ তত্ত্ব তা বাতিল হিসাবে গণ্য হয় ।

বিংশ শতকে অপেশাদারী সংগ্রাম

বিংশ শতকে রাশিয়ার বিখাত জীব বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদী **Alexandar Oparin** সর্বপ্রথম জীবনের উৎস সম্পর্কে গবেষনা শুরু করেন । ১৯৩০ দশকে বেশ কিছু মতবাদে **Oparin** জীবনের সূচনা দৈবাৎ হয় মর্মে দাবী করতে থাকেন । তবে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অবশ্য তিনি নিজেই তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, পুরো বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যে কোষের উৎসের বিষয়টি সবচেয়ে অন্ধকার (দুর্বলতম) দিক বা অংশ ।

বিবর্তনবাদী বৈজ্ঞানিকরা জীবনের উৎস সম্পর্কে সমাধান পাওয়ার লক্ষে **Oparin** এর তত্ত্ব অনুযায়ী গবেষনা চালিয়ে যান । এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন আমেরিকার রাসায়নবিদ **Stanley Miller**, তিনি ১৯৫৩ বিজ্ঞানাগারে/গবেষনাগারে গ্যাস, শক্তি, পৃথিবী সৃষ্টির আদিম অবস্থান ও কিছু জৈব অণু (এমিনো এসিড) মিশ্রিত করে প্রোটিন সৃষ্টির চেষ্টা করেন । এই গবেষনার ব্যর্থতা সেই সময় বিবর্তনবাদের সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত । যে আবহাওয়ায় এ গবেষনা পরিচালনা করা হয় পৃথিবীর বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল মর্মে পরবর্তীতে জানা যায় । দীর্ঘ নীরবতার পর খভররনক্ষ স্বীকার করেন, যে পরিস্থিতি ও আবহাওয়ায় এ গবেষনা পরিচালনা করা হয়েছিল তা প্রকৃত অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলনা ।

জীবনের উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার এ প্রচেষ্টা পুরো বিংশ শতক ধরে চলতে থাকে এবং যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৯৮ সালে বিবর্তনবাদী সাময়িকী **EARTH H SCIPPS Institute, SAN Diego, Hl Geo Chemist, Geffery Ada** তার এক প্রবন্ধে এ সত্য প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন ঃ

আমরা বর্তমানে বিংশ শতকে বসবাস করছি । আমরা এখনও সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি তাহলো পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ কিভাবে সম্ভব হলো?

জৈব কাঠামোর জটিলতা

বিবর্তনবাদীদের প্রাণের উৎসের অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন এ কারণেই উত্থাপিত হয় যে, সাধারণভাবে সবচেয়ে সরল প্রকৃতির প্রাণী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, সে সব প্রাণীর জৈব কাঠামো অবিশ্বাস্যভাবে জটিল। মানব জাতি যত বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে তার চেয়ে একটি জীবন্ত কোষ অনেক বেশী জটিল । তাছাড়া পৃথিবীর সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষনাগারেও একটি জীবন্ত কোষ তৈরী করা সম্ভব নয় ।

একটি কোষ সৃষ্টির জন্য যেসব পরিস্থিতি ও শর্ত প্রয়োজন তা কোনক্রমেই দৈবাৎ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়না। প্রোটিন সৃষ্টি ও কোষ নির্মানের বিভিন্ন অংশ একই সাথে দৈবাৎ একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ৫০০ এমিনো এসিড সৃষ্ট হওয়ার ৯৫০ বারে একবার মাত্র । অংক শাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী ১০৫০ এর মধ্যে ১ হলে তা বাস্তবে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব । উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, **DNA** অণু যা নিউক্লিয়াস এর মধ্যে অবস্থান করে । এই **DNA** এর মধ্যে মানুষের জন্ম বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত থাকে । মানুষের **genetic code** যদি কাগজের উপর লিখা হয় তাহলে ৫০০ পৃষ্ঠার ৯০০ বই হবে । **DNA** সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত তথ্য হলো এটার প্রতিরূপ হিসাবে কাজ করতে হলে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন বা এনজাইমের প্রয়োজন হয়। এগুলো শুধু তখনই **DNA** এর কোড এর মাধ্যমেই কার্যকর হয় । এটা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । তাই এদের প্রতিরূপ হওয়ার জন্য একই সাথে উপস্থিতি প্রয়োজন হয় । এ কারণেই পৃথিবীকে প্রাণের উৎস সম্পর্কিত অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় ।

১৯৯৪ সালের অক্টোবর, **Scientific American** সাময়িকীতে সান ডিয়াগো ক্যার্লিফোনিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর **Leslie orge** লিখেছেন ঃ

প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড উভয়েরই কাঠামোগত প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির তাই এ দুটি একই সমতালে বিক্রিয়া করে নতুন সৃষ্টির বিষয়টি কার্যত অসম্ভব । তাছাড়া এ দুটির একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্বও অসম্ভব । ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে কাউকে এ ধরনের সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবেই যে, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে প্রাণ কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি বা উদ্ভুত হয় নাই ।

বিবর্তনবাদের কল্পিত কাঠামো

ডারউইন তত্ত্বের দ্বিতীয় দুর্বল দিক যার মাধ্যমে তত্ত্বটি বাতিল প্রমাণিত হয় তাহলো, ডারউইনবাদ প্রমাণের জন্য বিবর্তনবাদী পদ্ধতি হিসাবে যে দুটি মতবাদ উত্থাপিত হয় বাস্তবিকপক্ষে তার মধ্যে কোন বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়াই নাই ।

ডারউইন তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করে উপস্থাপন করেছেন । এই প্রক্রিয়াকে তিনি এতই গুরুত্ব প্রদান করেছেন যা তার পুস্তকের নাম করনের মাধ্যমেই বোঝা যায়, - **The Origin of Species, By means of Natural Selection.**

এটা এই ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত যে প্রকৃতিতে প্রজাতি সমূহের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যে সংগ্রাম হয়ে থাকে তাতে শক্তিশালী যারা তারা প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের সংগে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয় এবং টিকে থাকে বা এ সংগ্রামে জয়ী হয় । উদাহরন স্বরূপ বলা হয় যে, যখন কোন হরিণের দল হিংস প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন যে হরিণটি সবচেয়ে দ্রুত দৌড়াতে সক্ষম হয় সেই বেঁচে থাকে । এভাবে এ হরিণের দলটি দ্রুত বিচরন শক্তিশালী হরিণদের সমন্বয়ে গঠিত হবে । কিন্তু তাই বলে এই প্রক্রিয়ায় হরিণগুলো বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ঘোড়ায় পরিণত হয় না । এ কারণেই বিবর্তনবাদের এ কর্ম পদ্ধতির মধ্যে কোন বিবর্তনবাদী শক্তি নিহিত নাই । ডারউইন তার তত্ত্বের এ দুর্বল দিক সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন, তিনি নিজেই স্বীকার করে তার **The Origin of Species** পুস্তকে বলতে বাধ্য হয়েছে অনুকূল ও ব্যতিক্রমধর্মী পরিবর্তিত পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে প্রাকৃতির নির্বাচন কোন ভূমিকাই রাখতে সক্ষম হয় না ।

ল্যামার্কের প্রভাব

তাহলে কিভাবে এই ব্যতিক্রমধর্মী পরিবর্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব । তদানীন্তন সেকেলে সীমিত বিজ্ঞানি ল্যামার্ক, ফরাসী জীববিজ্ঞানী জ্ঞান দিয়ে ডারউইন, ল্যমার্ক এর তত্ত্বের মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সচেষ্ট হন। তিনি ডারউইনের পূর্বে এক মতবাদ প্রচার করেন । তিনি দাবী করেন, প্রাণী জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত শারীরিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট সমূহ পরবর্তী প্রজন্মে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে এবং এ ধারা বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকে । ল্যমার্ক এর ধারনা অনুযায়ী জিরাফ এমন একটি প্রাণী, যা হরিণ থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় তার গলা বংশ পরম্পরায়

সংগ্রামের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে বর্তমানে তার লম্বা গলা দিয়ে লম্বা গাছের পাতা খেতে সক্ষম হচ্ছে ।

ডারউইন তার - **The Origin of Species** পুস্তকে এ ধরনের আরো উদাহরন পেশ করেছেন। যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন কিছু সংখ্যক ভালুক খাদ্যের সন্ধানে পানিতে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে তিমিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বিংশ শতকে **MENDEL** প্রাণী জগতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বংশ বিজ্ঞান বিষয়ক মতবাদ প্রচার ও প্রমাণ করেন তার মাধ্যমে এ সকল তথাকথিত অর্জিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর সম্পর্কীয় কল্পকাহিনী বাতিল ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবেচিত হয় । এ কারণে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কর্ম পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায় ।

নব্য ডারউইনবাদ ও এর সংশোধন

ডারউইনবাদীরা এ অবস্থা থেকে উত্তোরনের লক্ষে একটি আধুনিক সিনথেটিক মতবাদ বা নব্য ডারউইনবাদ প্রচার শুরু করে, যা ১৯৩০ দশকের শেষভাগে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে । এবার তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে "ব্যতিক্রমধর্মী অনুকুল পরিস্থিতির" বা পরিবর্তনশীলতার কারণ অথবা প্রাণীর ক্রুবীজঞ্জ ঘটিত ত্রুটি বা দোষ যা রেডিয়েশন বা ডুপ্লিকেশন ভুলের জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে মর্মে দাবী করেন । বর্তমানে ডারউইনবাদী এই নতুন মডেল অনুযায়ী নব্য ডারউইনবাদ কার্যকর হিসাবে বিবেচনা করে এর সমর্থন করে থাকেন । এ তত্ত্ব অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ প্রজাতি জন্মগত ত্রুটি বা পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে । সময়ের বিবর্তনে জটিল প্রক্রিয়ায় এসব প্রাণীতে কান, চোখ, ফুসফুস, ডানা সৃষ্টি হচ্ছে । কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য যা এ মতবাদকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেয় তাহলো ঃ পরিবর্তনশীলতা প্রাণী জগতের বিকাশ ঘটায় না বরং তা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করে- এর সহজ কারণ হচ্ছে **DNA** অতি জটিল কাঠামো, এতে সামান্য পরিবর্তন ও অণুর গঠন প্রক্রিয়ায় তা ক্ষতিসাধন করে মাত্র । আমেরিকান **Scientist B G Ranganthan** তা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ পরিবর্তনসমূহ, ক্ষুদ্র, এলোপাথাড়ি ও ক্ষতিকারক যার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকার্যকর । পরিবর্তন ধারার এই চারটি বৈশিষ্ট এটাই প্রমাণ করে যে, তা কোন বিবর্তনবাদী উন্নয়ন বা বিকাশ প্রক্রিয়ায় কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয় । কোন বিশেষ ধরনের প্রজাতির ক্ষেত্রে এটা অকার্যকর অথবা ক্ষতিকারক হিসাবে বিবেচিত । একটি ঘড়ির এলোপাথাড়ি বা অপরিকল্পিত পরিবর্তন কখনও ঘড়িটির গুনগত পরিবর্তন সাধন করেনা বরং সেটা ক্ষতিগ্রস্থ করে বা অকার্যকর হয় । একটি ভূমিকম্প কখনই নগর উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখেনা বরং তার ধ্বংস সাধন করে মাত্র ।

প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যকর বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, বংশ বিজ্ঞানে গবেষনায় পর্যবেক্ষন করা যায়নি বরং গবেষনায় এটাই দেখা গেছে সকল প্রকার পরিবর্তনই ক্ষতিকারক । এটাই প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, বিবর্তনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবর্তন সমূহ বংশগত বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা শুধু প্রাণীকে পঙ্গু বা ধ্বংসই করে থাকে । মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাধারণ কোষীয় পরিবর্তন হলো ক্যান্সার । তাই কোন ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া কোনক্রমেই বিবর্তনবাদী পদ্ধতি বা কৌশল হতে পারেনা । প্রাকৃতিক নির্বাচন, যা ডারউইন স্বীকার করেছিলেন, তা নিজস্বভাবে কিছুই করতে সক্ষম নয় । আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে,

প্রকৃত সত্য এটাই যে, প্রকৃতিতে কোন বিবর্তনবাদী কৌশল বা পদ্ধতি বলে কিছু নাই । যেহেতু প্রকৃতিতে বিবর্তনবাদী কৌশল নাই, তাই বিবর্তনবাদের তথা কথিত সময়টি একটি কল্পিত ধারনামাত্র যা কখনও বিদ্যমান ছিলনা ।

জীবাশ্ম প্রমাণ ঃ কোন অন্তবর্তীকালীন আকৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ/নিদর্শন ।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের ঘটনা যে, কখনও ঘটেনি তার সবচেয়ে বাস্তব প্রমাণ হলো জীবাশ্মের আস্তিত্বের অনুপস্থিতি ।

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী সকল জীবিত প্রাণী পারস্পরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান আকার/আকৃতি ধারন করেছে । একটি পূর্ববর্তী প্রাণী সময়ের বিবর্তনে অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয় । সকল প্রাণীই এভাবেই বিকাশ লাভ করেছে । এই মতবাদ অনুসারে এ প্রক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ বছর সময়কালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বর্তমান পর্যায়ে উন্নত হয়েছে । এ কারণে অগনিত মধ্যবর্তী প্রজাতি এ সময়কালে বিদ্যমান ছিল যাদের পদভারে পৃথিবী প্রকম্পিত হতো ।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি মৎস্য যা বর্তমান আকার আকৃতিতে বিদ্যমান । তারা বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে সরীসৃপ আকার ধারন করেছিল, আধামাছ-আধাসরীসৃপ আকারেও তারা অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। অথবা সরীসৃপের আকার বহাল থাকাকালীন সময়েই তারা পক্ষীকুলের কিছু বৈশিষ্ট ধারন করেছিল, সেক্ষেত্রে সরীসৃপ-পক্ষী অবশ্যই বিরাজ করত । যেহেতু তারা বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করছিল, তাই তারা অবশ্যই দুর্বল, অসুস্থ, অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ প্রাণী হিসাবে পৃথিবীতে চলাফেরা করত । বিবর্তনবাদীদের দাবী অনুযায়ী এ ধরনের অন্তবর্তী আকার/আকৃতি সম্পন্ন প্রাণী অবশ্যই অতীতকালে বিদ্যমান ছিল ।

সত্যিই যদি এ ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে এ সকল প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের আকার ও আকৃতি থাকা এবং এদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক । তাই এ ধরনের অদ্ভুত আকৃতির বিভিন্ন প্রজাতির অস্তিত্বের কোন না কোন চিহ্ন বা প্রমাণ বা নিদর্শন অর্থাৎ যার জীবাশ্ম প্রমাণ থাকা উচিত ।

ডারউইন তার পুস্তক **The Origin of Species** এভাবে উপস্থাপন করেছেন । আমার বিবর্তনবাদ মতবাদ যদি সত্যি হয় তাহলে অসংখ্য অন্তবর্তীকালীন প্রজাতির যার সাথে একই ধরনের প্রজাতির গভীর মিল সম্পন্ন প্রজাতির অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে । ফলে এ ধরনের পূর্বেকার প্রজাতির অস্তিত্ব সম্বলিত জীবাশ্মের প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে ।

ডারউইনের আশাভংগ

ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল আনাচে কানাচে জীবাশ্ম গবেষনা পরিচালনা করা সত্ত্বেও এ ধরনের কোন অন্তবর্তী আকার বা প্রকারের কোন প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়নি । এ সকল খনন কাজের মাধ্যমে যে সমস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার সাথে বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কিছুই পাওয়া যায় নাই, বরং জীবাশ্ম পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে, প্রজাতি সমূহ পূর্ণাঙ্গ ও সম্পুর্ণরূপে হঠাৎ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে । কোন অন্তবর্তী প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি ।

একজন বিবর্তনবাদী জীবাশ্ম বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও **DEREK W AGER** বিষয়টি স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা যদি জীবাশ্ম প্রমানাদি পূর্বাপর পর্যবেক্ষন করি প্রজাতি অনুযায়ী বা এর বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী-তাহলে কোন পর্যায়ক্রমিক বিকাশ দেখা যায় না বরং হঠাৎ করে একটি প্রজাতির আবির্ভাব বা অন্য একটি প্রজাতির তিরোধানই দেখতে পাওয়া যায় । অন্য কথায় জীবাশ্ম সমূহের পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, সকল প্রজাতি সমূহ হঠাৎ করে পূর্ণাঙ্গরূপে বা আকার আকৃতিতে বিদ্যমান, কোন অন্তবর্তীকালীন আকার/আকৃতিতে তাদের দেখতে পাওয়া যায়নি । অর্থাৎ ডারউইন যা পূর্বানুমান বা ভবিষ্যবানী করেছিলেন বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে এর বিপরীত । উপরন্তু প্রজাতি সমূহ যে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এটা তারই বাস্তব প্রমাণ । প্রজাতি সমূহ কোনরূপ পূর্ব পুরুষ ব্যতীত, ত্রুটিহীন এবং হঠাৎ করে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে যে, প্রজাতি সমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে । প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিবর্তনবাদী জীব বিজ্ঞানী **DOUG LAS FUTUYMA** এই সত্যকে স্বীকার করে বলেছেন ঃ

প্রজাতিসমূহের সৃষ্টি বা বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় গঠিত এই দুয়ের মাঝে প্রাণী সমূহের সূচনার সম্ভাব্য বাখ্যা রয়েছে। প্রজাতি সমূহ হয় পূর্ণাঙ্গ অবয়বে বিকশিত হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে অথবা সৃষ্টিই হয় নাই । যেহেতু পূর্বের কোন প্রাণী থেকে পরিবর্তন বা বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কোন প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি । বরং প্রজাতি সমূহ পূর্ণাঙ্গ অবয়বে সম্পূর্ণ বিকশিত পর্যায়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে । তাই এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রজাতি সমূহকে বিজ্ঞানময় এক মহা সত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন ।

জীবাশ্ম এটাই প্রমাণ করে যে, প্রজাতিসমূহ পূর্ণাঙ্গ ও সুচারূরূপে গঠিত । অন্য কথায় ডারউইনের চিন্তার বিপরীত প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ প্রজাতি সমূহ বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় নয় বরং সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ধরাধামে উপনীত হয়েছে ।

বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় মানব সৃষ্টির কল্পকাহিনী

বিবর্তনবাদের প্রবক্তারা সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসেন, তাহলো মানুষ সৃষ্টির উৎস বা মানব সৃষ্টির রহস্য । ডারউইনবাদীরা এ বিষয়ে দাবী করে থাকেন যে, আধুনিক মানুষ কিছু সংখ্যক বানর প্রজাতির পূর্ব পুরুষ থেকে বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত হয়েছে । এ দাবী অনুযায়ী প্রায় ৪ থেকে ৫ মিলিয়ন বছর সময়কাল থেকে শুরু হয়েছে এবং পৃথিবীতে আধুনিক মানুষ ও তার পূর্ব পুরুষদের অর্ন্তবর্তী আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রজাতি বসবাস করতো। এ কল্পিত ধারনা অনুযায়ী মানুষ মূলত ৪ পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে, তাহলো ঃ

1. **AUSTRALOPITHECUS**
2. **HOMO HABILIES**

3. **HOMO ERECTUS**

4. **HOMO SAPIENS**

বিবর্তনবাদীরা মনুষ্য প্রজাতির তথাকথিত সর্বপ্রথম পূর্বপুরষদের নামকরন করেছেন **Australo Pithectus** যার অর্থ দক্ষিনের বানর । প্রকৃতপক্ষে এই **Australo Pithectus** হলো এক বিলুপ্ত প্রজাতির বানর । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট ও বৃটেনের দুই বিশ্ববিখ্যাত **Anatomist, Austrolopethicist** সম্পর্কে ব্যাপক গবেষনার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, এটা একটি লুপ্ত প্রজাতির বানরের বংশ যার সাথে মানুষ প্রজাতির শারীরিক কাঠামোর কোন মিলই নাই ।

বিবর্তনবাদীরা মনুষ্য প্রজাতির পরবর্তী বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়াকে এষলষ বা মানব শ্রেনী হিসেবে বিভাজন করেছেন । এ দাবী অনুযায়ী এষলষ শ্রেনীভুক্ত প্রজাতি **Australopithecus** শ্রেনী থেকে অধিকতর উন্নত বা বিকাশিত । বিবর্তনবাদীরা এ সকল জীবাশ্মের পর্যায়ক্রমিক শ্রেনী বিন্যাস অনুযায়ী মনুষ্য প্রজাতির একটি কল্পিত বিবর্তনবাদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন । মনুষ্য সৃষ্টির এ ক্রমবিকাশের পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে একটি কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয় । কারণ বিভিন্ন বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কোন বিবর্তনবাদী মিল পরিলক্ষিত হওয়ার কোন প্রমাণ না পাওয়ায় বিষয়টি অপ্রমাণিত । বিংশ শতকের একজন বিবর্তনবাদের কট্টর সমর্থক **Ernst Mayr** এ কথা স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ বংশ তালিকায় **Homo Sapiens** পর্যন্ত কোন সূত্র (Chain) পাওয়া যায়নি বা এ সূত্র হারিয়ে গেছে ।

মনুষ্য প্রজাতির সৃষ্টি পরিকল্পনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিবর্তনবাদীরা **Australopithe-cus>Homo Habilis>Homo erectus>Homo Sapiens** এই বংশানুক্রম অনুসরন করা হয়েছে মর্মে দাবী করেন । পক্ষান্তরে জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, **Australopithecus, Homo habilis J Homo erectus** একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতো । তাছাড়া **Homo erectus** শ্রেনীভুক্ত প্রাণী অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। গবেষনায় দেখা গেছে যে ঃ

"Homo sapiens (আধুনিক মানুষ) neandertalensis J Homo erectus একই সময়কালে পাশাপাশি পৃথিবীতে বসবাস করতে থাকে ।

এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্য প্রজাতির পূর্ব পুরুষ সম্পর্কিত তত্ত্ব একেবারেই ভিত্তিহীন তথা কল্পিত।

Harvard University এর বিখ্যাত জীবাশ্ম বিজ্ঞানী, **Stephen Jay Gould** যিনি নিজে একজন বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও ডারউইনবাাদের এ উভয় সংকট এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

আমাদের (বংশ লতিকার) সিঁড়ির তিন প্রজাতি-**Africanus, Australopithecines J Homo habilies** এর কোন প্রজাতিই কারো থেকে উদ্ভূত হয়নি । তাছাড়া এই তিন শ্রেনীর কোন শ্রেনীর মধ্যে পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় কোন ধরনের বিবর্তনের লক্ষন পর্যবেক্ষন করা যায়নি ।

অর্থাৎ স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকে বা সিনেমায় মনুষ্য প্রজাতির বিবর্তনের (অর্ধ মানব-অর্ধ বানরের) যে চিত্র বা ছবি দেখা যায় তা বানোয়াট ও কল্পিত, বৈজ্ঞানিক গবেষনায় এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি । এগুলো শুধুমাত্র বিবর্তনবাদীদের প্রচারনা হিসাবে এ তত্ত্ব জিইয়ে রাখার এটি একটি অপকৌশল মাত্র ।

ব্রিটেনের একজন সম্মানিত ও বিখ্যাত বিবর্তনবাদী **Lord Sobly Zuckerman** ১৫ বৎসর যাবত **Australophitecus** জীবাশ্ম নিয়ে গবেষনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গুহমনুষ্য প্রজাতির বংশ লতিকায় বানর প্রজাতির পূর্ব পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই z

Zuckerman বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর বর্ণালী বিশ্লেষন করেছেন । তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা/প্রশাখার মধ্যে শ্রেনী বিন্যাস করে বৈজ্ঞানিক অথবা অবৈজ্ঞানিক হিসাবে অভিহিত করেছেন, বিজ্ঞানের কোন শাখা যা বাস্তব ভিত্তিক ফলাফলে উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা যারা বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করেন না তাদের কাছে এই বর্ণালী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন উপস্থাপন করেন, **Zuckerman** এর তালিকায় সবচেয়ে সঠিক বা বাস্তব বিজ্ঞান হিসাবে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যা । এর পর আসে জীব বিজ্ঞানের স্থান এবং এর পরে সামাজিক বিজ্ঞান সমূহ । এ বর্ণালী বিশ্লেষনের শেষ প্রান্তে রয়েছে যাকে প্রায়ই অবৈজ্ঞানিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে তাহলো-টেলিপ্যাথি, ষষ্টেন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে রয়েছে মানুষের বিবর্তনের মতবাদ । সার্বিক বিষয়টি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

আমরা যদি তাৎক্ষনিকভাবে বাস্তব সত্য বিষয়ক বিজ্ঞান বা তথাকথিত জীব বিজ্ঞান বা মানুষের অতিন্দ্রিয় জ্ঞান বা মানুষের জীবাশ্মের ইতিহাস, সেক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত বিবর্তনবাদীর ক্ষেত্রে সব কিছুই সম্ভব । সেক্ষেত্রে একজন বিবর্তনবাদে গভীর বিশ্বাসী, পরস্পর বিরোধী অনেক কিছু একই সাথে বিশ্বাস করতে পারেন ।

তাই মানব ইতিহাসের বিবর্তন কয়েকজন একপেশে মন্তব্য ও ডারউইনবাদে কিছু সংখ্যক অন্ধ বিশ্বাসীদের কয়েকটি জীবাশ্ম পর্যবেক্ষনের ফসল ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের চোখ ও কানের কর্মপদ্ধতি

মানুষের চোখ ও কান যে অসাধারন পদ্ধতিতে কাজ করে, সে সম্পর্কে বিবর্তনবাদীরা এই কৌশলের কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হন না। আমরা কি জানি আমাদের চোখ কিভাবে কাজ করে ? এ প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে আমরা কিভাবে দেখি এ প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করি । আলোক রশ্মি কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখের রেটিনার বিপরীত দিক হতে পতিত হয়। এখানে এই আলোক রশ্মি সমূহ বৈদ্যুতিক সিগনালে পরিণত হয়ে মানব মস্তিষ্কের কেন্দ্রের পিছনে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জসষঢ় বা বিন্দুতে পৌঁছায় । এই বৈদ্যুতিক সিগনাল সমূহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ছবিতে পরিণত হয় এবং আমরা দেখতে পাই । এই টেকনিক্যাল প্রেক্ষাপটে আমরা বিষয়টি চিন্তা করতে পারি ।

মানব মস্তিস্কে কোন আলো নাই । এর অর্থ হলো মস্তিষ্কের অভ্যন্তরভাগে গভীর অন্ধকার বিরাজমান। এবং মস্তিষ্কের এলাকায় কোন আলো পৌঁছায় না । মস্তিষ্কের যে জায়গায় দর্শনের কেন্দ্র অবস্থিত উক্ত স্থানটিতে কখনও কোন আলো পৌঁছাতে পাবেনা । মানুষের জানা মতে এর চেয়ে কোন অন্ধকার জায়গা কোথাও নাই । অথচ আমরা আলোকিত, উজ্বল পৃথিবী দর্শন করে থাকি ।

মানব চক্ষুতে এমন সুক্ষাতিসুক্ষ ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম যে, বিংশ শতকের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিও তা তৈরী করতে সক্ষম হয় নাই । উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে, আপনি

যে বইটি পাঠ করছেন, আপনার যে হাত দিয়ে তা ধরে রাখছেন এবং মাথা উচু করে চারিদিকে তাকান, আপনি কি কখনও এই ধরনের সুক্ষ্ম ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব অন্য কোথাও দেখেছেন কি? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টেলিভিশন প্রস্তুতকারক কোম্পানীও এ ধরনের টেলিভিশন (Screen) পর্দা আপনার জন্য এ রকম উন্নত ধরনের টেলিভিশন তৈরী করতে সক্ষম হবেনা ।মানব চক্ষুর এই প্রতিবিম্ব ত্রিমুখী, রঙ্গীনও অতি সূক্ষ্ম । শতাধিক বছর ধরে হাজার হাজার দক্ষ প্রকৌশলী এ ধরনের সুক্ষ্ম প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন । এ লক্ষে বিরাট বিরাট কারখানা, পরিকল্পনা, বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন নিয়ে প্রচুর গবেষনা করা হয়েছে কিন্তু এ কাজে তারা সফল হননি । আবার আপনি টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকান এবং আপনার হাতে ধরা বইটির দিকে দৃষ্টি দিন । আপনি অতি অবশ্যই পার্থক্যটা লক্ষ করছেন । টিভি পর্দা দ্বিমাত্রিক ছবি দেখায় পক্ষান্তরে আপনার চক্ষু গভীরতাসহ ত্রিমাত্রিক ছবি প্রদর্শন করে থাকে ।

যদিও বছরের পর বছর হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাপক গবেষনার পর ত্রিমাত্রিক টেলিভিশন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে ঠিক, কিন্তু চশমা ছাড়া তা দেখা সম্ভব নয়। তাছাড়া এটা এ ধরনের কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক দর্শন পদ্ধতিতে ছবির পশ্চাদভূমি ঝাপসা ও সম্মুখভাগ কাগজ লাগানোর মত দেখা যায় কিন্তু তা কখনও মানব চক্ষুর মত এত স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম নয় । ক্যামেরা ও টেলিভিশন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিবিম্বের মান ক্ষুন্ন হয় ।

বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন যে, মানব চক্ষুর এই সূক্ষ্মতাও স্পষ্টতার কলা কৌশল দৈবাৎ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ কোন লোক যদি বলে আপনার ঘরের টেলিভিশন সেটটি স্বতস্ফুর্তভাবে নির্মিত হয়েছ, অর্থাৎ টেলিভিশনের সমস্ত জটিল যন্ত্রাংশ সমূহ একত্রিত হয়ে এ ধরনের একটি অত্যাধুনিক সুন্দর যন্ত্র হিসাবে আপনার ঘরে হাজির হয়েছে যার মাধ্যমে এমন সুন্দর ছবি দেখা যায়, তাহলো তা কি একটি গ্রহনযোগ্য প্রস্তাবনা হতে পারে ?

যেহেতু মানব চক্ষুর চেয়ে নিম্নমানের প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্র হঠাৎ করে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় । তাই মানব চক্ষুর মত উন্নত প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্র কোনক্রমেই দৈবাৎ সৃষ্টি হয় নাই । মানুষের কানের ক্ষেত্রে একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য । কানের বাইরের অংশ সব ধরনের প্রাপ্ত শব্দ বহিঃকর্ণ গ্রহণ করে তা মধ্য কর্ণের দিকে ধাবিত হয়। মধ্য কর্ণ এ শব্দ তরঙ্গ তীব্র করে, অন্তঃকর্ণে তা প্রেরন করে, অন্তঃকর্ণ তা বৈদ্যুতিক সংকেত হিসাবে পরিণত করে তা মস্তিষ্কে প্রেরন করে এবং চোখের মতই শ্রবনের বিষয়টি মস্তিষ্কের কেন্দ্রে চুড়ান্ত করা হয়।

চক্ষু ও কর্ণের উৎসের বিষয়টি সমভাবে কার্যকর হয়ে থাকে । অর্থাৎ মস্তিষ্ক আলোর মতই শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে । এতে কোন ধরনের শব্দ প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না । তাই বাইরে যত ধরনের শব্দই হোক না কেন, মস্তিষ্ক কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃশব্দ । তবুও তীক্ষ্ম শব্দও মস্তিষ্ক বুঝতে পারে । আপনার মস্তিষ্ক যদিও শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন তবুও আপনি ঠিকই অক্রেষ্ট্রার বাজনা শুনতে পেয়ে থাকেন । আবার ভিড়ের মধ্যে সব ধরনের গোলমালের আওয়াজ শ্রবন করে থাকেন । যদি এ সময় আপনার মস্তিষ্কে কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করা হতো দেখা যেতো তা সম্পূর্ণভাবে শব্দহীন বা নিঃশব্দ ।

প্রতিবিম্ব বা ছবি গবেষনার মতই মূল শব্দ তরঙ্গ যা সৃজন ও পুনঃ সৃজন কি সম্ভব তা নিয়ে বছরের পর বছর গবেষনা করা হয়েছে । এরই ফলশ্রুতিতে তৈরী করা হয়েছে শব্দ রক্ষক/গ্রহন যন্ত্র (Sound Recorder) যাতে মূল শব্দ তরঙ্গ বিশ্বস্ততার সাথে রেকর্ড করা যায় । এসব কলাকৌশল ও

হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদের গবেষনা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানব শ্রবন যন্ত্র তথা কর্ণেন্দ্রিয়ের ন্যায় স্পষ্ট, তীক্ষ্ম শব্দ গ্রহন যন্ত্র মানুষ আজ পর্যন্ত তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানীর সর্বোৎকৃষ্ট এ১-উ১ শব্দ গ্রহন যন্ত্রের কথাই চিন্তা করুন, এমনকি এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে শব্দ রেকর্ড করা হলেও কিছু শব্দ তরঙ্গ হারিয়ে যায়, তাছাড়া যন্ত্রটি চালু করলে কোন গান শুরুর পূর্বে এক ধরনের এভড়ড় এভড়ড় শব্দ হয় । অথচ মানব দেহের কলা কৌশলের মাধ্যমে যা সৃষ্টি বা গ্রহন করা হয় তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট । মানবীয় কর্ণ কখনও **Hiss Hiss** আওয়াজ সম্বলিত কোন শব্দ তরঙ্গ গ্রহন করে না যেমন নাকি **HI-FI** শব্দ গ্রহন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে । মানব জাতির সৃষ্টি থেকে অদ্যাবধি এটাই হয়ে আসছে ।

আজ পর্যন্ত মনুষ্য কর্তৃক কোন দর্শন যন্ত্র বা শব্দ গ্রহন যন্ত্র মানুষের চোখ ও কর্ণের মত দক্ষ, পূর্ণাঙ্গ ও সফল যন্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয় নাই ।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তর থেকে দেখে ও শুনে ঃ কোন্ সে জন

সে কোন জন যিনি মানব মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে মুগ্ধ হয়ে গান ও পাখির কল-কাকলি শোনেন ও গোলাপের গন্ধ নেন । মানুষের চোখের, কানের ও নাকের উদ্দীপনাসমূহ বৈদ্যুতিক-রাসায়নিক **(Electro-chemical)** স্নায়ু তরঙ্গ হিসাবে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে । জীব বিজ্ঞান, প্রাণ রসায়ন ও শরীরবৃত্ত বিষয়ক পুস্তকে মানব মস্তিষ্কে কিভাবে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পেতে পারেন । কিন্তু আপনি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির কোন উল্লেখই পাবেন না, তাহলো কোন সে জন যিনি মানব মস্তিষ্কে কখনও প্রতিবিম্ব বা ছবি, শব্দ, গন্ধ সম্বলিত **Electro-chemical** তরঙ্গ হিসাবে উপলব্ধি করেন বা ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন । সেখানেই রয়েছে সেই গুমহা চেতনাঞ্জ যা চক্ষু, কর্ণ ও নাকের কোন প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই সব কিছু নির্ভুলভাবে উপলব্ধি বা বুঝতে সক্ষম । এই মহা চেতনার মালিক কে ? এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে, এটা ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার নয়। চর্বির পুরু স্তর ও নিউরনের সমষ্টি দিয়ে গঠিত মস্তিস্ক । এ কারণেই বাস্তববাদী ডারউইনবাদী যারা বিশ্বাস করে সবকিছুই বস্তুর দ্বারা গঠিত, তারা এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

এই মহা চেতনা হচ্ছে আল্লাহতালা কর্তৃক সৃষ্ট আত্মা । এই আত্মার দেখা, শুনা ও গন্ধ অনুভব করার জন্য চোখ, কান বা নাকের কোন প্রয়োজন হয়না । উপরন্তু চিন্তা করার জন্য এই আত্মার কোন মস্তিষ্কেরও দরকার হয় না।

যিনিই এই সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ সম্পর্কে পাঠ করবেন, তারা মহান আল্লাহ রাব্বিল আল আমিন সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষনা করবেন তাঁকে ভয় করবেন । তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন, সর্বোপরি শুধু তাকেই ভালবাসবেন । যিনি এই সমগ্র বিশ্বব্রক্ষান্ডকে গাঢ় অন্ধকার, কয়েক সেন্টিমিটার ক্ষুদ্র, ত্রিমাত্রিক, রঙ্গিন ছায়াঘন, আলোকজ্জ্বল কাঠামোর মধ্যে বন্দী বা সংকুচিত করে সৃষ্টি করেছেন।

একজন বস্তুবাদীর বিশ্বাস

উপর্যুক্ত আলোচনা, পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা পর্যবেক্ষন করলাম যে, বিবর্তনবাদের তত্ত্ব খোলাখুলিভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তের সাথে সংঘর্ষশীল তথা ভুল বা ভিত্তিহীন । পৃথিবীতে প্রাণের উৎস সম্পর্কে এ মতবাদের দাবী বিজ্ঞানের বিচারে ভিত্তিহীন । প্রাণ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যে বিবর্তনবাদী পদ্ধতির দাবী এ মতবাদে করা হয়েছে তা বাস্তব সম্মত নয় । জীবাশ্ম রেকর্ড অনুযায়ী কোন অন্তবর্তীকালীন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই । এ কারণে বিবর্তনবাদ অবৈজ্ঞানিক হিসাবে দর্শন জগত থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত । প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক চিন্তাধারা বা মতবাদ বিজ্ঞানের জগত থেকে অপসারন করা হয়েছে বিবর্তনবাদ মডেলও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ।

বিবর্তনবাদকে দুর্ভাগ্যবশত বলপূর্বক বিজ্ঞান সম্মত হিসাবে চালানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, এমনকি কিছু সংখ্যক বিবর্তনবাদের সমালোচনাকে বিজ্ঞানের উপর আক্রমন হিসাবেও অভিহিত করে থাকেন । কিন্তু কেন? এর কারণ হচ্ছে কিছু সংখ্যক লোকের কাছে বিবর্তনবাদ একটি অপরিহার্য গোঁড়ামি যা প্রায় ধর্মীয় বিশ্বাসের মত কার্যকর । এসব মহল অত্যন্ত জোরেশোরে বস্তুবাদে বিশ্বাসী হয়ে ডারউইনবাদ দ্বারা প্রভাবিত এবং সৃষ্টি রহস্যের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা একমাত্র ডারউইনবাদের মাধ্যমেই করে থাকেন তারা প্রকাশ্যেই তা ঘোষনা করেন ।

হাভার্ড ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত **Geneticist Richard Lewontin** যিনি একজন বিবর্তনবাদী, তিনি নিজেকে প্রথমে একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ এবং পরে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন, তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক প্রথা বা পন্থা যাই হোক না কেন, আমরা অতি অবশ্যই আমাদের বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রতি আনুগত্যের অগ্রাধিকার থাকার কারণে আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধান পদ্ধতি ও কিছু বস্তু তথা জড়বাদী মতবাদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন যা (বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) শুধু বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই প্রদান করবে, তা সে যত দুর্জ্ঞেয়, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বিরোধী বা সূত্র বিহীন হোক না কেন । তাছাড়া সেই বস্তুবাদী চিন্তা চেতনা বা ভাবধারাই চূড়ান্ত, তাই আমরা এক্ষেত্রে কোন ঐশী বাণী বা মতবাদকে কোনক্রমেই গ্রহণ করতে পারিনা ।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ডারউইনবাদ যা অত্যন্ত গোঁড়া একটি মতবাদ বস্তুবাদী দর্শনকে জীবিত বা বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই মতবাদকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে । এই অন্ধ দর্শন বা মতবাদ বস্তু ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেনা । এ কারণেই এটা বিশ্বাস করা হয় যে, প্রাণ, চেতনা ও স্বত্তাবিহীন বস্তু পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করেছে । এ মতবাদ ধারনা করে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ প্রজাতি-পক্ষী, মাছ, জিরাফ, বাঘ, পোকা-মাকড়, বৃক্ষ, ফুল, তিমি এবং মানুষ সব কিছুই বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে-অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিপাত থেকে সৃষ্টি । এ ধরনের চিন্তাধারা বা ধারনা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিপরীত । অথচ ডারউইনবাদীরা এ মতবাদকে এখনও অন্ধের মত আঁকড়ে রেখেছেন কারণ তারা চিন্তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে কোন ঐশী বা আধিভৌতিক কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয় ।

যদি কেহ বস্তুবাদী এক পেশে দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে পৃথিবীর প্রাণ জগতের দিকে খোলা মনে লক্ষ করেন, তিনি অতি অবশ্যই প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে, জগতের সমস্ত প্রাণী সেই মহা শক্তিশালী, মহাজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়ের সৃষ্টি । তিনিই সেই স্রষ্টা যিনি শূন্য থেকে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছেন, যিনি প্রত্যেক প্রাণীর নকশা, আকার, আকৃতি, প্রকৃতি সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন ।